দুর্য্যোধন বলিলেন ইহা না করিবে।
সবারে মারিয়া আজি অর্জ্জুনি ফিরিবে॥
প্রধানের সর্ব্ব দোষ অন্যের কি ভয়।
বধিতে রিপুকে মম এই বিধি হয়॥
ইহাতে করিলে হেলা বড় হবে দোষ।
বালকে বধিয়া কর আমাকে সন্তোষ॥
মরিল সকল সৈন্য ব্যাজ নাহি সয়।
সর্ব্বনাশ করে শিশু শমন উদয়॥
মম বাক্যে তোমা সবে কর এই মতি।
এককালে অভিমন্যু বেড় সপ্ত রথী॥
দুঃশাসন শকুনি রাধেয় মম মামা।
দ্রোণাচার্য্য কৃপাচার্য্য সহ অশ্বত্থামা॥
আমিও যাইব তোম সবার পশ্চাত।
এই রূপ করি তারে করিব নিপাত॥
এত শুনি কৃপাচার্য্য নিশ্বাস ছাড়িল।
দুর্নীতি রাজার হাতে বিধি নিয়োজিল॥
আমা সবাকার এতে কি করে বিলাপে।
মরিবেক দুর্য্যোধন এই মহাপাপে॥
অমঙ্গল হৈল তার না হয় অবধি।
শুকাইল সরোবর স্রোত এড় নদী॥
আহার ত্যাজিল সব পক্ষীরা প্রমাদে।
আকুল হইয়া বত গ্রাম সিংহ কাঁদে॥
অনাচার কর্ম্ম বড় অরণ্যে হইল।
মুহু মুহু বসুমতী কাঁপিতে লাগিল॥
রাজলক্ষ্মী রাজারে ত্যজিল অনুতাপে।
অচিরে হইবে নষ্ট এই মহাপাপে॥
অঙ্গ হৈল বিবর্ণ বদন হৈল কালি।
সামর্থ বিহীন অঙ্গ কর্ণে লাগে তালি॥
দেবমায়া দেখিলাম চাহিয়া গগণ।
উদয় হইল যেন দ্বাদশ তপন॥
অচিম্বিতে মাথার মুকুট গেল খসি।
অন্ধকার দেখি সদা মনে ভয় বাসি॥
তথাপি বিষয় মদে না জানি মরণে।
আজ্ঞা দিল মার শীঘ্র পার্থের নন্দনে॥
সপ্তরথী রথে চড়ে ভাবিয়া বিষাদ।
ভদ্র নাহি ভূপতির হইল প্রমাদ॥
বেড়িল বালকে গিয়া সপ্ত মহারথী।
হানাহানি মহাযুদ্ধ হয় অবিরতি॥
এককালে সপ্তরথী করি অস্ত্রময়।
রবি আচ্ছাদিল বাণে অন্ধকার হয়॥
ভূষণ্ডী তোমর শক্তি বাণ জাঠাজাঠি।
ত্রিশূল পট্টিশ মহা অস্ত্র কোটি কোটি॥
সূচীমুখ শেল শূল অর্দ্ধচন্দ্র বাণ।
বিকট সঙ্কট শক্তি অনল সমান॥
কপালী কৌশিকী বাণ বাণ ব্রহ্মজাল।
রুদ্রদ্যুতি রিপুচণ্ড অত্যন্ত বিশাল॥
শ্রাবণের মেঘ যেন বৃষ্টি বার বার।
তপন ঢাকিয়া যেন তিমির অন্ধকার॥
একযোগে সপ্তরথী অস্ত্র বরিষণ।
অমর ভুজঙ্গ সব চমকিত মন॥
যেন সৃষ্টি মজাইতে ইচ্ছা বিধাতার।
বাণ বৃষ্টি হয় যেন মুষলের ধার॥
হইল পাবক তুল্য অর্জ্জুনি ঠেকিয়া।
কৌরব সকলের এত অন্যায় দেখিয়া॥
হাহাকার আকাশে অমরগণ মাঝে।
সপ্ত মহারথী একে যুদ্ধ নাহি সাজে॥
বিধি বিড়ম্বিল দুর্য্যোধন দুরাচারে।
এমত অন্যায় যুদ্ধ এক রণে করে॥
কভু হেন বিপরীত না দেখি না শুনি।
মরিবে নিশ্চয় পাপে গরাশিল ফণি॥
মহাবীর্য্য পার্থজ তুলনা নাহি মহী।
সাধুর শব্দ শুনি নাহি ইহা বহি॥
অভিমন্যু মহাবীর অবসাদ নাই।
প্রশংসা করিল গুণ দেবতা সদাই॥
সন্ধানে সন্ধান পূরি শিশু এড়ি বাণ।
নিমিষে সকল অস্ত্র হয় খানখান।
কাটিয়া সবার অস্ত্র অর্জ্জুন তনয়॥
দশ দশ বাণে সবা বিন্ধিল হৃদয়।
বাণাঘাতে সপ্তরথী হতজ্ঞান হন।
শিশুর প্রেরিত বাণ দ্বিতীয় শমন॥
মূর্চ্ছা দেখি রথীকে সারথি লয়ে রথ।
পলাইল রথী সহ যোজনের পথ।
সপ্তরথী এইরূপে যুদ্ধ সাতবার।
সবাকারে পরাজিল অর্জ্জুন কুমার॥
অবসাদ নাহি অস্ত্র এড়িলেন কত।
কোটি কোটি সেনা হয় সমরেতে হত॥
হয় পড়ে নাহি সীমা কুঞ্জরের দল।
রথে রথ ঢাকিল চলিতে নাহি স্থল॥
মড়ায় পুরিল ক্ষিতি পদাতিক গাদা।
রুধিরে হইল হেড় বরিষার কাদা॥
কতক্ষণে সপ্তরথী পাইল চেতন।
লজ্জায় সবার যেন হইল মরণ॥
কারু মুখ কেহ নাহি চান অভিরোষে।
রথ এড়ি মহীতলে মাথা ধরি বসে॥

কি হইল কি হবে কুমার নহে যম।
পলাইল অবসাদে বলে হয়ে কম ॥
চিন্তায় আকুল তাতে কুল নাহি দেখি।
মজিলাম অবোধ রাজার হাতে ঠেকি ॥
বালকের ক্ষমা নাহি আরো বাড়ে বল।
পতঙ্গের প্রায় দেখি কুরু সৈন্য দল ॥
জলবন দলে যেন মদমত্ত হাতী।
নিপাতে নিশেষ লক্ষ২ সেনাপতি ॥
দুর্নীত দেখিয়া পরে দুর্য্যোধন ভূপ।
ছাড়িল জীবন আশা শুকাইল মুখ ॥
অধোমুখ বীরগণ বুক নাহি বান্ধে।
নৃপতির আচরণে সবে লাগে ধন্দে ॥
কেশরী সমান শিশু মৃগে যেন ধরে।
সংহারিল সৈন্যগণে পাইয়া সমরে ॥
আকুল হইয়া রাজা রথী সপ্ত জনে।
কহিতে লাগিল বড় বিনয় বচনে ॥
দেখ গুরু মহাশয় কর্ণ প্রাণ সখা।
বিনাশিল সর্ব্ব সৈন্য অভিমন্যু একা ॥
শুন শুন সপ্তরথী আমার বচন।
পুনরপি অভিমন্যু বেড় সপ্ত জন ॥
না হবে সাহস ভঙ্গ চিত্তে প্রবোধিয়া।
কুরু পক্ষ রক্ষা কর বালক বধিয়া ॥
পরাজয় করিয়া পুরাও যদি আশ।
কিনিয়া করিবা তবে মোরে নিজ দাস।
রাজার বিনয় শুনি উঠিলেন রথী।
পুনরপি যান রণে সপ্ত সেনাপতি ॥
রথে বসি বিক্রমে বাসব তেজ ধরি।
সারথি চালায় রথ শিশু লক্ষ করি ॥
বালকে বেড়িয়া বাণ বরিষেণ তারা।
বৃষ্টি যেন বরিষার মুষলের ধারা ॥
রণস্থলে প্রাণগণ প্রাণে ছাড়ি আশা।
সাহসে বান্ধিয়া বুক করিল ভরসা ॥
নিবারণ করি অস্ত্র অভিমন্যু বীর।
বাণে বিন্ধি খণ্ড খণ্ড করিল শরীর ॥
অত্যন্ত রুধির ধার অবিরত গায়।
তথাপি তিলেক শ্রম নাহি তাহে পায় ॥
তবে কর্ণ মহাবীর সাবিস্ময় মনে।
ডাক দিয়া কহিলেন অন্য ছয় জনে।
অর্জ্জুন হইতে শিশু মহাপরাক্রম।
অবসাদ বলিয়া তিলেক নাহি শ্রম ॥
সাবধান হইয়া সকলে কর রণ।
একুকালে মার বাণ মিলি সপ্তজন ॥

কেহ কাটে ধনু আর কেহ কাটে গুণ।
কেহ কাটে হস্ত কেহ কাটে অস্ত্র তূণ ॥
এ উপায় বিনা কিছু নাহি দেখি আর।
কাল অগ্নি সম শিশু দেখ চমৎকার ॥
তবে সপ্তরথী পুনঃ বেড়িল কুমারে।
এককালে সন্ধান করিল সতি বীরে।
তবে কর্ণ মহাবীর কোপে কম্প তনু।
অনেক সন্ধানে পরে কাটিলেন ধনু ॥
আর ধনু নিলা বীর চক্ষু পালটিতে।
সে ধনু কাটেন কর্ণ গুণ নাহি দিতে।
যতবার ধনুক ধরিয়া হাতে লন।
খণ্ড২ করিয়া কাটেন সপ্ত জন ॥
পুনর্ব্বার আর ধনু লয়ে গুণ দিল।
দ্রোণের নন্দন তাহা কাটিয়া পাড়িল ॥
কবচ কাটিয়া দ্রোণ কাটিলেন ধনু।
দুঃশাসন কাটে রথ সারথির তনু ॥
কৃপাচার্য্য বাণেতে কাটিল শরাসন।
দুর্য্যোধন কাটিলেন অস্ত্র অশ্বগণ ॥
অস্ত্র ধনু কাটা গেল রথের সারথি।
শূন্য হস্তে হইলেন মদমত্ত গতি ॥
খড়্গ চর্ম্ম নিয়া করে যুদ্ধ ধরাতলে।
কাটিলেন বহু সৈন্য রক্তধারা চলে ॥
মারিলেন রথে যেন পর্ব্বতের চূড়া।
রণেতে অনেক রথ হয়ে যায় গুড়া ॥
শত শত হস্তী বধে ধরণী লোটায়।
পদাতিকগণ মরে কহা নাহি যায় ॥
ঘোড়া২ মরে ঘোড়া পক্ষিরাজ সম।
বিষম বালক রণে শমন উপম ॥
তবে কর্ণ আকর্ণ সন্ধানে এড়ি শর।
অভিমন্যু হস্ত চর্ম্ম কাটিল সত্বর ॥
কাটা চর্ম্মে আচ্ছাদিত না হইল কায়।
চতুর্দ্দিক হৈতে বাণ আসি গড়ে গায় ॥
সুধু অসি লইয়া সমর স্থানে বীর।
আসে পাশে সম্মুখে কাটিয়া পাড়ে শির ॥
বড় বড় বীর মরে বড় বড় রথী।
নিবারণে অশক্ত সকল সেনাপতি ॥
হস্তী মধ্যে সহস্রেক যায় চড়চড়ি।
অসংখ্য পদাতি পড়ি যায় গড়াগড়ি ॥
শিশুর সমর দেখি ক্রোধে কম্পবান।
অশ্বত্থামা মহাবীর যুড়িলেন বাণ ॥
তিন বাণ ছাড়িয়া কাটিল খাণ্ডাখান।
অস্ত্র শূন্য হইলেন না দেখি বিধান ॥

চর্ম্ম কাটা গেল অস্ত্র অবশেষ খাঁড়া।
তাহা দেখি কাটা গেল ফুরাইল তাড়া॥
কাহার বিরাম নাহি বলবান অরি।
অসম্ভ রাজার সেনা গণিতে না পারি॥
পঙ্গপাল পাতে জাল চারিদিকে ছাকা।
পলাইতে পথ নাহি কি করিবে একা॥
নৃপতি অধর্ম্মি বড় অন্যায় সমর।
করিল বালক বধ পাপিষ্ঠ পামর॥
ভাবিয়া ব্যাকুল শিশু ভয় হৈল মনে।
বিপক্ষের হস্তে আর রক্ষা নাহি রণে॥
মুখটিতে মরে সেনা কর পদ ঘায়।
চড় চাপড়েতে কেহ যমালয়ে যায়॥
অবসন্ন ভয়ে বীর এড়িল নিশ্বাস।
আজি রক্ষা নাহি আর অবশ্য বিনাশ॥
আচরিয়া অধর্ম্ম অন্যায় রূপে রণ।
কেমনে ইহাতে রক্ষা পাইবে জীবন॥
রণস্থলে ধনঞ্জয় নারায়ণ যথা।
তিনি নাহি শুনিলেন এ যুদ্ধের কথা॥
কৃষ্ণ মম মাতুল অর্জ্জুন মম বাপ।
মৃত্যুকালে নাহি দেখি এই মনস্তাপ॥
আমার বৃত্তান্ত তাত গোবিন্দ মাতুল।
শুনিলে অবশ্য হইতেন অনুকূল॥
এতেক চিন্তিয়া শিশু হইল নিরাশ।
উলকাপাত অনল যেন এড়িল নিশ্বাস॥
হাতে করি লইলা রথের চক্র দণ্ড।
যম চক্র সম তাহা অতুল প্রচণ্ড॥
হেন চক্র দণ্ড বীর তাহা করে নিয়া।
সর্ব্ব সৈন্যগণে বীর মারিলেন গিয়া॥
করিলেন হস্তী রথ চূর্ণ বহু আর।
তুরঙ্গ মারিল কত সংখ্যা নাহি তার॥
সহস্র সহস্র বীরে বধিল বালক।
নিবারিতে নাহি শক্তি জ্বলন্ত পাবক।
পরে কর্ণ পাঁচ বাণ পুরিয়া সন্ধান॥
চক্র দণ্ড কাটিয়া করিল খান খান॥
চক্র দণ্ড গেল যদি চক্র নিল হাতে।
দানবের যুদ্ধ যেন সহ জগন্নাথে॥
তাহাতে অনেক সৈন্য শোয়াইল ক্ষিতি।
লেখা যোখা নাহি তার যোড় গেল কতি॥
চক্র হস্তে বিষ্ণু যেন অতি জ্যোতির্ম্ময়।
তাঁহার সমান শোভা শিশু অঙ্গে হয়॥
তবে কর্ণ মহাবীর ধরিল ধনুক।
তিন বাণ প্রহারিল যেন হত ভুক॥

অভিমন্যু রণ স্থলে রথচক্র হাতে।
কাটিলেন কর্ণ তাহা তিন বাণাঘাতে॥
শূন্য হস্ত ব্যস্ত শিশু তাহে রথহীন।
ভরসায় যুদ্ধ মাত্র সংগ্রামে প্রবীণ॥
পদাঘাত করাঘাত প্রহারেন যারে।
সেইখানে তাহারে পাঠায় যম ঘরে।
মদমত্ত হস্তী যেন মহা ভয়ঙ্কর।
মুষ্ট্যাঘাতে রথ রথী নাশিল কুঞ্জর॥
হয় হস্তী রথ পড়ে পরিমাণ যুথে।
বড় বড় রথী পড়ে অযুতে অযুতে॥
চারিদিকে বীরগণ বরিষয়ে বাণ।
বাণে অঙ্গ হৈল যেন সজারু সমান॥
রক্তময় ভাসিলেক বিকল শরীর।
পড়িয়া অস্ত্রেতে ধারা বহিছে রুধির॥
অস্ত্রাঘাতে অভিমন্যু হন অচেতন।
পুনঃ সপ্ত রথী করে অস্ত্র বরিষণ॥
হেন কালে ধায় দুঃশাসনের নন্দন।
গদা হাতে করি গেল মহাক্রুদ্ধ মন॥
অরুণ জিনিয়া রক্ত ঘূর্ণিত নয়ন।
দৈবে যাহা করে তাহা কে করে খণ্ডন॥
অর্জ্জুনি উপরে করে মুড়্গার প্রহার
দেখিয়া অমরগণে পড়ে হাহাকার॥
এমত অন্যায় করে দুষ্ট দুর্য্যোধন।
এই পাপে হইবেক সবংশে নিধন॥
গদার প্রহারে বীর পাইলেন মোহ।
অভিমানে নয়ন যুগলে বহে লোহ॥
না দেখিয়া জনক মাতুল কৃষ্ণধনে।
মৃত্যুকালে সেই নাম জপিলেন মনে॥
সম্মুখ সমরে বীর ছাড়িল জীবন।
ইন্দ্রলোকে গমন করিল সেই ক্ষণ॥
শুনিয়া পাণ্ডব দলে উঠিল ক্রন্দন।
শোকাকুল হইলেন ধর্ম্মের নন্দন॥
দুর্য্যোধন হইলেন আনন্দিত মন।
বাজাইল রণবাদ্য শত শত জন॥
দামামা দগড় বাজে শত শত বাঁশী।
তুরঙ্গ মোহরী বাজে শত শত কাঁশী॥
শত শত জয়ঢাক বাজে জয় ঢোল।
পৃথিবী যুড়িয়া যেন হয় গণ্ডগোল॥
বাজিল দুন্দুভি শঙ্খ সুমধুর বীণা।
ভেউরি ঝাঝরি বাজে না হয় গণনা॥
কুরু সৈন্য হৈল মহাবাদ্য কোলাহল।
ক্রন্দন করয়ে যত পাণ্ডবের দল॥

হইলেন যুধিষ্ঠির রাজা অচেতন।
রোদন করয়ে ভীম আদি যোদ্ধাগণ॥
হেন কালে অস্তগত হন দিবাকর।
কৌরব পাণ্ডব যান যে যাহার ঘর॥
দ্রোণপর্ব্ব সুধারস অভিমন্যু বধে।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে।

অভিমন্যুর জন্ম কথা

বলিলেন মুনি শুন নৃপতি নন্দন।
শিবিরে গেলেন রাজা শোকাকুল মন॥
বিলাপ করেন ধর্ম্ম কুন্তীর নন্দন।
ভূমিতে বসিলা সবে ত্যজিয়া আসন॥
হেনকালে আসি সত্যবতীর নন্দন।
দেখিলেন ধর্ম্মপুত্রে শোকাকুল মন।
ব্যাস দেখি সম্ভ্রমে উঠিলা সর্ব্বজন।
ধর্ম্মে আশীর্ব্বাদ দিয়া জিজ্ঞাসে তখন॥
কি কারণে শোক কর ধর্ম্মের নন্দন।
ইহার বৃত্তান্ত বল আমাকে এখন॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের তনয়।
কান্দিয়া বলেন শুন ব্যাস মহাশয়॥
মহালোভে দুষ্টমতি আমি কুলাধম।
পৃথিবীতে নরাধম নাহি মম সম॥
রাজ্যলোভে কার্য্য করি ধর্ম্ম পথ রোধ।
নহে কি উচিত জ্ঞাতি সহিতে বিরোধ॥
রাজ্যলোভে করিলাম বড় অপকর্ম্ম।
বুঝিলাম এইক্ষণে বিচার অধর্ম্ম॥
পাঠাই বালকে শত্রু সমুহের মাঝে।
কহিতে ফাটয়ে বুক হেট হই লাজে॥
কহিল আমাকে শিশু করিয়া সম্ভ্রম।
ব্যূহ প্রবেশিতে পারি না জানি নিগম।
কহিল একথা পুত্র মোরে বারে বারে।
তথাপিও যত্ন করি পাঠাই তাহারে॥
সমরে অর্দ্ধেক সৈন্য বধিয়াছে সুত।
কারণ প্রলয় যুদ্ধ দেখিতে অদ্ভুত॥
অন্যায় করিয়া কুরু শিশু বধ করে।
দ্রোণ আদি সপ্তরথী বেড়িয়া সমরে॥
অন্যায় সমরে মরে অভিমন্যু বীর।
শোক নিবারিতে নারি নিতান্ত অস্থির॥
এত বলি কান্দিলেন রাজা যুধিষ্ঠির।
অভিমন্যু মৃত্যুশোকে হইয়া অস্থির॥
বলিলেন ব্যাস শোক নিবার রাজন।
খণ্ডাইতে নারে কেহ দৈবনির্ব্বন্ধন॥
মনস্থির করি শুন আমার বচন।
অর্জ্জুনির পূর্ব্ব কথা করহ শ্রবণ॥
মুনিশাপে চন্দ্র জন্ম সুভদ্রা উদরে।
তাহার বৃত্তান্ত কহি তোমার গোচরে॥
চন্দ্রলোকে যান গর্গ মহাতপোধন।
সঙ্গেতে আছিল তাঁর বহু শিষ্যগণ॥
চন্দ্রের নিকট সবে উত্তরিল গিয়া।
সেই স্থানে মুনিগণ ছিল দাণ্ডাইয়া॥
রোহিণী সহিত চন্দ্র ক্রীড়ায় আছিল।
হেনকালে গর্গ মুনি সেই স্থানে গেল॥
মদনে মোহিত চন্দ্র ছিল অন্য মন।
গর্গকে দেখিয়া নাহি করিল পূজন॥
এতেক দেখিয়া মুনি কুপিত হইয়া।
চন্দ্র প্রতি সেইখানে আসিল কহিয়া॥
অহঙ্কারে মত্ত হয়ে না দেখ নয়নে।
কি কারণে অমান্য করিলে মুনিগণে॥
ব্রাহ্মণ হেলন কর মত্ত দুরাচার।
আমি আজি করিব ইহার প্রতিকার॥
মনুষ্য লোকেতে গিয়া জন্মিবে সত্বর।
ক্রোধে এই শাপ দিল গর্গ মুনিবর॥
শুনিয়া মুনির শাপ রজনীর পতি।
করিলেন সবিশেষ মুনিবরে স্তুতি॥
অজ্ঞানে ছিলাম আমি শুন মুনিবর।
যাইতে মনুষ্যলোকে বড় লাগে ডর।
কৃপায় শাপান্ত মুনি আজ্ঞা কর মোরে।
কত দিনে মুক্ত হয়ে আসিব অমরে॥
তুষ্ট হয়ে বলিলেন গর্গ মুনিবর।
তোমার শাপান্ত এই শুন শশধর॥
অর্জ্জুনের পুত্র হবে সুভদ্রা উদরে।
করিয়া বীরের কর্ম্ম পড়িবে সমরে॥
সম্মুখ সংগ্রামে পড়ি ত্যজিবে জীবন।
ষোড়শ বৎসর অন্তে পুনরাগমন।
এই হেতু চন্দ্র জন্ম সুভদ্রা উদরে।
অভিমন্যু জন্মকথা জানাই তোমারে॥
হইয়াছে পূর্ব্বে যেইরূপেতে নির্ণয়।
অতএব শোক না করিবে মহাশয়॥
পুনশ্চ বলেন রাজা শুন মুনিবর।
কেমনে কহিব ইহা পার্থের গোচর॥
কি বলিয়া প্রবোধিব ভাই ধনঞ্জয়।
শুনিয়া কি বলিবেন কৃষ্ণ মহাশয়॥
কি বলিয়া প্রবোধিব সুভদ্রার মন।
বিরাট কন্যার দশা হইবে কেমন॥

রাজ্য আশে হারাই হাতের মহানিধি।
না পারি ধরিতে বুক বিদরিলা বিধি ॥
এতেক বলিয়া রাজা করিল রোদন।
ব্যাসের প্রবোধে তবু স্থির নহে মন ॥
কহিলেন ব্যাস শোক কর নিবারণ।
সংসারেতে অমর না হয় কোন জন।
অকালে না মরে কেহ জানিবা রাজন।
কালপ্রাপ্ত হইলে না রহে কদাচন ॥
অর্জ্জুনের সহিত আপনি নারায়ণ।
করিবেন অর্জ্জুনের শোক নিবারণ ॥
এতেক শুনিয়া রাজা ত্যজিল রোদন।
নিরুৎসাহ বসিলা যতেক যোদ্ধাগণ ॥
যুধিষ্ঠিরে প্রবোধিয়া ব্যাস তপোধন।
করিলেন আপনার স্থানেতে গমন ॥
দ্রোণপর্ব্ব সুধারস অপূর্ব্ব আখ্যান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

অর্জ্জুনের অমঙ্গল দর্শন।

বলিলেন মুনি শুন ভূপালনন্দন।
সমরেতে অভিমন্যু ত্যজিল জীবন ॥
সংসপ্তকে থাকিয়া করেন পার্থ রণ।
উৎপাত অনেক দেখি করিলা চিন্তন ॥
করুণে ডাকিয়া কাক ধ্বজে আসি পড়ে।
শক্তিহীন সমরে গাণ্ডীব গুণ ছিড়ে ॥
বামচক্ষু স্পন্দে ঘন ঘন বামকর।
উড়ু২ করে প্রাণ রণে নাহি ভর ॥
গাণ্ডীব ধরিতে নারি শর লাগে গুরু।
ঘন ঘন কর পদ কম্পে বক্ষ উরু ॥
কৃষ্ণে চাহি ধনঞ্জয় বলিলা তখন।
অবধানে শুন কৃষ্ণ আমার বচন ॥
আজি কেন মম মন দেখি উচাটন।
অবশ্য কারণ আছে দেব নারায়ণ ॥
নাহি জানি কি করেন রাজা যুধিষ্ঠির।
হাহাকার করে শুনে সর্ব্ব মহাবীর ॥
হাহা অভিমন্যু বলি কান্দে যোদ্ধাগণ।
সমরে হইল বুঝি তাহার নিধন ॥
প্রাণ স্থির নহে মম জানাই তোমারে।
না জানি কি হৈল আজি সমর ভিতরে ॥
কুরুসৈন্য কোল হল জয়শব্দ শুনি।
বাজিতেছে নানা বাদ্য জয় জয় ধ্বনি ॥
রথ চালাইয়া দেও অতি শীঘ্রতর।
রাজাকে দেখিলে সুস্থ হইবে অন্তর ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন সখে না চিন্ত অরিষ্ট।
যোদ্ধা মধ্যে অভিমন্যু সবাকার শ্রেষ্ঠ ॥
বালক বলিয়া শত্রু না বধিবে রণে।
দ্রোণ আদি করিয়া যতেক যোদ্ধাগণে ॥
তবে যদি অভিমন্যু বধে দুর্য্যোধন।
তার সম পাপী তবে নহে কোনজন ॥
অন্তর্যামি নারায়ণ জানেন সকলি।
পড়িয়াছে অভিমন্যু সেই রণস্থলি ॥
এতেক বলিয়া কৃষ্ণ প্রবোধে অর্জ্জুন।
রথ চালাইয়া দেন পবন গমন।
উত্তরিলা শিবির নিকটে ধনঞ্জয়।
বিপরীত দেখিলেন অমঙ্গল ময় ॥
অন্ধকার করি সবে বসিয়া সভায়।
শোকাকুল সর্ব্বজন দেখিলা তথায় ॥
অর্জ্জুন বলেন কৃষ্ণ দেখি বিপরীত।
মোরে দেখি কেহ কিছু না বলে বিহিত ॥
আজি যোদ্ধাগণ কেন শোকাকুল মন।
ভূমিতে বসিয়া কেন ত্যজিয়া আসন ॥
এসব দেখিয়া মম স্থির নহে প্রাণ।
কিসের কারণে কৃষ্ণ বল অবিধান ॥
এতেক বলিয়া গেল শিবির ভিতর।
দেখিলেন রোদন করেন নরবর ॥
অধোমুখে বসিয়াছে যত যোদ্ধাগণ।
একেং করিলেন পার্থ নিরীক্ষণ ॥
অভিমন্যু নাহি দেখি উচাটন মন।
জিজ্ঞাসেন ভীমেরে ডাকিয়া সেইক্ষণ ॥
কোথা গেল অভিমন্যু কহ বৃকোদর।
তারে না দেখিয়া মম বিদরে অন্তর ॥
এতেক শুনিয়া ভীম উত্তর না দিল।
অধোমুখ হয়ে বীর নিঃশব্দে রহিল ॥
উত্তর না পাই পার্থ শোকেতে আকুল ॥
নয়নের জলে ভিজে অঙ্গের দুকুল।
দেখিলেন সর্ব্বজনে অশ্রুপূর্ণ আঁখি।
অজ্ঞান অর্জ্জুন অভিমন্যুকে না দেখি ॥
নকুল আকুল আর সহদেব শোকে।
অশ্রুধারা বহিতেছে বসে অধোমুখে ॥
রোদন করিয়া ভীম কহিল তখন।
কেমনে কহিব অভিমন্যুর মরণ ॥
করিয়া অন্যায় যুদ্ধ দুষ্ট দুর্য্যোধন ॥
সপ্ত রথী বেড়ি পুত্রে করিল নিধন ॥
ব্যূহদ্বার রুদ্ধ রাখে সিন্ধুর নন্দন।
ব্যূহ প্রবেশিতে না পারিল কোন জন ॥

এতেক শুনিয়া ধনঞ্জয় মহাবীর।
হইলেন অভিমন্যু শোকেতে অস্থির॥
মহাভারতের কথা অমৃতের ভাষ।
পাঁচালী প্রবন্ধে রচে কাশীরাম দাস॥

অভিমন্যু শোকে অর্জ্জুনের বিলাপ।
লঘু-ত্রিপদী।

পার্থ মহাবীর, শোকেতে অস্থির,
তনয় নিধন শুনি।
হাহা পুত্রবর, এক ধনুর্দ্ধর,
বীরগণ চূড়ামণি॥
তোমা বিনে মোর, ঘর হৈল ঘোর,
কি করিবে রাজ্যধনে।
আমাকে ছাড়িয়া, গেলে পলাইয়া,
দাগা দিয়া মম প্রাণে॥
পুত্র মহাবীর, কন্দর্প শরীর,
চন্দ্রমুখ সুপ্রকাশ।
কটাক্ষ লাবণ্য, সবে বলে ধন্য,
অমৃত সমান ভাষ।
কহ নারায়ণ, স্থির নহে মন,
করিব কি উপায়।
বিনা অভিমন্যু, না রাখিব তনু,
দহিছে আমার কায়॥
শুন কৃপ ময়, বিদরে হৃদয়
বিনা পুত্র অভিমন্যু।
হেন পুত্র বিনে, রহিব কেমনে,
না রাখিব এই তনু॥
অর্জ্জুনের বাণী, শুনি চক্রপাণি,
বহুত বিলাপ করি।
মধুর বচনে, কহিয়া অর্জ্জুনে,
শান্তিলেন কৃষ্ণ ধরি॥
ভারত রচিত, ব্যাস বিরচিত,
শ্রবণে কলুষ নাশ।
ভারত সংগীত, শ্রবণে ললিত,
বিরচিল কাশীদাস।

অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ ও ব্যাসের শান্তনা এবং জয়দ্রথ বধে অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা।

অর্জ্জুন বলেন কৃষ্ণ করি নিবেদন।
অভিমন্যু বিনা আর না রহে জীবন॥
অভিমন্যু সম নাহি দেখি ত্রিভুবন।
কন্দর্প সমান বীর পুত্র রূপ গুণ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন সখে শুনহে বচন।
স্বর্গ গেল যেই তার না কর শোচন॥
বীরধর্ম্ম করিলেক অদ্ভুত ভুবনে।
লক্ষ লক্ষ যোদ্ধাগণে বিনাশিল রণে॥
সম্মুখ সংগ্রাম করি গেল স্বর্গলোক।
বীর কার্য্য করিয়াছে পরিহর শোক॥
অনিত্য সংসার দেখ নিত্য কিছু নয়।
কহিলাম এই সত্য জানিবা নিশ্চয়॥
দেখিতেছ যে সকল পুত্র পরিবার।
কেহ কারো নয় শুন কুন্তীর কুমার॥
এই কথা কহি তাহা শুন দিয়া মন।
দেখিতেছ বৃক্ষোপরে থাকে পক্ষীগণ॥
নিশাকালে থাকে সব বৃক্ষের উপর।
প্রভাতে উঠিয়া যায় দিগ দিগন্তর॥
তত্তুল্য সংসার এই দেখ ধনঞ্জয়।
কুহকের প্রায় সব কিছু সত্য নয়॥
এই মত শান্তনা করিল নারায়ণ।
হেনকালে আইলেন ব্যাস তপোধন॥
বসিবারে আসন দিলেন সেইক্ষণ।
করিলেন উঠিয়া প্রণাম সর্ব্বজন॥
বলিলেন পার্থ মুনি কর অবধান।
অভিমন্যু পুত্র বিনা দহে মম প্রাণ॥
বলিলেন ব্যাস ইহা শুন সর্ব্বজন।
জীবন অসার সার কেবল নারায়ণ॥
সৃজন করিলা প্রভু এতিন ভুবন।
পরিপূর্ণ হৈল প্রাণী না হয় পতন॥
পৃথিবী না সহে ভার টলমল করে।
এত দেখি নারায়ণ চিন্তিলা অন্তরে॥
নিশ্বাস ছাড়েন প্রভু করি হুহুঙ্কার।
নাশাপথে কন্যা এক হইল প্রচার॥
প্রভুর নিকটে কন্যা দাণ্ডাইয়া কয়।
কি কার্য্য করিব আজ্ঞা কর মহাশয়॥
বলিলেন প্রভু তুমি মৃত্যুরূপ হবে।
চতুর্দ্দশ পুরে গিয়া সর্ব্ব স্থানে রবে॥
মৃত্যুরূপে প্রাণীকে মারিবে কালমতে।
প্রভুর আদেশে কন্যা যায় আনন্দেতে॥
কাল প্রাপ্ত জনেরে সে মৃত্যুরূপ হবে।
অনিত্য সংসার এই জানাই তোমারে॥
অভিমন্যু হেতু সবে শোক কর কেনে।
কেবল প্রভুর নাম চিন্ত এক মনে॥
এত বলি ব্যাসদেব করিল গমন।
সবে মেলি করিলেন চরণ বন্দন॥

তার পরে বাসুদেব কমললোচন।
যুধিষ্ঠীর পানে চাহি বলিল বচন॥
কহ শুনি অভিমন্যু যুদ্ধের কারণ।
কি রূপে কৌরব সহ করিলেক রণ॥
ব্যূহ ভেদি যুদ্ধ করে নাহি হেন জন।
কহিলাম আমি অভিমন্যুকে তখন॥
শুনিয়া কহিল পুত্র করিয়া সম্ভ্রম।
ব্যূহ প্রবেশিতে জানি না জানি নির্গম॥
তথাপি দিলাম যুদ্ধে না করি বিচার।
প্রবেশিল ব্যূহ শিশু করি মহামার॥
তার পাছু যাই সবে হেন করি মনে।
ব্যূহ দ্বার রুদ্ধ করে সিন্ধুর নন্দনে॥
জয়দ্রথ জিনিতে না পারে কোন জন।
এই হেতু মারা গেল অর্জ্জুন নন্দন॥
কুরুবল বিনাশিল অভিমন্যু রথী।
তবে তারে বেড়িলেক সপ্ত সেনাপতি॥
এমত অন্যায় করি দুষ্ট দুর্য্যোধন।
একেবারে সপ্তরথী নাশিল নন্দন॥
এত শুনি নারায়ণ ক্রোধে হুতাশন।
এমত অন্যায় যুদ্ধ করে দুষ্টগণ॥
জয়দ্রথ হেতু মরে অভিমন্যু বীর।
শুনি ধনঞ্জয় ক্রোধে হইলা অস্থির॥
মহাক্রোধে বলিলেন ইন্দ্রের নন্দন।
আমি যাহা বলি তাহা শুন সর্ব্বজন॥
জয়দ্রথ হেতু মরে অভিমন্যু বীর।
এক বাণে নিপাতিব তাহার শরীর॥
কালি যদি জয়দ্রথে নাহি মারি রণে।
পিতা পিতামহ গতি না হবে কখনে॥
গোবধে বা ব্রহ্মবধে যত পাপ হয়।
সে সকল পাপ মম হইবে নিশ্চয়॥
বিনা জয়দ্রথ বধে সূর্য্য অস্ত হয়।
অনলে ত্যজিব দেহ জানিবা নিশ্চয়॥
জয়দ্রথে মারিয়া না আসিব ঘর।
আমার প্রতিজ্ঞা এই সভার ভিতর॥
এত শুনি যোদ্ধাগণ হরিষ অন্তর।
মহানাদে গর্জ্জিয়া উঠিল বৃকোদর॥
পাঞ্চজন্য আপনি বাজান নারায়ণ।
মহানাদে বাজাতে লাগিল বাদ্যগণ॥
বড়২ শঙ্খ বাজে নাহি লেখাজোখা।
দামামা দগড় বাজে কত দিব লেখা॥
শত শত জয়ঢাক বাজে জয়ঢোল।
সুমধুর বীণা বাজে তুরঙ্গের গোল॥
কোটি২ ডম্ফ বাজে মুরজ বিশাল।
ভেউরি আঝরি বাজে মুহুরী কাহাল॥
নানা জাতি বাদ্য বাজে কত লব নাম।
সুমধুর বাণী বাজে অতি অনুপম॥
মহা কোলাহল শব্দে হইল সজ্জন।
শুনিয়া হইল [illegible] এত কুরু সেনাগণ॥
দূত মুখে শুনি পরে সিন্ধুর নন্দন।
শরীরে হইল কম্প নহে নিবারণ॥
শীঘ্রগতি গিয়া কহে যথা দুর্য্যোধন।
প্রতিজ্ঞা করিল পার্থ আমার কারণ॥
কালি বাণে মোরে পার্থ করিবেক ক্ষয়।
প্রতিজ্ঞা করিল এই শুন মহাশয়॥
যদি পার্থ কালি মোরে বধিতে না পারে।
আপনি মরিবে সে পুড়িয়া বৈশ্বানরে॥
এইমত প্রতিজ্ঞা করিল পুনঃ পুনঃ।
কালি সত্য যুদ্ধে মোরে মারিবে অর্জ্জুন॥
রক্ষার উপায় কিছু নাহি দেখি আমি।
নিজ দেশে যাই তবে আজ্ঞা কর তুমি॥
এত শুনি হরষিত রাজা দুর্য্যোধন।
জয়দ্রথে বলিলেন শুনহ বচন॥
কি শক্তি অর্জ্জুন তোমা করিবে সংহার।
তোমাকে রাখিবে যোদ্ধা যতকে আমার॥
এত বলি দুর্য্যোধন জয়দ্রথে লিয়া।
যথা দ্রোণ গুরু গৃহে উত্তরিল গিয়া॥
প্রণমিয়া বৃত্তান্ত বলিল দুর্য্যোধন।
অবধান কর গুরু এই নিবেদন॥
প্রতিজ্ঞা করিল পার্থ কুন্তীর নন্দন।
কালী যুদ্ধে জয়দ্রথে করিবে নিধন॥
জয়দ্রথে বধ বিনা সূর্য্য অস্ত হয়।
অগ্নিতে শরীর ত্যাগ করিবে নিশ্চয়॥
এত শুনি জয়দ্রথ সঙ্কোচ পাইয়া।
আমাকে কহিল আসি যাই পলাইয়া॥
সাক্ষাতে দর্শন কর কাপিছে শরীর।
তুমি ভয় না ভাঙ্গিলে না হইবে স্থির॥
কালি যদি ধনঞ্জয় মারিতে না পারে।
অবশ্য মরিবে পার্থ কহিল সবারে॥
এত শুনি জয়দ্রথে দ্রোণ আশ্বাসিল।
নাহি কর ভয় তুমি বলিতে লাগিল॥
কর্ণ আদি করিয়া যতেক যোদ্ধাগণ।
তোমাকে রাখিবে সবে করিয়া যতন॥
আজি আমি এক ব্যূহ করিব রচন।
যাহা লঙ্ঘিবারে নাহি শক্তি দেবগণ॥

ব্যূহ মধ্যে তোমাকে রাখিব লুকাইয়া।
দুর্য্যোধন আদি সবে থাকিবে বেড়িয়া॥
বলিলেন কর্ণ কিছু না করিবা ভয়।
অবশ্য মরিবে কালি বীর ধনঞ্জয়॥
বুঝি হেন অনুকূল হইলেন ধাতা।
একারণে অর্জ্জুন কহিল হেন কথা॥
কালি যদি ধনঞ্জয় মরয়ে নিশ্চয়।
জানিহ স্বরূপে তবে হইবে বিজয়॥
এত শুনি জয়দ্রথ ত্যজিলেক ভয়।
অবশ্য হইবে কালি অর্জ্জুনের ক্ষয়॥
হরষিত দুর্য্যোধন জয়দ্রথে নিয়া।
আপনার শিবিরেতে উত্তরিল গিয়া॥
কৃপাচার্য্য বলিলেন দ্রোণাচার্য্য প্রতি।
এক কথা কহি আমি কর অবগতি॥
নিশ্চয় জানিল এই রাজা দুর্য্যোধন।
অবশ্য হইবে কালি পার্থের নিধন॥
ত্রিদশের নাথ কৃষ্ণ যাহার সহায়।
হেন জন নাহি পায় কদাচ উপায়॥
অবশ্য হইবে জয়দ্রথের নিধন।
কহিলাম জান মম স্বরূপ বচন॥
এত শুনি দ্রোণাচার্য্য বলয়ে তখন।
যতেক কহিলা তুমি বেদের বচন॥
দ্রোণপর্ব্ব সুধারস অপূর্ব্ব কথন।
আয়ুর্যশ পূর্ণ বাড়ে শুনে যেই জন॥
ব্যাস বিরচিত পূর্ব্বে অপূর্ব্ব ভারত।
কাশীরাম দাস কহে পাঁচালীর মত॥

জয়দ্রথ বধের বৃত্তান্ত।

মুনি বলিলেন শুন রাজার নন্দন।
জয়দ্রথ বধ কথা অপূর্ব্ব কথন॥
অর্দ্ধগত নিশা নিদ্রাগত বীরগণ।
অতি চিন্তান্বিত কৃষ্ণ অর্জ্জুন কারণ॥
অর্জ্জুনে কহিল কৃষ্ণ কমললোচন।
না বুঝি প্রতিজ্ঞা করিলা ক্রোধ মন॥
জয়দ্রথ হেতু সবে করি প্রাণপণ।
করিবে দারুণ যুদ্ধ না যায় খণ্ডন॥
জয়দ্রথ বীর তবে মারিবা কেমনে।
এই সে ভাবনা মম হয় অনুক্ষণে
অর্জ্জুন বলেন প্রভু কর অবগতি।
কারে ভয় তুমি যার থাকিবা সংহতি॥
উৎপত্তি প্রলয় যার কটাক্ষেতে হয়।
হেন জন সহায় তাহার কারে ভয়॥
অর্জ্জুন বিনয় শুনি দেব জগন্নাথ।
উঠিলেন কৃষ্ণ ধরি অর্জ্জুনের হাত॥
কপিধ্বজ রথে দোঁহে করি আরোহণ।
সঙ্গোপনে যান যথা হরের ভবন॥
পার্ব্বতীর সনে একাসনে ভূতনাথ।
কৃষ্ণার্জ্জুন করিলেন দেখি প্রণিপাত॥
যোড় হস্ত শ্রীনাথ কহেন স্তুতি বাণী।
দেব দেব মহাদেব দেব শূলপাণি॥
সমুদ্র মথেন ঘোর উঠিল গরল।
সংসার দাহন করে হইয়া অনল॥
সৃষ্টিনাশ দেখি দেবগণ স্তুতি করে।
সদয় হইয়া দেব দেব দয়া ভরে॥
গণ্ডূষে করিয়া পান রাখিলা জগত।
ঘুষিতে রহিল যশ জগতে মহত॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তুমি আদ্য মূল।
নিবেদন করি নাথ হও অনুকূল॥
গোবিন্দের স্তুতি শুনি দেব গঙ্গাধর।
ঈষৎ হাসিয়া পরে করিল উত্তর॥
আমার বিধাতা তুমি বিশ্বের পালক।
যে না জানে সেই বলে নন্দের বালক॥
ভূভার নাশিতে তুমি অবতাম হয়ে।
করিছ বিহার কত ধনঞ্জয় লয়ে॥
যে হয় তোমার আজ্ঞা করিব পালন।
আজ্ঞা কর কি করিব দেব নারায়ণ॥
গোবিন্দ বলেন দেব কর অবধান।
কৌরব পাণ্ডব যুদ্ধ নহে সমাধান॥
অন্যায় সমর করি অভিমন্যু বীরে।
বেড়িয়া কৌরবগণে বধিল শিশুরে॥
প্রতিজ্ঞা করিল পার্থ বিপক্ষ নাশিতে।
না পারিলে নিজ দেহ দিবেন অগ্নিতে॥
এই হেতু নিবেদন শুন গঙ্গাধর।
জয়দ্রথে জিনি পার্থ জিনিবে সমর।
বলিলেন হর হরি শুন অবধানে।
অর্জ্জুন বিজয়ী হবে জিনি শত্রুগণে॥
অর্জ্জুনের সহায় হইব আমি রণে।
রণে গিয়া নিধন করিব কুরুগণে॥
অনন্তর প্রণমিয়া দেবীর চরণ।
করিল অর্জ্জুন কৃষ্ণ অশেষ স্তবন॥
শঙ্করী বলেন শুন কৃষ্ণ ধনঞ্জয়।
মম বরে কর গিয়া সর্ব্ব শত্রু ক্ষয়॥
পাইয়া হরের বর কৃষ্ণ ধনঞ্জয়।
ধন লাভে দরিদ্র যেমন হৃষ্ট হয়॥

সেইমত মহানন্দ প্রফুল্ল অন্তরে।
প্রণাম করিয়া দোঁহে শঙ্করী শঙ্করে॥
বিদায় হইয়া গিয়া আপন শিবিরে।
করিলেন শয়ন সবার অগোচরে॥
প্রভাতে উঠিয়া সবে করি স্নানদান।
সুসজ্জা করিয়া যুদ্ধে করিল পয়ান॥
তবে দ্রোণ মহাবীর সর্ব্ব সৈন্য নিয়া।
করিল অদ্ভুত ব্যূহ রণস্থল গিয়া॥
বারো ক্রোশ পর্য্যন্ত রাখিল সেনাগণ।
তার মধ্যে জয়দ্রথ রাজা দুর্য্যোধন॥
এরূপ করিয়া সবে রহিলেন রণে।
বেড়িয়া রহিল সবে সিন্ধুর নন্দনে॥
হেথা সর্ব্ব সৈন্য নিয়া রাজা যুধিষ্ঠির।
গোবিন্দের অগ্রে করি হইল বাহির॥
যার নাম স্মরণে সকল বিঘ্ন নাশে।
হেন প্রভু সারথি তাহার ভয় কিসে॥
ধনঞ্জয় ডাকিলেন পরে যোদ্ধাগণে।
ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকিরে আর ভীমসেনে॥
যুধিষ্ঠিরে সবা প্রতি করি সমর্পণ।
কহিলা তোমরা সবে কর গিয়া রণ॥
জয়দ্রথ বধ হেতু আমি যাই রণে।
যথায় পাইব আজি সিন্ধুর নন্দনে॥
বলিলেন ভীম যাও জয়দ্রথ যথা।
যুধিষ্ঠির হেতু মনে না করিও ব্যথা॥
শুনি কৃষ্ণ বলিলেন শুন ধনঞ্জয়।
এমত প্রতিজ্ঞা তব অনুচিত হয়॥
যদি জয়দ্রথ আজি বধ নাহি হয়।
তবে কি করিবে তুমি কহ ধনঞ্জয়॥
অর্জ্জুন বলেন প্রভু তোমার প্রসাদে।
আজি জয়দ্রথেরে মারিব অপ্রমাদে॥
তোমা বিনা গতি মম নাহি নারায়ণ।
যত কিছু করি আমি তোমার কারণ॥
বহু সঙ্কটেতে তুমি করিলা তারণ।
যত বল বুদ্ধি মম তুমি নারায়ণ॥
শুনিয়া কহেন কৃষ্ণ হরিষ অন্তর।
বড় বিচক্ষণ তুমি মহাধনুর্দ্ধর॥
অচিরে হইবে তব প্রতিজ্ঞা পূরণ।
অবশ্য হইবে তব বিপক্ষ নিধন॥
এত বলি শ্রীকৃষ্ণ ছাড়েন সিংহনাদ।
শুনিয়া কৌরবগণ গণিল প্রমাদ॥
তবে কৃষ্ণ দারুকেরে কহিল তখন।
আন গিয়া মম রথ করিয়া সাজন॥
শার্ঙ্গ ধনু আদি সব তুলিবা তাহাতে।
জয়দ্রথ হেতু রণ করিব নিশ্চিতে॥
কদাচিত ধনঞ্জয় ন্যূন যদি হয়।
একেলা করিব আজি কুরু সৈন্য ক্ষয়॥
যেইক্ষণে আমার হইবে শংখধ্বনি।
শব্দ শুনি রথ নিয়া যাইবে তখনি।
এতেক বলিয়া কৃষ্ণ কমললোচন।
বায়ুবেগে চালাইয়া দিল অশ্বগণ॥
ব্যূহ মুখে দ্রোণাচার্য্য আছেন আপনে।
পৃষ্ঠে রক্ষা করে যত কুরু সেনাগণে॥
হেনকালে দ্রোণাচার্য্য ব্যূহের দ্বারেতে।
আগুলিল পার্থে আসি ধনুঃশর হাতে॥
দ্রোণে দেখি ধনঞ্জয় করি নমস্কার।
করযোড়ে কহিলেন কুন্তীর কুমার॥
কি হেতু যুদ্ধের সজ্জা দেখি মহাশয়।
অশ্বত্থামাধিক আমি তোমার তনয়॥
জয়দ্রথ বধ হেতু প্রতিজ্ঞা আমার।
তোমাকে জানাই আমি কারণ তাহার॥
কহিলেন দ্রোণ ইহা না হয় উচিত।
দেখ কুরু সৈন্যগণ আমার পালিত॥
আমার অগ্রেতে তারে করিবা যাতন।
কেমনে দেখিব আমি সৈন্য নিপাতন॥
এতেক শুনিয়া কৃষ্ণ কহিলা পার্থেরে।
উপরোধ কেন তুমি করহ দ্রোণেরে।
সপ্তরথী বেড়িয়া একত্র মহাবলে।
অতি শিশু অভিমন্যু রণে মারে ছলে॥
কোন উপরোধ গুরু করিল তোমারে।
তুমি কেন উপরোধ করিবা তাহারে॥
সন্ধান পুরিয়া মার তীক্ষ্ণ অস্ত্রগণ।
যেইমতে দ্রোণাচার্য্য হন অচেতন॥
এতেক শুনিয়া পার্থ অতি ক্রুদ্ধমন।
দ্রোণে চাহি বলিতে লাগিলেন তখন॥
তবে আর বিলম্বে কি আছে প্রয়োজন।
শীঘ্র কর উপায় রাখিতে কুরুগণ॥
আজি যুদ্ধে কৌরবেরে করিব বিদায়।
দেখিব কেমনে রাখ করিয়া উপায়॥
এতেক শুনিয়া গুরু অতি ক্রুদ্ধ মন।
করিল অর্জ্জুনোপরি বাণ বরিষণ॥
দশ বাণ যুড়িলেন পুরিয়া সন্ধান।
কাটিয়া পাড়েন পার্থ আচার্য্যের বাণ॥
বাণ ব্যর্থ দেখি দ্রোণ ক্রোধে কম্পমান।
গগণ ছাইয়া বীর বরিষয়ে বাণ॥

শীঘ্র হস্তে ধনঞ্জয় পুরিল সন্ধান।
কাটিয়া পাড়েন যত আচার্য্যের বাণ॥
দ্রোণ ধনঞ্জয় যুদ্ধ নাহি পাঠান্তর।
যোদ্ধাগণ দেখিলেন থাকিয়া অন্তর॥
তবে কৃষ্ণ কহিলেন ধনঞ্জয় প্রতি।
আমি যাহা কহি তাহা কর অব্যাহতি॥
জয়দ্রথ বধ হেতু আছে বড় ভার।
দ্রোণ সহ যুদ্ধ কর না বুঝি বিচার॥
এত শুনি ধনঞ্জয় কহেন কৃষ্ণেরে।
কি রূপে যাইব দ্রোণ স্থিত ব্যূহ দ্বারে॥
বলিলেন কৃষ্ণ শুন আমার বচন।
দ্রোণের দক্ষিণদিগে আছে সেনাগণ॥
এই সেনাগণে বাণে কাটি পাড় তুমি।
সেই স্থান দিয়া রথ চালাইব আমি॥
এত শুনি ধনঞ্জয় পুরেন সন্ধান।
নিমিষে করেন বহু সৈন্যকে নির্ব্বাণ॥
তবে শ্রীকৃষ্ণের রথ বেগেতে চলিল।
দ্রোণেরে পশ্চাত করি সৈন্য বিনাশিল॥
বলিলেন দ্রোণাচার্য্য এ কোন বিচার।
পলাইয়া যাও তুমি অগ্রেতে আমার॥
অর্জ্জুন বলেন গুরু করি নমস্কার।
তোমাকে জিনিবে হেন শক্তি আছে কার॥
জয়দ্রথ বধ হেতু যাইব এক্ষণ।
তোমার চরণে করি বাণ বরিষণ॥
এত শুনি দ্রোণাচার্য্য হাসিতে লাগিল।
এক ভিতে রথ রাখি পথ ছাড়ি দিল॥
তবে ধনঞ্জয় বীর অতিশয় ক্রোধ।
বারে পাল সংহারেন নাহি উপরোধ॥
আকর্ণ পুরিয়া বীর বরিষয়ে বাণ।
রথ অশ্ব পদাতিক হয় খানখান॥
পলায় সকল সৈন্য রণে নাহি রয়।
মহাক্রোধে অগ্রসর দ্রোণের তনয়॥
ধনঞ্জয় অশ্বত্থামা দোঁহে মহারণ।
বিস্ময় মানিয়া চাহে যত সেনাগণ॥
মহাবীর অশ্বত্থামা দ্রোণের নন্দন।
অর্জ্জুনেরে করিলেন বাণ বরিষণ॥
তবে ক্রোধে মহাবীর ইন্দ্রের নন্দন।
কাটিলেন দ্রোণির হাতের শরাসন॥
আর ধনু লয়ে বীর দ্রোণের তনয়।
বাণবৃষ্টি করিলেন নির্ভয় হৃদয়॥
তবে ধনঞ্জয় বীর অগ্নি হেন জ্বলে।
সারথির মাথা কাটি ফেলিল ভূতলে॥
এড়েন যুগল অস্ত্র ইন্দ্রের নন্দন।
বাণাঘাতে অশ্বত্থামা হন অচেতন॥
সেইক্ষণে সারথি আইল এক আর।
অচেতন হন বীর দ্রোণের কুমার॥
কতক্ষণে অশ্বত্থামা পাইয়া চেতন।
ধনু ধরি পুনরপি করিলেন রণ॥
মহাপরাক্রম দোঁহে সমান সমর।
হইল তুমুল যুদ্ধ নাহি অবসর॥
তবে ধনঞ্জয় ক্রোধে হইয়া অস্থির।
সন্ধানেতে বিন্ধিলেন দ্রোণির শরীর॥
কবচ কাটিয়া বাণ ভেদে অঙ্গ পথে।
অচেতন হয়ে বীর পড়িলেন রথে॥
রথেতে পড়িয়া বীর হয়ে অচেতন।
হাহাকার করি ধায় যত যোদ্ধাগণ॥
হেনকালে অগ্রে হন মিহির নন্দন।
ধনুক ধরিয়া কহে করিবারে রণ॥
গর্জ্জনেতে বলিলেন অর্জ্জুনেরে আঁটি।
লাগিয়াছে মৃত্যু তব শির নিব কাটি॥
দ্রোণাচার্য্য সেনাপতি মম বধ্য নহ।
একারণে ভালেং দিনকত রহ॥
নিশ্চয় আমার হস্তে তোমার মরণ।
কহিলাম সত্য এই বিধির ঘটন॥
অর্জ্জুন বলিল বড় হতজ্ঞান তুমি।
পশু জ্ঞান করিয়া বধিব তোমা আমি॥
কুপিয়া বলিল কর্ণ বুঝিব এক্ষণ।
কেমন করিয়া আজি করিবে গমন॥
এত বলি সূর্য্যসুত সর্প বাণ এড়ি।
সহস্রেক নাগ পার্থে গিয়া রহে বেড়ি॥
এড়েন গরুড় বাণ ইন্দ্রের নন্দন।
ধরিয়া সকল সর্প করিল ভক্ষণ॥
সর্পেরে গিলিয়া কর্ণে গিলিবারে আসে।
অগ্নিবাণ কর্ণ তবে এড়িল তরাসে॥
অগ্নি ত পক্ষির পাখা পুড়িল সকল।
হইল প্রলয় অগ্নি সেই রণস্থল॥
এড়েন বরুণ বাণ ইন্দ্রের নন্দন।
জলেতে নিবৃত্ত হয় যত হুতাশন॥
হইল প্রলয় বারি সেই রণস্থলে।
হয় হস্তী পদাতিক ভাসি যায় জলে॥
শোষক নামেতে বাণ কর্ণ এড়ি রোষে।
শুষিলা সকল নীর চক্ষুর নিমিষে॥
কর্ণ ধনঞ্জয় যুদ্ধ নাহি পাঠান্তর।
বিস্ময়েতে চাহিলেন যতেক অমর॥

তবে পার্থ মহাবীর পুরিল সন্ধান।
একেবারে মারিলেন পঞ্চদশ বাণ॥
কবচ কাটিয়া বাণ ভেদে কলেবর।
মূর্চ্ছিত হইল কর্ণ রথের উপর॥
মূর্চ্ছিত দেখিয়া রথ ফিরায় সারথি।
রণে ভঙ্গ দিয়া যান কর্ণ যোদ্ধাপতি॥
তবে ধনঞ্জয় বীর মহাক্রোধ মনে।
লক্ষ লক্ষ যোদ্ধাগণে বিনাশিল রণে॥
হেনমতে ছয় ক্রোশ পথ চলি গেলা।
গগণমণ্ডলে হয় দ্বিপ্রহর বেলা॥
কহিলেন কৃষ্ণ পরে শুন ধনঞ্জয়।
শ্রমযুক্ত হইল রথের চারি হয়॥
বাণে বিদ্ধ হইয়াছে চলিতে না পারে।
কিমতে যাইব বল সংগ্রাম ভিতরে॥
এত বেলা মধ্যে তৃণ জল নাহি পায়।
হের দেখ ঘন ঘন মম মুখ চায়॥
সমর করহ যদি নামি ভূমিতল।
তবে আমি চারি অশ্বে দেই তৃণ জল॥
এত শুনি কৃষ্ণেরে কহেন গুড়কেশ।
কেন অসম্ভব কথা কহ হৃষীকেশ॥
সংগ্রামের স্থলে দেখ নাহি জলাশয়।
তৃণ শূন্য এই স্থল ধূলা অতিশয়॥
গোবিন্দ বলেন ক্ষণ রহ হেথা তুমি।
যথা পাই আমি জল খাওয়াইব আমি॥
অর্জ্জুন বলেন বড় হইল বিস্ময়।
যে কহিলা নারায়ণ শুনি লাগে ভয়॥
ছল করি ছাড়িয়া যাইতে চাহ হরি।
সিন্ধু মাঝে ডুবাইয়া আমাকে সংহারি॥
বুঝিলাম অপরাধ হইয়াছে পায়।
তুমি যদি ছাড় তবে না দেখি উপায়॥
তুমি বল তুমি বুদ্ধি পাণ্ডবের প্রাণ।
যার অনুগ্রহেতে সঙ্কটে পাই ত্রাণ॥
অনুদয় হৃদয় উদয় তাহে দেখি।
হেন অনাথের নাথ কর মোরে একি॥
আমার প্রতিজ্ঞা যত হইল বিফল।
তবে আর এছার জীবনে কিবা ফল॥
কেমনে সমর সিন্ধু তরিবারে পারি।
তরণী ফেলিয়া হার চলিল কাণ্ডারী॥
কমল নয়ন কৃষ্ণ কহেন হাসিয়া।
করহ আক্ষেপ সখা কিসের লাগিয়া॥
পঞ্চভাই তোমরা পাণ্ডব যাজ্ঞসেনী।
রাখিয়াছ ভক্তিতে আমাকে সখা কিনি॥
পলাইতে চাহি কিন্তু পলাইতে নারি।
হৃদয় নিগূঢ় বন্ধি এড়াতে না পারি॥
না জানি কি কাণ্ডে সত্য তোমা ছাড়িতে না
নাহি পারি একদণ্ড পাসরিতে মনে॥
ভূমিতলে নামি যদি করহ সংগ্রাম।
তবেত অশ্বেরে আমি করাই বিশ্রাম॥
এত শুনি ধনঞ্জয় নামিয়া ভূমিতে।
সংগ্রাম করেন বীর ধনুশর হাতে॥
তবে কৃষ্ণ রথ হৈতে ভূমিতলে উলি।
ক্রমেং অশ্বগণে দিলা হস্ত বুলি॥
তৃষিত হইল অশ্ব ক্ষত ত্রাস রণে।
নারায়ণ জানি ভাল বলিলা অর্জ্জুনে॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন পার্থ দেখি অশ্বগণে।
তৃষ্ণার কারণে চাহে মম মুখ পানে॥
বিনা জলপানে অশ্ব না পারে চলিতে।
তাহার বিধান আমি করিব ত্বরিতে॥
বিলম্ব করিয়া যুদ্ধ কর সৈন্য সনে।
হউক ক্ষণেক যুদ্ধ মল্ল মল্ল গণে।
এতেক কহিল কৃষ্ণ কমললোচন॥
এক সরোবর হৈল অপূর্ব্ব রচন॥
নানা জাতি পক্ষীগণ ক্রীড়া করে তাহে।
নানা পুষ্প ফুটে তার গন্ধে মন মোহে॥
হংসগণ ক্রীড়া করে হংসীর সহিত।
সারস সারসী ক্রীড়া করে আনন্দিত॥
পদ্মের সৌরভ গন্ধ চতুর্দ্দিগে যায়।
লাখেং মত্ত অলি মধুলোভে ধায়॥
অমৃত সমান হৈল সরো বর নীর।
অশ্ব লয়ে তাহাতে নাবিলা যদুবীর॥
জলেতে অশ্বের কৃষ্ণ ধোয়ান শোণিত।
অদ্ভুত দেখিয়া সবে হইলা বিস্মিত॥
অর্জ্জুনেরে ভূমিতে দেখিয়া যোদ্ধাগণ।
সন্ধান পুরিয়া করে অস্ত্র বরিষণ॥
দেখিয়া অর্জ্জুন পরে পুরিয়া সন্ধান।
আকর্ণ পুরিয়া পরে মারিলেন বাণ॥
শূন্যেতে দোঁহার বাণ একত্র হইল।
গ্রহের সদৃশ হয়ে শূন্যেতে রহিল॥
আনন্দে গোবিন্দ তবে লয়ে অশ্বগণে।
জলপান করাইল হরষিত মনে॥
জলপানে অশ্বগণ হৈল বলবান।
পূর্ব্বের সদৃশ হৈল করি জলপান॥
তবে কৃষ্ণ অশ্বগণে লইয়া সংহতি।
রথেতে উঠেন গিয়া অতি শীঘ্রগতি॥

অশ্বগণে রথে যুড়ি বলেন অর্জ্জুনে।
বলবান হৈল অশ্ব দেখ জলপানে॥
এইক্ষণে আসি রথে চড় মহামতি।
রথ চালাইয়া আমি দিব শীঘ্রগতি॥
এত শুনি ধনঞ্জয় ধনুঃশর হাতে।
এক লাফ দিয়া বীর উঠিলেন রথে॥
কৃতাঞ্জলি অর্জ্জুন বলেন সবিনয়।
এক নিবেদন করি শুন মহাশয়॥
তোমার চরিত্র আমি বুঝিতে না পারি।
আপন বৃত্তান্ত মোরে কহ কৃপা করি॥
নিরবধি অপরাধ করি তব স্থান॥
চিনিতে না পারি আমি নিতান্ত অজ্ঞান॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন পার্থ না কর বিস্ময়।
মম পরিচয় পরে দিব ধনঞ্জয়॥
এত বলি দেন কৃষ্ণ চালাইয়া হয়।
ধনু করে সমর করেন ধনঞ্জয়॥
দ্রোণপর্ব্ব সুধারস জগন্নাথ বধে।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে॥

ব্যূহ প্রবেশ পূর্ব্বক কৌরবদের
সাহত সাত্যকির যুদ্ধ।

মুনিবর বলিলেন শুন জন্মেজয়।
করিল দারুণ যুদ্ধ বীর ধনঞ্জয়॥
হোথায় ধর্ম্মের পুত্র না দেখি অর্জ্জুনে
কৃষ্ণেরে না দেখি দুঃখ ভাবিলেন মনে।
বহু দূর গেল রথ ধ্বজ নাহি দেখি।
চিন্তা কুল হয়ে রাজা ডাকেন সাত্যকি॥
ডাক শুনি সাত্যকি আইল সেইক্ষণ।
সাত্যকিরে বলিলেন ধর্ম্মের নন্দন॥
একেশ্বর গেল পার্থ কৌরব ভিতর।
না জানি কিরূপ তথা করয়ে সমর॥
রথধ্বজ নাহি দেখি কিসের কারণ।
এ সকল ভাবি মম সচিন্তিত মন॥
শীঘ্রগতি রথে চড়ি করহ গমন।
ডাকিলাম এই জন্য স্থির নহে মন॥
সাত্যকি বলিলা রাজা করি নিবেদন।
তোমার রক্ষার্থ আমি নিযুক্ত এখন॥
তোমাকে ছাড়িয়া আমি যাইব কিমতে।
এই নিবেদন মম তোমার অগ্রেতে॥
যুধিষ্ঠিরও নিয়া বলিল আরবার।
মম অর্থে চিন্তা যেন না হয় তোমার
অর্জ্জুনের তত্ত্ব জানি আইস সত্বর।
তবে সে সুস্থির হবে আমার অন্তর॥

এত শুনি সাত্যকি কহিল ভীমসেনে।
সাবধান হয়ে তুমি থাকিবা আপনে॥
অর্জ্জুনের তত্ত্ব নিতে কহেন রাজন।
অতএব তথা আমি করিব গমন॥
যুধিষ্ঠীরে তব স্থানে করি সমর্পণ।
রাজার নিকটে রহ যত যোদ্ধাগণ।
সাবধান হয়ে তুমি থাকিবে সুস্থিরে।
পুনরপি আমি যেন পাই যুধিষ্ঠীরে॥
ভীম বলিলেন তুমি যাও পার্থ যথা।
যুধিষ্ঠীর অর্থে তব নাহি কোন ব্যথা॥
সহদেব নকুলাদি যত যোদ্ধাগণে।
রাজাকে রাখিব সবে অতি সঙ্গোপনে॥
সাত্যকি তোমার মত নাহি কোন জন।
কি দিয়া শুধির ঋণ তোমার এখন॥
এত শুনি সাত্যকি উঠিল রথোপরে।
একা রথে যায় বীর নির্ভয় অন্তরে॥
নিমিষেকে প্রবেশিল ব্যূহের ভিতর।
অর্জ্জুনের শিষ্য বীর মহাধনুর্দ্ধর॥
সাত্যকিরে দেখিয়া কৌরব যোদ্ধাগণ।
ঝটিতে আইল সবে করিবারে রণ॥
নানা অস্ত্রে রথিগণ ছাইল গগন।
আষাঢ় শ্রাবণে যেন হয় বরিষণ॥
পরিঘ মুষল শেল শূল জাঠাজাঠি।
ভুষণ্ডী পরশু নানা অস্ত্র কোটি কোটি॥
দেখিয়া সাত্যকি বীর সন্ধান পুরিয়া।
সবাকার অস্ত্র কাটি নিরস্ত্র করিয়া॥
তবে ক্রোধে দুঃশাসন পুরিল সন্ধান।
আকর্ণ পুরিয়া বিন্ধে পঞ্চদশ বাণ॥
সেও বাণ সাত্যকি কাটিয়া সেইক্ষণ।
মহাধনুর্দ্ধর বীর শিনির নন্দন॥
দশ বাণ কাটি পরে পুরিল সন্ধান।
দুঃশাসন ধনুঃ কাটি করে দুইখান॥
আর ধনু ধরি বীর ধৃতরাষ্ট্র সুত।
সাত্যকি উপরে বাণ মারিল বহুত॥
কাটিল সকল বাণ শিনির তনয়।
সন্ধান পুরিয়া বীর করি অস্ত্রময়॥
দুই বাণ মারিলেন ধৃতরাষ্ট্র সুতে।
দুঃশাসন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে রথে॥
মূর্চ্ছিত দেখিয়া বীরে সারথি সত্বর।
রথ লয়ে অমনি পলায় অতঃপর॥
সাত্যকি দেখিল পলাইল দুঃশাসন
করিলেন সৈন্যোপরি বাণ বরিষণ॥

ভাদ্রপদ মাসে যেন তাল পড়ে ঝড়ে।
সেই মত সৈন্য মুণ্ড কাটিং পাড়ে ॥
ধ্বজ ছত্র পতাকায় পৃথিবী ছাইল।
সাত্যকির বাণে সব উচ্ছন্ন হইল ॥
সাত্যকি মন্থিল কুরুবল একেশ্বর।
বিস্ময় মানিল তাহে যতেক অমর ॥
আকাশে করেন দেব পুষ্প বরিষণ।
ধন্যং রব সবে করিল তখন ॥
এতেক দেখিয়া তবে সুবলনন্দন।
আইল চড়িয়া রথে করিবারে রণ ॥
শকুনিকে দেখিয়া সাত্যকি ধনুর্দ্ধর।
সন্ধানেতে মারিলেন চোখং শর ॥
এড়িল বিংশতি অস্ত্র শকুনি উপর।
বাণে কাটি পাড়ে তাহা সৌবল সত্বর ॥
বাণ ব্যর্থ দেখিয়া কোপেতে কাঁপে তনু।
পুনঃ বাণ এড়িলেন টঙ্কারিয়া ধনু ॥
দশবাণ এড়িলেন পুরিয়া সন্ধান।
দশ বাণে ধ্বজ কাটি করি দুইখান ॥
চারি বাণে চারি অশ্ব কাটী বীরবর।
দুই বাণে সারথিকে দিল যমঘর ॥
আর দুই বাণে গেল শকুনির ধনু।
দশ বাণ এড়ি বীর বিন্ধিলেন তনু ॥
শকুনি সঙ্কট দেখি যত যোদ্ধাগণ।
হাহাকার করি তবে যায় সেইক্ষণ ॥
দুঃশাসন রথে চড়ি সুবল নন্দন।
রণ ত্যজি শীঘ্রগতি করিল গমন ॥
অবহেলে সাত্যকি করেন শরবৃষ্টি।
বিপক্ষে জানিল আজি মজিবেন সৃষ্টি ॥
সাত্যকির যুদ্ধ দেখি যত সৈন্যগণ।
ভয়ে পলাইয়া গেল লইয়া জীবন ॥
সাত্যকির সারথি সে অতি বিচক্ষণ।
চালাইয়া দিল রথ পবন গমন ॥
পঞ্চক্রোশ মহাবীর গেল মুহূর্ত্তকে।
অর্জ্জুনের রথধ্বজ দেখিল পলকে ॥
রথধ্বজ দেখি বীর আনন্দিত মন।
সৈন্যের উপর করি বাণ বরিষণ ॥
সাত্যকিরে দেখি কৃষ্ণ বলিল অর্জ্জুনে।
আইসে সাত্যকি বীর ঐ দেখ রণে ॥
সাত্যকি দেখিয়া তবে বীর ধনঞ্জয়।
হইল তাহার প্রতি আনন্দ হৃদয় ॥
সাত্যকিরে দেখি ভূরিশ্রবা নরপতি।
রথে চড়ি ধনু ধরি আইল ঝটিতি ॥

সাত্যকিরে বলিলেন সোমদত্ত সুত।
আসিলাম আমি তব পক্ষে যমদূত ॥
বহু দিনে পাইলাম তব দরশন।
অবশ্য পাঠাব আজি শমন সদন ॥
এত বড় গর্ব্ব তব হইল এখন।
এক রথে আসিয়াছ করিবারে রণ ॥
শুনিয়া সাত্যকি বীর করিল উত্তর।
কি কারণে এত গর্ব্ব করিস বর্ব্বর ॥
মরণ নিকট প্রায় বুঝিয়ে লক্ষণে।
এমত উত্তর তোর তাহার কারণে ॥
অবশ্য করিব তোরে সমরে সংহার।
এক বাণে দেখাইব করাল দুয়ার ॥
এতেক শুনিয়া ভূরিশ্রবা নরপতি।
বাণ বৃষ্টি করিতে লাগিল শীঘ্রগতি ॥
মহাক্রোধে ভূরিশ্রবা এড়িলেন বাণ।
বাণে কাটি সাত্যকি করিল খানং ॥
হেনমতে বাণবৃষ্টি করিল বিস্তর।
দোঁহাকার বাণে দোঁহে হইল জর্জ্জর ॥
ভূরিশ্রবা সাত্যকি হইল ঘোর রণ।
বিস্ময় মানিয়া চাহে যত যোদ্ধাগণ ॥
ভূরিশ্রবা সাত্যকিরে বলিলেন ছলে।
চল যুদ্ধ তুমি আমি করি ভূমিতলে ॥
এত বলি ভূরিশ্রবা অসি চর্ম্ম নিয়া।
পড়িলেন ভূমিতলে এক লাফ দিয়া ॥
এত দেখি সাত্যকি ত্যজিল ধনুঃশর।
অসি চর্ম্ম লয়ে বীর নামিল সত্বর ॥
মণ্ডলি করিয়া দোঁহে ফিরি চারিভিতে।
সাত্যকির চর্ম্ম কাটী পাড়ে অ চম্বিতে ॥
সুধু খড়্গ নিয়া বীর করয়ে সংগ্রাম।
ন্যায় যুদ্ধ করিলেন অতি অনুপম ॥
তবে ক্রোধে সাত্যকি হইল কম্পমান।
ভূরিশ্রবা হস্ত চর্ম্ম করে খানং ॥
সুধু খড়্গ লয়ে বীর করয়ে সমর।
অধীর প্রহারে দোহে হইল জর্জ্জর ॥
জড়াজড়ি করি দোহে পড়ে ভূমিতলে।
সাত্যকিরে ভূরিশ্রবা ধরি মহাবলে ॥
বুকের উপরে উঠি কেশে দিল পাক।
সাত্যকি ঘুরিলা যেন কুম্ভকার চাক ॥
হাতে অসি করি তবে সোমদত্ত সুত।
সাত্যকিরে কাটিবারে হইল উদ্যত ॥
কুম্ভারের চাক যেন ঘুরয়ে সাত্যকি।
অদ্ভুত মানিলা সবে দেখে দূরে থাকি ॥

এতেক দেখিয়া তবে কৃষ্ণ মহাশয়।
ত কিয়া বলেন শীঘ্র রাখ ধনঞ্জয়॥
ভুরিশ্রবা ধরিয়াছে সাত্যকির চুলে।
মহাবেগে সাত্যকি ঘুরিছে ভূমিতলে॥
এত শুনি ধনঞ্জয় হইলেন ব্যস্ত।
বাণে কাটী পাড়িলেন ভুরিশ্রবা হস্ত॥
এত শুনি জিজ্ঞাসিল পরীক্ষিত সুত।
মুনিবর কহ একি হইল অদ্ভুত॥
অশ্বত্থ মা আদি করি যত যোদ্ধাগণে।
একেলা সাত্যকি বীর জিনিলেন রণে॥
সাত্যকিরে ভুরিশ্রবা করে পরাজয়।
আশ্চর্য্য শুনয়া মম হইল বিস্ময়॥
দ্রোণপর্ব্ব সুধারস জয়দ্রথ বধে।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে॥

ভুরিশ্রবা কর্ত্তৃক সাত্যকির
পরাজয় বিবরণ।

মুনি বলিলেন শুন ভূপতি তনয়।
যেহমতে সাত্যকি হইল পরাজয়॥
এক দিন বসুদেব পিতৃ শ্রাদ্ধ কালে।
নিমন্ত্রণ করি যত কুটুম্ব আনিলে॥
সোমদত্ত ব হ্লীকাদি পঞ্চাল রাজন।
শাল্য শিশুপালাদি পাইয়া নিমন্ত্রণ॥
আইল অনেক রাজা না হয় বাখান।
সবাকারে বসুদেব করি অভ্যুত্থান॥
বসিলেন বিচিত্র আসনে সর্ব্বজন।
তার মধ্যে সোমদত্ত করিল গমন॥
সভার মধ্যেতে যদি সোমদত্ত গেল।
সোমদত্ত দেখি শিনি ক্রোধেতে জ্বলিল॥
বসুদেবের খুড় শিনি সাত্যকির বাপ।
সোমদত্ত দেখি শিনি পাইলেন তাপ॥
ডাকিয়া বলিল শিনি শুন সোমদত্ত।
সভামধ্যে বৈস তুমি এ কোন মহত্ব॥
আমাদিগে না মানিলে কোন অহঙ্কারে।
পৃথিবীর মধ্যে কেবা জানয়ে তোমারে॥
মর্য্যাদা থাকিতে শীঘ্র যাও পলাইয়া॥
আপন সদৃশ যোগ্য স্থানে বৈস গিয়া॥
এত শুনি সোমদত্ত ক্রোধেতে কাঁপিল।
অগ্নির উপরে যেন ঘৃত ঢালি দিল॥
বলিলেন শিনি তুই না করিস গর্ব্ব।
যোগ্যতা যতেক তোর জানি আমি সর্ব্ব॥
এতেক উত্তর মোরে বলিলি বর্ব্বর।
কোন অর্থে ন্যূন আমি পৃথিবী ভিতর।
তোমা হৈতে ন্যূন কেবা আছয়ে ধরণী।
মম অগোচর কিবা আমি সব জানি॥
এতেক শুনিয়া শিনি মহাকোপ মন।
ক্রোধে ডাকি বলিলেন শুন সর্ব্বজন॥
এত অহঙ্কার তোর ওরে কুলাঙ্গার।
পর দোষ নাহি দোষ দেখ আপনার॥
ইহার উচিত প্রতিফল দিব তোরে।
এত বলি মহাক্রোধে উঠিল সত্বরে।
শিনি দেখি সোমদত্ত উঠি সেইক্ষণ।
হুড হুড মহাযুদ্ধ করি দুই জন॥
তবে শিনি মহাক্রোধে ধরিলেন চুলে।
দেখিয়া হইল হাস্য সেই সভাস্থলে॥
কেশে ধরি মারিলেন চড অসম্ভব।
এক চড়ে দন্ত গুলা পড়ি গেল সব॥
তবে সবে উঠি দোহে নিবারণ কৈল।
অভিমানে সোমদত্ত দেশে নাহি গেল।
সভামধ্যে সোমদত্ত এত অপমান॥
তপস্যা করিতে বনে করিল পয়ান॥
দ্বাদশ বৎসর তপ করি অনাহারে।
এক চিত্তে সোমদত্ত সেবিলা শঙ্করে।
তপস্যায় বশীভূত হইল শঙ্কর।
বৃষেতে চাপিয়া আসি বনের ভিতর॥
বলিলেন হর বর মাগ কি রাজন।
এত বলি তাহাকে ডাকেন পঞ্চানন॥
ধ্যান ভাঙ্গি সোমদত্ত দেখিলেন হর।
বিভূতি ভূষণ জটাধারী গঙ্গাধর॥
আনন্দিত সোমদত্ত দেখিয়া শঙ্করে।
বিবিধ প্রকারে রাজা কত স্তুতি করে॥
বলিলেন যদ্যপি হইলা কৃপাবান।
তবে এক নিবেদন করি তব স্থান॥
সভামধ্যে শিনি মোরে অমান্য করিল।
যতেক নৃপতিগণ বসিয়া দেখিল॥
অগ্নি হেন দহে অঙ্গ সেই অপমানে।
এই নিবেদন করি আমি তব স্থানে॥
যদি মোরে বর দিবা দেব পশুপতি।
মহাধনুর্দ্ধর মম হউক সন্ততি॥
তার পুত্রে মম পুত্র নিনিবে সমরে।
রাজগণ মধ্যে যেন অপমান করে॥
ইহা বিনা আর বর নাহি চাই আমি।
এই বর মহাপ্রভু আজ্ঞা কর তুমি॥
শঙ্কর বলেন বর দিলাম তোমারে।
তব পুত্র জিনিবেক শিনীর কুমারে॥

প্রাণে না মারিবে কিন্তু করিবে সমর।
এত বলি কৈলাসেতে গেলেন শঙ্কর॥
শিবস্থানে হেন বর নিয়া নরবর।
আনন্দিত হয়ে যান আপনার ঘর॥
ভূরিশ্রবা সাত্যকিরে জিনে সেই বরে।
তার উপাখ্যান এই জানাই তোমারে॥
মহাভারতের কথা অমৃতের ভাব।
পাঁচালী প্রবন্ধে রচে কাশীরাম দাস॥

ভূরিশ্রবা বধ।

বলিলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয়।
শিব বরে সাত্যকি হইল পরাজয়॥
ভূরিশ্রবা হস্ত যদি কাটিল অর্জ্জুন।
ভূমিতে পড়িয়া সে হইল অচেতন।
পুনরপি উঠিল বসিল রণস্থলে।
নিন্দা করি ভূরিশ্রবা অর্জ্জুনেরে বলে॥
ধিক্ ধিক্ ধনঞ্জয় বীরত্ব সমস্ত।
অন্যায় করিয়া তুমি কাট মম হস্ত॥
সাত্যকি সহিত রণ হইল আমার।
কাটিলা আমার হস্ত তুমি কুলাঙ্গার॥
সম্মুখ সংগ্রামে পড়ি স্বর্গে যাই আমি।
এই পাপে ধনঞ্জয় হবে অধোগামী॥
এতেক শুনিয়া পার্থ হইল লজ্জিত।
শ্রীকৃষ্ণ বলেন পার্থ লজ্জা অনুচিত॥
কৃষ্ণ ডাকি বলিলেন ভূরিশ্রবা প্রতি।
একা অভিমন্যু বীর বেড়ি সপ্ত রথী॥
কোন ন্যায় যুদ্ধে বল তাহাকে মারিলা।
এবে বুঝি সে সকল কথা পাসরিলা॥
মৃত্যুকালে ধর্ম্মবুদ্ধি হইলে তোমার।
অর্জ্জুনেরে নিন্দা কর তুমি কুলাঙ্গার॥
এইবাক্য শুনি ভূরীশ্রবা নরপতি।
নিন্দা করি কহিতে লাগিলা কৃষ্ণ প্রতি॥
ভূরিশ্রবা বলিলেন কহিলা প্রমাণ।
তোমা হৈতে এত সব হৈল অপমান॥
কি কারণে নিন্দ আমি করি অর্জ্জুনেরে।
তোমা সম দুষ্ট নাহি পৃথিবী ভিতরে॥
তোমার দোষেতে হৈল সকল সংহার।
নির্লজ্জ তোমারে আমি কি কহিব আর॥
এত বলি ভূরিশ্রবা রহিল বিমনে।
কি কুকর্ম্ম করিলাম নিন্দি নারায়ণে॥
আপনার কর্ম্ম ভোগ করিব আপনে।
তবে কেন রাগভরে নিন্দি নারায়ণে॥
অন্তকালে যে জন স্মরয়ে নারায়ণ॥
চতুর্ভুজ হয়ে যায় বৈকুণ্ঠ ভুবন॥
এতেক বলিয়া ভূরিশ্রবা নরপতি।
করিলেন বিধিমতে গোবিন্দেরে স্তুতি॥
ডাকিয়া বলিল কৃষ্ণ তোমারে নিন্দিয়া।
কি গতি আমার হবে না পাই ভাবিয়া॥
অধম দেখিয়া মোরে হও কৃপাবান।
নরক হইতে প্রভু কর পরিত্রাণ॥
তোমা বিনা গতি মম নাহি নারায়ণ।
কায়মনোবাক্যে আমি নিলাম শরণ॥
সর্ব্বকাল তোমা বিনা নাহি জানি আমি।
মৃত্যুকালে তোমা নিন্দি হই অধোগামী॥
আপনার গুণে কর আমারে উদ্ধার।
নরক হইতে ত্রাণ করহ আমার॥
এত বলি ভূরিশ্রবা মৌনেতে রহিল।
হৃদয় পঙ্কজে পদ ভাবিতে লাগিল॥
শ্রীকৃষ্ণ বলিলা তুমি ত্যজ দুঃখমন।
স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাও বৈকুণ্ঠ ভুবন॥
সিদ্ধ ঋষি যোগী যেই স্থান নাহি পায়।
তথায় গমন কর আমার আজ্ঞায়॥
বৈকুণ্ঠেতে অগ্রে তুমি করিলে গমন।
তথা গিয়া তোমা সঙ্গে করিব মিলন॥
ভূরিশ্রবা শ্রীকৃষ্ণেতে এই কথা হয়।
কৃষ্ণ ধ্যান করি ভূরিশ্রবা মৌনে রয়॥
হেনকালে সাত্যকি উঠিয়া ভূমি হৈতে।
অসি লয়ে যান ভূরিশ্রবারে কাটিতে॥
হাতে চুল জড়াইয়া অসি নিয়া করে।
খণ্ড খণ্ড করি বীর কাটিল তাহারে॥
এতেক দেখিয়া পরে কুরুসেনাগণ।
সাত্যকি উপরে করে বাণ বরিষণ॥
এক লাফে সাত্যকি উঠিলা গিয়া রথে।
ধনুগুণ টঙ্কারিয়া অস্ত্র নিল হাতে॥
নিমিষেকে মারে লক্ষ লক্ষ সেনাগণ।
বাণবৃষ্টি করিলেন মহাকোপ মন॥
দ্রোণপর্ব্ব পুণ্য কথা জয়দ্রথ বধে।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে॥

ব্যূহ প্রবেশ পূর্ব্বক ভীমের যুদ্ধ ও দুর্য্যোধনের দশ ভ্রাতার মৃত্যু।

মুনি বলিলেন শুন অপূর্ব্ব কথন।
হেনমতে শিনিপুত্র করিলেন রণ॥
হেথা রাজা যুধিষ্ঠির সচিন্তিত মন।
অনুক্ষণ করিলেন পার্থকে চিন্তন॥

তৃতীয় প্রহর বেলা হৈল আসি প্রায়।
নাহি জানি পার্থ করে কেমন উপায় ॥
প্রতিজ্ঞা করিল বীর অত্যন্ত দুষ্কর।
জয়দ্রথে না মারিয়া না আসিব ঘর ॥
অতএব গেল তার উদ্দেশ কারণ।
নাহি জানি কোথা আছে সিন্ধুর নন্দন ॥
তত্ত্ব জানিবার তরে পাঠাই সাত্যকি।
প্রহর পর্য্যন্ত হৈল তারে নাহি দেখি ॥
এই সব ভাবি মম মন নহে স্থির।
এত বলি ভীমেরে ডাকেন যুধিষ্ঠির ॥
যুধিষ্ঠির আজ্ঞা শুনি বীর বৃকোদর।
রণ ত্যজি সেইক্ষণে আইল সত্বর ॥
রাজার অগ্রেতে বীর করি যোড় কর।
ভীমে দেখি কহিলেন ধর্ম্ম নরবর ॥
অর্জ্জুনের তত্ত্ব কর কি জানি হইল।
সাত্যকী জানিতে গেল সেই না আইল ॥
বিপক্ষের মাঝে একা গেল পার্থ বীর।
তারে না দেখিয়া মম ব্যাকুল শরীর ॥
এই হেতু ডাকিয়াছি শুন বৃকোদর।
অর্জ্জুনের তত্ত্ব জানি আইস সত্বর ॥
ভীম বলিলেন রাজা করি নিবেদন।
অর্জ্জুনের হেতু কেন করহ চিন্তন ॥
ত্রিদশ ঈশ্বর কৃষ্ণ যাহার সারথি।
তার অর্থে চিন্তা কেন কর নরপতি ॥
ব্রহ্মা যদি আপনি করেন অস্ত্রময়।
তথাপিহ পার্থের নাহিক পরাজয় ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন কহিলা প্রমাণ।
জানি শুনি তবু স্থির নহে মম প্রাণ ॥
পুনশ্চ কহিলা ভীম রাজারে চাহিয়া।
কিমতে যাইব আমি তোমাকে ছাড়িয়া ॥
অনুক্ষণ চাহে দ্রোণ তোমাকে ধরিতে।
আমি গেলে কে যুঝিবে তাহার সহিতে।
বলিলেন রাজা তার চিন্তা কি তোমার।
আনগিয়া তুমি ভাই পার্থ সমাচার ॥
এত শুনি ধৃষ্টদ্যুম্ন ডাকি বৃকোদর।
প্রত্যক্ষ কহিল যত রাজার উত্তর ॥
অর্জ্জুনের তত্ত্বে আমি যাইব ত্বরিতে।
রাজাকে রাখিবে সবে হয়ে সাবহিতে ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলিলেন চিন্তা কি তোমার।
রাজাকে রাখিতে ভার হইল আমার ॥
অশ্বত্থামা সহিতে আপনি দ্রোণ আসে।
এক বাণে পাঠাইব কৃতান্তের পাশে ॥

এত শুনি ভীম হন হরিষ অন্তর।
বৃষকে বলিল রথ সাজাও সত্বর ॥
বৃষক সারথি যুদ্ধে অতি বিচক্ষণ।
রথের উপরে তোলে নানা অস্ত্রগণ ॥
সাত শত ধনু তোলে গদা বহুতর।
শেল শূল কোটি২ ভুষণ্ডী তোমর ॥
শ্রীহরি স্মরিয়া বীর চড়িলেন রথে।
তুলিয়া দুর্জ্জয় ধনু লইলেন হাতে ॥
ধনুক টঙ্কার দিয়া ছাড়ে হুহুঙ্কার।
পর্ব্বত পড়িল শব্দে হইয়া বিদার ॥
রণ মত্ত প্রমত্ত কেশরী দর্প বীর।
সংগ্রামে কাহার শক্তি অগ্রে হয় স্থির ॥
সারথি সমীর জানি চালাইল হয়।
উত্তরিল ব্যূহ মধ্যে পবন তনয় ॥
বাণে২ অশ্ব গজ হইল বিনাশ।
বিপক্ষ পড়িল লক্ষ গণিয়া হুতাশ ॥
সিংহে দেখি শিবা যেন রিপু সৈন্যগণ।
ভয়েতে আকুল মন কম্পে ঘনেঘন ॥
কেহ বলে কিবা চাহ আসিলেক ভীমা।
মৃত্যুপতি মূর্ত্তি হয়ে যেন কাল নিমা ॥
পলাইলে বধে প্রাণ খেদাড়িয়া পাছে।
নির্দ্দয় নিষ্ঠুর হেন কোথায় কে আছে ॥
দন্তে কুটা করি যেবা মাগে পরিহার।
সকল ত্যজিয়া অগ্রে তাহার সংহার ॥
পলাইলে কি হইবে না বাঁচিব তায়।
প্রাণ পণে কর যুদ্ধ নিজ ভরসায় ॥
মরিব ভীমের হাতে না হবে এড়ান।
যে থাকে কর্ম্মের ফল কে করিবে আন।
এত চিন্তি সাহসে সকল সেনাগণ।
চতুর্দ্দিকে ঘেরি শর করে বরিষণ ॥
সিংহের মুখেতে কিবা শিবার গণনা।
হুহুঙ্কার ছাড়ে ভীম পড়য়ে ঝঞ্ঝনা ॥
লক্ষ লক্ষ বিপক্ষ নাশিল বাণ ঘায় ॥
বড় বড় হস্তী পড়ে সংহারি গদায় ॥
একেরে মারিতে আর পড়ে মুর্চ্ছা হৈয়া।
পলাইলে তার প্রাণ বাণে বধে গিয়া ॥
পড়িল ভীমের রণে রথ অশ্ব হাতী।
ধ্বজ ছত্র পতাকায় ঢাকে বসুমতী ॥
ভীমের সমর দেখি দ্রোণ বীর রোষে।
রহিলেন আগুলিয়া দ্বার ক্রোধাবেশে ॥
মোরে না জিনিয়া ভীম যাইবে কেমনে।
এত বলি বাণ যুড়িলেন ধনুগুণে ॥

ভীম শব্দ গভীর গর্জ্জন মেঘ ধ্বনি।
অপরাধ হয় পাছে এই ভয় মানি॥
উপরোধ রক্ষা কর দাও পথ ছাড়ি।
নহে চূর্ণ করিব মারিয়া গদা বাড়ি॥
শুনিয়া হইল গুরু হুতাশন কোপে।
সন্ধান করেন শর চোক২ চাপে॥
বৃষ্টির পসরা যেন বরিষার কালে।
ঢাকিল ভীমের রথ পথ শরজালে॥
কোপিয়া দারুণ ভীম যেন কালসাপ।
রথে হৈতে ক্ষিতি পড়ে দিয়া এক লাফ॥
সাপটিয়া আচার্য্যের রথখান ধরি।
টান দিয়া ফেলিলেন যোজন অন্তরি॥
তাহার চাপনে দল তল তার কত।
সারথি হইল নাশ অশ্বগণ হত॥
ধ্বজ ভঙ্গ নেড়া মুড়া রথ হৈয়া রয়।
লাফ দিয়া পলাইল দ্রোণ মহাশয়॥
পশ্চাতে করিয়া দ্রোণে বীর বৃকোদর।
অতি বেগে প্রবেশিল ব্যূহের ভিতর॥
গদা হাতে গর্জ্জিলেন গতি দীর্ঘ পদে।
প্রকাণ্ড পর্ব্বত তনু মত্ত বীর মদে॥
সমরে প্রচণ্ড শূর চূর করি রয়।
গদাঘাতে রথ রথী পদাতি লোটায়॥
বায়ুবেগে বিশোক চালায় অশ্বগণ।
উত্তরিল ব্যূহ মধ্যে পবননন্দন॥
দেখিয়া বাহিনী ক্ষয় রবির নন্দন।
আগুলিলা ভীমে আসি অতিক্রুদ্ধ মন॥
ধনুর্গুণ দেখি ভীম মহাক্রুদ্ধ হৈল।
ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া দিব্য অস্ত্র নিল॥
বলিলেন কর্ণ ভীমে মম সহ রণ।
অবশ্য পাঠাব আমি যমের সদন॥
এত শুনি বৃকোদর ক্রোধে হুতাশন।
কর্ণেরে চাহিয়া পরে করিয়া গর্জ্জন॥
কৌরব কিঙ্কর তুই গৌরব না গণি।
জানিয়া যে তোকে পাপ পোষে কালফণি॥
কুমন্ত্রণা দিয়া কুরু করিলি বিনাশ॥
নিকটে জানিয়া মৃত্যু বিফল প্রয়াস॥
ওরে মূঢ়মতি এত গর্ব্ব কিসে তোর।
এমত প্রতিজ্ঞা কিসে অগ্রভাগে মোর॥
আজি তোরে বাণে আমি করিব সংহার।
কহিলাম এই বাক্য স্বরূপ আমার॥
এত বলি বৃকোদর এড়ি অস্ত্রগণে।
ছাইলেন শূন্যমার্গ বাণ বরিষণে॥

ভীমের সকল বাণ কাটি কর্ণবীর।
বৃকোদরে করিলেন কম্পিত শরীর॥
আকর্ণ পুরিয়া বীর মারি দশ বাণ।
দুই বাণে ধ্বজ কাটি করি দুইখান॥
চারি বাণে সারথিরে দিলা যমঘর।
চারি বাণে চারি অশ্ব কাটিল সত্বর॥
সারথি পড়িল রথ হইল অচল।
লাফ দিয়া পলাইল কর্ণ মহাবল॥
কর্ণ পলায়ন দেখি বীর বৃকোদর।
অস্ত্র বৃষ্টি করিলেন সৈন্যের উপর॥
পড়িল অনেক সৈন্য পৃথিবী আচ্ছাদি।
লক্ষ লক্ষ সেনা পড়ে রক্তে বহে নদী॥
দেখিয়া আকুল মনে রাজা দুর্য্যোধন।
সহোদরগণেরে ডাকিলা সেইক্ষণ॥
দশ জন যুঝিবারে হন আগুয়ান।
অযুতেক হস্তী সঙ্গে মহাবলবান॥
মুষল মুদ্গর বান্ধা শুণ্ড সবাকার।
ইলাবন্ত সম হস্তী পর্ব্বত আকার॥
হস্তীগণ দেখি ভীম ত্যজি ধনুশর।
গদা হাতে নামিলেন সংগ্রাম ভিতর॥
শতমণ লৌহেতে নির্ম্মিত গদা করে।
মহা ভয়ঙ্কর যেন শমন সমরে॥
হেন গদা লয়ে বীর ধাইল সত্বর।
নিমিষেকে মারিলেন সকল কুঞ্জর॥
গদার প্রহার যেন বজ্রের নির্ভর।
শত শত মারিলেন তাহে বৃকোদর॥
ধৃতরাষ্ট্র পুত্রেরা আইল দশ জন।
ভীমের উপরে করি অস্ত্র বরিষণ॥
লাফ দিয়া লঙ্ঘি ভীম যে জনেক তায়।
পলাইতে কুরুরা পড়িয়া মরে ঠায়॥
তবে ক্রোধে বৃকোদর গদা করে সুর।
রথ অশ্ব সহ বীর করিলেন চুর॥
দশ জনে মারিলেক গদার প্রহারে।
দেখি দুর্য্যোধন বীর ভীত হাহাকারে॥
ধৃতরাষ্ট্রে সঞ্জয় কহেন সমাচার।
দশ পুত্র রাজা তব হইল সংহার॥
গদার প্রহারে মারে বীর বৃকোদর।
অযুতেক হস্তী পড়ে মহাভয়ঙ্কর॥
এত শুনি ধৃতরাষ্ট্র হৈল অচেতন।
বহু বিলাপিয়া অন্ধ করিলা রোদন॥
বলিলা ক্ষণেক থাকি শুনহ সঞ্জয়।
বড়ই দারুণ ভীম নির্দ্দয় হৃদয়॥

একেবারে দশ পুত্র করিল সংহার।
এত শুনি করিলেন অর্দ্ধ হাহাকার।
সঞ্জয় বলিল কেন করহ রোদন।
পূর্ব্বে যত করিলাম না করি শ্রবণ॥
অধর্ম্ম করিলে ফল ভোগ আপনার।
যতেক কহিলা জান সব সমাচার॥
অর্থ লোভে রাজ্য লোভে করিলা তখনে।
কিংঞ্চিত২ করি কহিলা আপনে॥
বিদুর প্রভৃতি করি বলিলা তোমারে।
কারু বাক্য না শুনিলে তুমি অহঙ্কারে॥
ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন শুনহ সঞ্জয়।
কভু নাহি শুনিলাম ধর্ম্ম পরাজয়॥
যতেক পড়িল শুনি মম সেনাগণ।
বিশেষিয়া কহ মোরে ইহার কারণ॥
সঞ্জয় বলিলা রাজা শুন সাবধানে।
পাণ্ডবের দলে কৃষ্ণ আছেন আপনে॥
যথা কৃষ্ণ তথা ধর্ম্ম জানিবা রাজন।
যথা ধর্ম্ম তথা জয় বেদের বচন॥
পুত্র সম স্নেহ নাহি দৈব সম বল।
বিদ্যা সম বন্ধু নাহি ব্যাধি সম খল॥
সর্ব্বকাল দৈব বল আছে ধর্ম্ম সূতে।
বিরোধে তাহার সঙ্গে আপনা খাইতে॥
দূত হয়ে ত্রিভুবন পতি যার দলে।
বিপদে করেন পার করি নিজ কোলে॥
জানিয়া না জানি আর শুনিয়া না শুনি।
পাশাকালে ধরিয়া আনিল যাজ্ঞসেনী॥
সভায় তাহার বস্ত্র হরে দুষ্ট সুত।
আপনি তাহার কর্ম্ম শুনিলা অদ্ভুত॥
হরিতে বাড়িল বাস নাহি অবসান।
অনুকূল হইয়া রাখিল ভগবান॥
এখন হইল কৃষ্ণ পার্থের সারথি।
তাহারে জিনিবে হেন কোন যোদ্ধাপতি॥
ভদ্র নাহি এ যুদ্ধে শুনহ মহীপাল।
সত্য বাক্য কুরুবংশ গ্রাসিলেক কাল॥
ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন দৈব বলবান।
নিরর্থক পুরুষার্থ করহ বাখান॥
দ্রোণপর্ব্ব পুণ্য কথা জয়দ্রথ বধে।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে॥

ভীমের হস্তে দুর্য্যোধনের
ত্রিশ ভ্রাতা বধ।

মুনি বলিলেন শুন রাজার নন্দন।
হেনমতে বৃকোদর করি মহারণ॥
পুনরপি কর্ণবীর রথে উত্তরিয়া।
যুদ্ধ করিবারে বাণ তর্জ্জন করিয়া॥
গদাহাতে বৃকোদর দেখি ভূমিতলে।
কর্ণ বীর নানা অস্ত্র মারিলেন বলে॥
প্রলয়ের মেঘ যেন বরিষয়ে জল।
সেই মত অস্ত্র বৃষ্টি কর্ণ মহাবল॥
দেখি বৃকোদর বীর ক্রোধে কম্পমান।
বায়ুবেগে বীর গদা মস্তকে ঘুরান॥
গদার ঠেকিয়া বাণ চূর্ণ হয়ে পড়ে।
এক লাফে ভীম বাম কর্ণ রথোপরে॥
চারি অশ্ব মারিলেন রথের উপর।
এক চড়ে সারথিরে দিল যমঘর।
ধরিয়া কর্ণের চুলে অতি শীঘ্রগতি।
মারিতে উদ্যত কর্ণে ভীম মহামতি।
হেনকালে আচম্বিতে মনেতে পড়িল।
কর্ণেরে মারিতে পার্থ প্রতিজ্ঞা করিল॥
আজি যদি যুদ্ধে আমি কর্ণে করি ক্ষয়।
হইবে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ বীর ধনঞ্জয়॥
এত বলি কর্ণে ছাড়ি দিলা বৃকোদর।
আপনার রথে গিয়া চড়িলা সত্বর।
অপমানে কর্ণবীর লজ্জিত বদন।
অন্য রথে চড়িপরে করিল গমন॥
কৃপাচার্য্য প্রতি দ্রোণ কহিল তখন।
দেখ দেখ ভীম করে কর্ণেরে নিধন॥
এতেক বলিয়া দোঁহে হাসিতে লাগিল।
হাস্য দেখি কর্ণ বীর লজ্জিত হইল॥
কর্ণ পলাইল দেখি বীর বৃকোদর।
পুনরপি ধনু ধরি করিল সমর॥
সৈন্যের উপরে বীর বৃষ্টি করি বাণ।
মারিল অসংখ্য সৈন্য পুরিয়া সন্ধান॥
দেখিয়া ভীমের কোপ অনল সমান।
ভয়ে আর কোন বীর নহে আগুয়ান॥
এতেক দেখিয়া পরে দুঃশাসন বেগে।
হাতে ধনু করি গেল ভীমসেন আগে॥
যেই বেগে অগ্রে হৈল গান্ধারী তনয়।
চারি বাণে কাটিল রথের চারি হয়॥
দুই বাণে ধ্বজ কাটি করিলেন খণ্ড।
দুই বাণে কাটিলেন সারথির মুণ্ড॥
না করিতে যুদ্ধ এত অপমান হয়।
রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুত্র পাইলেন ভয়॥
রথ এড়ি দুঃশাসন পলায় সত্বর।
ক্রোধে ডাকি বলিলেন বীর বৃকোদর॥

ওরে মূঢ়মতি কেন পলাইলি রণে।
স্থির হয়ে কর যুদ্ধ থাকি বীরপণে॥
শৃগালের প্রায় গেলি না করিল রণ।
ধিক থাক দুঃশাসন পাষণ্ড জীবন॥
মনে আছে পলাইয়া পরাণ পাইবি।
ধরিয়া মারিব আমি যে খানে যাইবি॥
শোণিত খাইব তোর বিদারিয়া বুক।
পাশরিব পূর্ব্ব দুঃখ তবে হবে সুখ॥
যাবি বা এখন তুই লজ্জা হীন পশু।
করিব অবশ্য বধ কাল কি পরশু॥
এসেছিলি এই মুখে করিতে সমর।
পলাইলি ভেক হয়ে ভয়েতে পামর॥
বাক্যশরে বিষম দহিল তার তনু।
শুষ্ক তৃণ পায়ে যেন জলয়ে কৃশানু॥
এত শুনি দুঃশাসন ক্রোধে নেউটিল।
ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া দিব্য অস্ত্র নিল॥
দেখি বৃকোদর বীর হরিষ অন্তর।
কাল দণ্ড সমান লইল ধনুঃশর॥
সন্ধানিয়া মারিলেন দুঃশাসন বুকে।
বাণাঘাতে দুঃশাসন ঘুরে ঘনপাকে॥
অচেতন হইয়া পড়িল দুঃশাসন।
ঝলকে ঝলকে হয় শোণিত বমন॥
দেখি ক্রোধে ধাইলেন সূর্য্যসুত রোষে।
হারিয়া না হয় লজ্জা নির্লজ্জ বিশেষে॥
কর্ণ দেখি মহাক্রোধে বীর বৃকোদর।
ধিক২ ওরে দুষ্ট নির্লজ্জ পামর॥
পুনঃ২ পলাইয়া শৃগালের প্রায়।
বড়ই নির্লজ্জ তুই দেখিল সবায়॥
এত শুনি ক্রোধে কর্ণ এড়িলেন বাণ।
অর্দ্ধপথে করিলেন ভীম খানং॥
কাটিলেন সর্ব্ব অস্ত্র বীর বৃকোদর।
মারিলেন শক্তি কর্ণ ভীমের উপর॥
তবে ক্রোধে বৃকোদর পূরিল সন্ধান।
দুই বাণে শক্তি কাটি করে দুইখান॥
দিব্য ভল্ল দশ অস্ত্র ক্রোধে এড়ে বীর।
কবচ কাটিয়া তার ভেদিল শরীর॥
মূর্চ্ছিত হইয়া কর্ণ ভূমে অচেতন।
রথ লয়ে সারথি করিল পলায়ন॥
তবে আর আগুয়ান নহে কোন রথী।
সিংহনাদ করিলেন ভীম মহামতি॥
একেশ্বর করিলেন সৈন্য লণ্ড ভণ্ড।
লক্ষং পদাতি হইল খণ্ড খণ্ড।
অশ্ব হস্তী কোটি পড়ে নাহি তার লেখা।
কত শত রথী পড়ে ভীমসেন একা॥
ভীমের বিক্রমে আর কেহ নহে স্থির।
পলায় সকল সৈন্য বিকল শরীর॥
এতেক দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্র পুত্রবর।
যুদ্ধ করিবারে যান ত্রিশ সহোদর॥
ভয়ঙ্কর ত্রিশ হস্তী আরোহণ করি।
ভীমের অগ্রেতে গেল হাতে ধনু করি॥
ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণে দেখি বৃকোদর।
হাতে গদা করিলেন হরিষ অন্তর॥
আট শিরা গদা নিল মহাভয়ঙ্কর।
শতং ঘণ্টা বাজে দেখিতে সুন্দর॥
হেন গদা লয়ে বীর প্রবেশিল রণে।
সিংহ যেন আনন্দে বিহরে মহাবনে॥
আনন্দিত বৃকোদর নির্ভয় শরীর।
ছাগ পশু দেখি যেন ব্যাঘ্র নহে স্থির॥
ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণে করিতে বিনাশ।
ক্রোধে ধান বৃকোদর ছাড়িয়া নিশ্বাস॥
করি কুম্ভস্থলে মারি গদা বজ্র বাড়ি।
ত্রিশ ঘায় ত্রিশ হস্তী যায় গড়াগড়ি॥
হস্তী সব চূর্ণ করি যান বৃকোদর।
নিমিষেকে বিনাশিল ত্রিশ সহোদর॥
কান্দিলেন ব্যাকুল হইয়া দুর্য্যোধন।
আজিকার যুদ্ধে সবে হইল নিধন॥
হেথায় সঞ্জয় বার্ত্তা দিল অন্ধ স্থানে।
চল্লিল কুমার তব নিপাতীল রণে॥
শুনি ধৃতরাষ্ট্র শোকে হয়ে অচেতন
সিংহাসন ছাড়ি রাজা করয়ে রোদন॥
কতক্ষণে থাকি পরে বলিল বচন।
একা ভীম মম বংশ করিল নিধন॥
সঞ্জয় বলেন কিবা হয়েছে এখন।
একা ভীম তব বংশ করিবে নিধন॥
যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম হেতু হয় বলবান।
আপনি সহায় কৃষ্ণ সদা তাঁর স্থান॥
যথা কৃষ্ণ তথা সব দেবের আলয়।
দেবগণে কোন জন করে পরাজয়॥
ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন সত্যই সঞ্জয়।
ধর্ম্ম নিষ্ঠ এই হেতু যুধিষ্ঠির হয়॥
বলিলা বৈশম্পায়ন শ্রোতা জন্মেজয়।
সুত মুখ উক্ত যাহা শ্রোতা মুনিচয়॥
পৃথিবীতে শুনে লোক হয়ে এক মতি।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে হয় দিব্য গতি॥

ব্যাস বিরচিত দিব্য ভারত কথন।
এক মন হয়ে শুন যত ভক্তগণ॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ হয়।
ব্যাসের বচন এতে না হয় সংসয়॥
দ্রোণপর্ব্ব সুধারস জয় জয়দ্রথ বধে।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে॥

ভীম কর্ত্তৃক দুর্য্যোধনের পঞ্চাশ সহোদরের মৃত্যু।

মুনি বলিলেন শুন ভূপতি নন্দন।
হেনমতে ভীমসেন করিলেন রণ॥
ভীমসেন সংগ্রাম দেখি ত্রাস কুরুদলে।
হাহাকার মহাশব্দ হয় গণ্ডগোলে॥
পুনরপি ভীম উঠি রথের উপর।
রথ চালাইয়া দিল বিশোক সত্বর॥
বিশোক চালায় রথ বায়ু হেন গতি।
ঘুরিতেং যায় ভীম সেনাপতি॥
কত দূর গিয়া ভীম সাত্যকি দেখিল।
আনন্দিত হয়ে তাঁরে বার্ত্তা জিজ্ঞাসিল॥
বলিলেন কহ শুনি পার্থ সমাচার।
কি কারণে রথ ধ্বজ নাহি দেখি তার॥
সাত্যকি কহিল অই দেখ বৃকোদর।
দ্রোণ সহ অর্জ্জুন যে করয়ে সমর॥
পুনরপি কহিলেন কহ বিবরণ।
যুধিষ্ঠীরে ছাড়িয়া আসিলে কি কারণ॥
ভীম বলিলেন রাজপাঠান আমারে।
অর্জ্জুনের সমাচার জানিবার তরে॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন স্থানে তাঁরে করি সমর্পণ।
আসিয়াছি সমাচার জানিতে এখন॥
শুনিয়া সাত্যকি মনে অতি আনন্দিত।
ভীমে দেখি কর্ণ বীর পুনঃ উপস্থিত॥
কর্ণে দেখি বলিলেন ভীম ডাক দিয়া।
পুনঃং আসিয়া যাইস পলাইয়া॥
ক্ষণেক থাকিস যদ্যপি তরে জানি কথ॥
এক বাণে আজি তোর কাটি পাড়ি মাথা॥
এত বলি বৃকোদর নিয়া ধনু খান।
মারিলেন কর্ণের উপর তীক্ষ্ণ বাণ॥
বাণাঘাতে ব্যথিত হইয়া অঙ্গপতি।
পলাইল যুদ্ধ ছাড়ি কর্ণ শীঘ্রগতী॥
তবে ক্রোধে বৃকোদর অনল সমান।
আকর্ণ পুরীয়া বীর বরীষয়ে বাণ॥
লক্ষ সেনাপতি পড়ে তার নাহি অন্ত।
গীরী সম হস্তী পড়ে ইবা সম দন্ত॥
ধ্বজ ছত্র পতাকা পড়য়ে সারি সারি।
যতেক পড়িল সৈন্য লিখিতে না পারি॥
আট অক্ষৌহিণী সেনা পড়ে সেই দিনে।
করিলেন এত ক্ষয় বীর তিন জনে॥
অর্জ্জুন সাত্যকি দোহে চারি অক্ষৌহিণী।
চারি অক্ষৌহিণী ভীম মারিল আপনি॥
ধৃতরাষ্ট্র পুত্র সব এতেক দেখিয়া।
আইল পঞ্চাশ জন রথেতে চড়িয়া॥
সৈন্য সজ্জা কোলাহল হয় হস্তী রথ।
চারিদিকে ঘেরি সবে আবরিয়া পথ॥
দেখিয়া ধাইল তবে বীর বৃকোদর।
পুনরপি গদা লয়ে সংগ্রাম ভিতর॥
রথ সহ চূর্ণ করি বান বৃকোদর।
একেং মারিল পঞ্চাশ সহোদর॥
নবতি সোদর পড়ে দেখি দুর্য্যোধন।
ভ্রাতৃগণ শোকে রাজা করয়ে রোদন॥
সঞ্জয় বলিল শুন অন্ধ নরবর।
তব পুত্র নবতি মারিল বৃকোদর॥
কি বল কি বল বলি অন্ধ নরপতি।
মূর্চ্ছিত হইয়া তবে পড়িলেন ক্ষিতি॥
শুনিয়া গান্ধারী রাণী হৈল অচেতন।
বংশ নাশ করে মম পাণ্ডুর নন্দন॥
অন্তঃপুরে উঠিল ক্রন্দন কোলাহল।
হাহাকার করে সবে না বান্ধে কুন্তল॥
শতং বধূগণ করয়ে রোদন।
টানিয়া ফেলিল সবে রত্ন আভরণ॥
চুল ছিঁড়ে বস্ত্র ছিঁড়ে শিরে মারে ঘাত।
আমা সবা এড়ি কোথা গেল প্রাণনাথ॥
ইন্দ্র বিদ্যাধরী জিনি রূপ সবাকার।
দিব্য বস্ত্র পরিধান রত্ন অলঙ্কার॥
কোমল শরীর সবে পরম সুন্দরী।
ভূমে গড়াগড়ি যায় হাহাকার করি॥
বধূগণ ক্রন্দন শুনিয়া নরবর।
বিলাপ করয়ে অন্ধ হইয়া কাতর॥
ক্ষণেং মূর্চ্ছা হয় ক্ষণেকে চেতন।
পুত্রগণ বলি রাজা করয়ে রোদন॥
সোণার আগার মম নির্জ্জন করিল।
ভীমের সমরে পুত্র সকলি মরিল॥
বড়ই নিষ্ঠুর ভীম নাহি দয়া লেশ।
ভীম হৈতে হইল আমার বংশ শেষ॥
সঞ্জয় বলিল শুন অন্ধ নরবর।
এখন কি হবে রাজা হইলে কাতর॥

এই হেতু বলিয়াছি প্রথমে তোমারে।
কারু কথা না শুনিলা তুমি অহঙ্কারে।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আর বিদুর সুমতি।
বুঝাইল বিবিধ প্রকারে তোমা প্রতি।।
বিদুর বলিলা কেন কান্দ নরবর।
তব হিত হেতু পূর্ব্বে মন্ত্রণা বিস্তর।।
ধনলোভে রাজ্যলোভে করি অপকর্ম্ম।
আপনি করিলা রাজা আপন অধর্ম্ম।।
তাহার অসাধ্য রাজা ছিল কোন কর্ম্ম।
তথাপিও যুধিষ্ঠির না কৈল অধর্ম্ম।।
মুহূর্ত্তকে ভূমণ্ডল পারে জিনিবারে।
তথাপিও যুধিষ্ঠির ক্ষমিল তোমারে।।
পঞ্চ গ্রাম মাগিলেক ধর্ম্মের নন্দন।
একখানি নাহি দিল দুষ্ট দুর্য্যোধন।।
এখন সে সব কথা হইল বিদিত।
অধর্ম্ম করিলে ভাল নহে কদাচিত।।
বিদুর চাহিয়া তবে কহিল রাজন।
পুনঃ২ কটু বাক্য কহ কি কারণ।।
পুত্রগণ শোকে মম দগ্ধ হয় মন।
কটু ভাষা পুনঃ২ কহ অনুক্ষণ।।
এত বলি নিঃশব্দে রহিলা নরপতি।
পুত্রগণ শোকে রাজা অতি দুঃখ মতি।।
জন্মেজয় বলিলেন কহ তপোধন।
কি মতে হইল বধ আর দশ জন।।
পিতামহ চরিত্র অপূর্ব্ব উপাখ্যান।
অমৃত হইতে রস শুনি তব স্থান।।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।।

দুর্য্যোধন ও দুঃশাসন বিনা অষ্ট ভ্রাতার মৃত্যু ও জয়দ্রথ বধ।

মুনিবর বলিলেন শুন নরপতি।
হেনমতে যুদ্ধ করি ভীম মহামতি।।
ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণে বধিলা সমরে।
সহস্রেক হস্তী মারে গদার প্রহারে।।
শোকেতে আকুল তাহে রাজা দুর্য্যোধন।
ভ্রাতৃগণ মৃত্যু দেখি করয়ে রোদন।।
অবশিষ্ট আছে আর দশ সহোদর।
সবা লয়ে দুর্য্যোধন চলিলা সত্বর।।
দুর্য্যোধনে দেখি ধায় পবননন্দন।
গদা ফিরাইলা যেন সাক্ষাত শমন।।
তর্জ্জন করিয়া ভীম রাজা দুর্য্যোধনে।
কহিলেন বংশ নাশ হবে আজি র[illegible]
এত বলি বৃকোদর গদা লয়ে করে।
মৃগ মারিবারে যেন কেশরী সমরে।।
ভীমে দেখি দুর্য্যোধন গদা লয়ে করে।
রথ এড়ি মারিবারে ধাইলা সত্বরে।।
গদাযুদ্ধ হয় দোঁহে অবনি উপর।
হুহুঙ্কার শব্দে দোহে গর্জ্জন বিস্তর।।
মহাক্রোধে বৃকোদর গদা প্রহারিল।
কবচ কাটিয়া তার মর্ম্মেতে ভেদিল।।
মুচ্ছিত হইলা বীর সংগ্রাম ভিতর।
দেখিয়া ধাইল তার নয় সহোদর।।
দুঃশাসন সহ এলো ভাই অষ্ট জন।
ভীমের উপরে করে বাণ বরিষণ।।
দেখিয়া কোপিত হৈল পবননন্দন।
গদা হাতে ধাইলেন পবন গমন।।
রথ সহ অষ্ট জনে করিল নিধন।
দেখি ভয়ে পলাইয়া গেল দুঃশাসন।।
কেবল রহিলা দুর্য্যোধন দুঃশাসন।
সমরে পড়িল আর সর্ব্ব ভ্রাতৃগণ।।
কান্দিতেং তবে রাজা দুর্য্যোধন।
রথে চড়ি পলাইল লইয়া জীবন।।
পুনরপি কর্ণবীর লয়ে ধনুর্ব্বাণ।
ভীমের সম্মুখে গেলা পুরিয়া সন্ধান।।
ক্রমেং ছয় বার কর্ণ পলাইল।
পুনরপি ধনু ধরি যুঝিতে আইল।।
গদা হাতে করিয়া ধাইল বৃকোদর।
লক্ষং সেনা মরে অসংখ্য কুঞ্জর।।
তবে কর্ণ মহাবীর পুরিয়া সন্ধান।
দশ বাণে গদা কাটি করি দুই খান।।
নিরস্ত্র হইল বীর সংগ্রাম ভিতর।
কাটা হস্তী মারিলেন কর্ণের উপর।।
কাটিয়া ফেলেন হস্তী কর্ণ মহাবীর।
বাণেং বিন্ধিলেন ভীমের শরীর।।
কাটা অশ্ব গজ সবে রণে গেল ক্ষয়।
দুই হাতে কাটা স্কন্ধ ফেলিলা নির্ভয়।।
মারিলেন কর্ণ বাণ সংগ্রামে প্রচণ্ড।
যত সব কাটা স্কন্ধ হয় খণ্ড খণ্ড।।
বাণেতে জর্জ্জরীভূত ভীমের শরীর।
সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া তার পড়িল রুধির।।
অশক্ত হইলা বীর সংগ্রাম ভিতরে।
শীঘ্রগতি কর্ণবীর ধরিলা ভীমেরে।।
গুণ সহ ধনু ধরি দিল তার গলে।
হাতেতে ধরিয়া পরে কর্ণ বীর বলে।।

এই বল ধরি তুই করিস সমর।
কি উপায় এখন করিবি বৃকোদর॥
গুরু জন সহ তুই না করিস রণ।
সমান সহিতে যুদ্ধ এই ক্ষত্রগণ॥
এতেক কহিলা কর্ণ রবির নন্দন।
কুন্তীর বচন মনে হইল স্মরণ॥
পরে এই কথা পাছে দুর্য্যোধন শুনে।
শীঘ্রগতি ছাড়ি দিল পবননন্দনে॥
শ্রীকৃষ্ণ কহেন শুন বীর ধনঞ্জয়।
কর্ণ বীর করিলেক ভীমেরে সংশয়॥
আজি বৃকোদর বড় পায় অপমান।
উপহাস করে কর্ণ দেখি বিদ্যমান॥
দেখি ধনঞ্জয় তার বিষণ্ণ বদন।
ভীম গিয়া নিজ রথে চড়িল তখন॥
মহাক্রোধে ধনঞ্জয় পুরিয়া সন্ধান।
হয় রথ পদাতি করেন খানিং॥
হেনমতে একাদশ ক্রোশ গেল রথ।
আর এক ক্রোশ মধ্যে আছে জয়দ্রথ॥
চারিদণ্ড বেলা মাত্র আছয়ে গগনে।
দেখিয়া হইল চিন্তা প্রভু নারায়ণে॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন পার্থ চল শীঘ্রগতি।
চারি দণ্ড দেখ আছে দিনকর স্থিতি॥
যাইতে হইবে আরো এক ক্রোশ পথ।
হেথায় সংগ্রাম করা না হয় সুমত॥
অর্জ্জুন বলিল কৃষ্ণ করি নিবেদন।
সৈন্য মধ্যে নাহি দেখি সিন্ধুর নন্দন॥
ইহার উপায় কৃষ্ণ কহ মম স্থানে।
কি মতে করিব বধ সিন্ধুর নন্দনে॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন চিন্তা কি জন্য তোমার।
আজি হবে জয়দ্রথ অবশ্য সংহার॥
এত বলি শ্রীকৃষ্ণ চালান অশ্বগণ।
সিংহনাদ করি যান ইন্দ্রের নন্দন॥
নিকটে দেখিয়া পরে অর্জ্জুনের রথ।
মহাভয়ে পলাইয়া যায় জয়দ্রথ॥
জয়দ্রথ যায় দেখি কৃষ্ণ মহাশয়।
হইলেন অতিশয় চিন্তিত হৃদয়॥
জয়দ্রথ লুকাইল জানি নারায়ণ।
ভাবেন কেমনে তার পাব দরশন॥
ভাবিয়া ভুবনপতি কহিল পার্থেরে।
বিপত্তি হইল বড় লইয়া তোমারে॥
পলায়িত জনেরে পাইতে বড় দায়।
ভাবিয়া না দেখি কিছু ইহার উপায়॥
না বুঝিয়া করিলা প্রতিজ্ঞা অগ্রে বড়।
তোমা লয়ে পড়িল সংশয় দেখি বড়॥
দিবা আছে দণ্ড দুই অবহেলে যাবে।
ইতি মধ্যে জয়দ্রথে কি প্রকারে পাবে॥
কহিলেন ধনঞ্জয় তবে কৃষ্ণ আগে।
পাণ্ডবের ভার হরি তব অঙ্গে লাগে॥
যে কর সে কর কৃষ্ণ তোমা বিনা নাই।
পাণ্ডবের প্রভু বলি সংসারে বড়াই॥
সেবক পালক তুমি সংসারের সার।
সেবক রক্ষিতে প্রভু তুমি অবতার॥
তুমি বর্ত্তমানে হয় পাণ্ডবের ক্ষতি।
জগতে তোমার নিন্দা হইবে সংপ্রতি॥
পাণ্ডবের রথে কৃষ্ণ সারথি আছিল।
তথাপি পাণ্ডবগণ সমরে মজিল॥
এই নিন্দা অবনিতে হইবে তোমার।
একারণে নিন্দা কিছু না হবে আমার॥
যাহা জান তাহা কর এ ভার তোমার।
অভিমন্যু শোকে মন পুড়িছে আমার॥
তাহাতে নিধন ভাল নিবায় অনল।
রহিয়াছি তব ভাষা শুনিয়া শীতল॥
অর্জ্জুনের আক্ষেপ বিনয় বাক্য শুনি।
পরিতুষ্ট হইয়া কহেন চক্রপাণি॥
কি ভয় আছয়ে তব উপায় করিব॥
জয়দ্রথে আজি দিনে অবশ্য মারিব॥
এত বলি উপায় চিন্তিয়া নারায়ণ।
সুদর্শনে করিলেন সূর্য্য আচ্ছাদন॥
আচম্বিতে দেখে সবে হইল রজনী।
কুরু সেনাগণে হৈল জয় জয় ধ্বনি॥
অর্জ্জুন দেখিলা দিবাকর অস্ত যায়।
মহাত্রাসে পার্থ কহে কি করি বিধায়॥
বলিলেন পার্থ কৃষ্ণ কি করি বিধান।
কি রূপে হইবে আজি মম পরিত্রাণ॥
জয়দ্রথ বধ হেতু প্রতিজ্ঞা হইল।
প্রতিজ্ঞা না হৈল পূর্ণ রজনী আইল॥
প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘনে কৃষ্ণ যত পাপ হয়।
আপনি জানেন তাহা শুন মহাশয়॥
শ্রীকৃষ্ণ বলিল সখে নাহি কিছু ভয়।
প্রতিজ্ঞা পূরণ তব হইবে নিশ্চয়॥
এতেক কহিতে তথা কুরু বীরগণে।
অস্ত্র ধনু ত্যাগ করি আইল সে স্থানে॥
এখনি মরিবে পার্থ হেন করি মনে।
[illegible] দুর্য্যোধন সহাস্য বদনে॥

তবে জয়দ্রথ দেখি সন্ধ্যার সময়।
শীঘ্রগতি আসিয়া অর্জ্জুন প্রতি কয়॥
জয়দ্রথ বলে শুন বীর ধনঞ্জয়।
কি দেখ হইল আসি সন্ধ্যার সময়॥
আপনি প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করহ এখন।
তব বশ যুধিষ্ঠির এ তিন ভুবন॥
অস্ত্র ধনু ত্যাগ করি যাও ধনুর্দ্ধর।
শীঘ্রগতি গিয়া মর অগ্নির ভিতর॥
মিছামায়া মিছা কায়া জলবিম্ব মত।
এ মহীমণ্ডল যাবে পুরিবে পর্ব্বত॥
যদি রিপু জিনি রাজা কর মহাশয়।
চিন্তিয়া দেখিলে তাহা চির কাল নয়।
অধর্ম্ম করিয়া কর্ম্ম যে করে সাধন।
অতি শীঘ্র হয় তার সবংশে পতন॥
ধার্ম্মিক বলিয়া কহে তোমা পঞ্চজনে।
করিলে প্রতিজ্ঞা তাহা লঙ্ঘিবে কেমনে॥
অর্জ্জুন উত্তর দিল শুন জয়দ্রথ।
তুমি যে কহিলা কথা রাখি ধর্ম্মপথ॥
ধর্ম্মেতে বিচার করি ধার্ম্মিকের সনে।
অধর্ম্মে জিনিতে দোষ নাহি দুষ্টজনে॥
অন্যায় সমর করি শিশু কৈলে হত।
কহ দেখি সে কর্ম্ম কেমন ধর্ম্মমত॥
এখনি বধিয়া তোমা আমিও মরিব।
পাইয়া পরম শত্রু ছাড়িয়া না দিব॥
শুনিয়া শুকায় মুখ জয়দ্রথ বীরে।
ভয় নাই আশ্বাসি কহেন পার্থ ধীরে॥
বিশ্বাসঘাতকী তব রাজা সম নহি।
কি করিব নিজ কর্ম্ম লব ধর্ম্ম বহি॥
শরীর ছাড়িব সত্য করিয়াছি পণ।
এত বলি আনিয়া জ্বলিল হুতাশন॥
সাজাইয়া দিল কৃষ্ণ কাষ্ঠ গন্ধসারে।
সৌরভ সহিত গন্ধ উঠিল সত্বরে॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন শুন বীর ধনঞ্জয়।
বীর কর্ম্ম করিয়া বধিলে ক্ষত্রচয়॥
এখন নিরস্ত্র হয়ে মরিবা কেমনে।
অস্ত্র সহ প্রবেশ জলন্ত হুতাশনে॥
কৃষ্ণ বাক্য অভিপ্রায় বুঝিয়া অর্জ্জুন।
লইয়া গাণ্ডীব ধনু দিল তায় গুণ॥
সাতবার প্রদক্ষিণ করি হুতাশন।
কৃষ্ণের প্রসন্ন মুখ চান ঘনে ঘন॥
দুর্য্যোধন রাজার হৃদয়ে বড় সুখ।
মরিল প্রধান রিপু আর নাহি দুঃখ॥

হাস্য মুখে কহিলেন চাহিয়া অর্জ্জুনে।
বিলম্বে বাড়িবে মায়া পুড়িতে অগুণে॥
টান দিয়া ফেল দূরে কর শরচাপ।
চক্ষু মুদি শীঘ্র দেও হুতাশনের ঝাঁপ॥
অর্জ্জুন বলেন আমি ঝাঁপ দিয়া পড়ি।
জয়দ্রথে লয়ে তুমি সুখে যাও বাড়ী॥
জয়দ্রথে দেখি কৃষ্ণ আনন্দিত মন।
সেইক্ষণে ছাড়িলেন সূর্য্য আচ্ছাদন॥
দুইদণ্ড বেলা আছে গগনমণ্ডলে।
দেখিয়া হইল ত্রাস কৌরবের দলে॥
কৌরব জানিল তবে নিতান্ত কপট।
বিষম কৃষ্ণের মায়া বুঝিতে সঙ্কট॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন সখে শুন সাবধানে।
জয়দ্রথ বধিতে বিলম্ব আর কেনে॥
কাট কাট শীঘ্র মুণ্ড ভূমে না পড়িবে।
পশ্চাৎ সে সব কথা জানিতে পারিবে॥
উহার জনক কাম্যবনে তপ করে।
ফেলাইহ মুণ্ড তার হাতের উপরে॥
বাণে বাণে মুণ্ড লয়ে ফেল তার করে।
তবে সে হইবে রক্ষা জানিবে সত্বরে॥
এত শুনি ধনঞ্জয় পুরিয়া সন্ধান।
জয়দ্রথ ললাটে মারিল এক বাণ॥
শীঘ্রগতি মুণ্ড কাটী আর এক বাণে।
বাণ লয়ে গেলা তার জনকের স্থানে।
সন্ধ্যা কৃতে সিন্ধুরাজ দুই হাত তোলে।
হেনকালে মুণ্ড তার হস্তে নিয়া ফেলে॥
মহাত্রাসে ভূমিতে ফেলিয়া দিল মুণ্ড।
সেইক্ষণ তার মুণ্ড হৈল দুই খণ্ড॥
হেনমতে সিন্ধুরাজ হইল নিধন।
জয়দ্রথ সহ গেল যমের সদন॥
অর্জ্জুন বলেন কৃষ্ণ কহিবা বিধান।
কৃপা করি কহ জয়দ্রথ উপাখ্যান॥
ভূমে মুণ্ড ফেলিলে মরিবে সেইক্ষণে।
হেন বর কে দিলেন সিন্ধুর নন্দনে॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন শুন বীর ধনঞ্জয়।
জয়দ্রথ বীর সিন্ধু রাজার তনয়॥
বহুকাল জয়দ্রথ সেবিল শঙ্করে।
অনাহারে তপ করে অরণ্য ভিতরে॥
নানা উপহার দিয়া সেবিলা মহেশ।
তুষ্ট হয়ে বর তারে দিলেন ভূতেশ
বর মাগ জয়দ্রথ যাই মনোনীত।
এত শুনি জয়দ্রথ মনে আনন্দিত॥

জয়দ্রথ বলে যদি মোরে দিবা বর।
তবে নিবেদন করি তোমার গোচর॥
মম শির কাটিয়া যে ফেলিবে ধরণী।
তার মুণ্ড খণ্ড খণ্ড হইবে তখনি॥
শঙ্কর বলেন এই বর লহ তুমি।
সে মরিবে তব মুণ্ড যে ফেলিবে ভূমি॥
হয়ে প্রণাময়া বীর আনন্দিত মন।
আপনার দেশে গেল সিন্ধুর নন্দন।
একারণে ধনঞ্জয় তোমা কহিলাম।
তব রক্ষা হেতু এই রূপ করিলাম॥
ভূমে মুণ্ড ফেলি তার জনক মরিল।
নিশ্চয় জানিবে ইহা যে রূপ হইল॥
এত শুনি ধনঞ্জয় লাগে চমৎকার।
করিলেন কৃষ্ণের চরণে নমস্কার॥
করিলেন স্তুতি পার্থ যোড় করি কর।
এক নিবেদন করি শুন গদাধর॥
তোমা বিনা গতি মম নাহি নারায়ণ।
এমত বিপদে মোরে করিলে তারণ॥
তোমার কারণে হয় প্রতিজ্ঞা পূরণ।
তোমার কারণে আমি দেখি বন্ধু জন॥
তোমার কৃপায় জয় হইল সকল।
তোমার ভরসা মম অন্তরে কেবল॥
শুন কৃষ্ণ তুমি মম প্রিয় বুদ্ধি বল।
তোমার কারণে আমি পাইব সকল॥
তোমার কৃপায় কত দিন রব ক্ষিতি।
তোমার কৃপায় করি ভোগ বসুমতী॥
তোমার দয়ায় আমি করিব সমর।
তোমার কৃপায় তার সঙ্কট সাগর॥
কাণ্ডারী করুণাময় তরাইতে সিন্ধু।
অখিলের নাথ কৃষ্ণ অনাথের বন্ধু॥
দীননাথ দয়ার ঠাকুর দীনজনে।
সদা মন রহে যেন তোমার চরণে॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন সখে তুমি বিচক্ষণ।
চিনিলে আমারে তুমি ইন্দ্রের নন্দন॥
তোমা হৈতে প্রিয় মম না দেখি সংসারে।
কহিলাম বিবরণ সমস্ত তোমারে॥
তোমা পঞ্চজনে মম প্রীত অতিশয়।
অতএব তব কার্য্য করি ধনঞ্জয়॥
কায়মনোবাক্যে যেই চিন্তয়ে আমারে।
অনুক্ষণ তারে রাখি বিপদ সাগরে॥
অনুক্ষণ মম নাম লয় যেই জন।
তাহার না হয় ভয় যমের সদন॥

জল ভেদি পদ্ম যেন উঠে ক্রমেং।
সেই রূপ মুক্ত আমি করি ভক্তগণে॥
তুমি প্রিয়বন্ধু মম ইন্দ্রের নন্দন।
অতএব তব কার্য্য করি প্রাণপণ॥
এত শুনি ধনঞ্জয় পুরে মনস্কাম।
গোবিন্দের পদে বীর করিল প্রণাম॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

যুধিষ্ঠির ও কৃষ্ণার্জ্জুনের পরস্পর নানা কথা।

মুনিবরে জন্মেজয় রাজা জিজ্ঞাসিল।
কহ শুনি বীর সব পর কি করিল॥
বলিল বৈশম্পায়ন শুনহে রাজন।
এই মত জয়দ্রথ হইল নিধন॥
অর্জ্জুন নর প্রতি কৃষ্ণ আনন্দিত মন।
করে ধরি আলিঙ্গন করিল তখন॥
শ্রীকৃষ্ণ কহেন শুন কহি ধনঞ্জয়।
তব হেতু চিন্তান্বিত ধর্ম্ম মহাশয়॥
অতএব শীঘ্রগতি চল যাই তথা।
বলি গিয়া যুধিষ্ঠীরে সমরের কথা॥
এত শুনি ধনঞ্জয় চলিল সত্বর।
সাত্যকি সহিতে আর বীর বৃকোদর॥
পবন গমনে রথ চালায় সারথি।
ব্যূহ হৈতে বহির্গত পার্থ মহামতি॥
নিরখিয়া সব কারে ধর্ম্মের নন্দন।
আলিঙ্গন করিলেন হরষিত মন॥
বলিলেন ধর্ম্ম কৃষ্ণে কহ বিবরণ।
কি প্রকারে জয়দ্রথে করিলে নিধন॥
প্রত্যক্ষে কহিল সব কৃষ্ণ মহাশয়।
শুনি রাজা যুধিষ্ঠীর সানন্দ হৃদয়॥
হেনকালে আইলেন ব্যাস তপোধন।
তাঁরে দেখি প্রণাম করিল সর্ব্বজন॥
আশীর্ব্বাদ করিয়া বসিল মহাশয়।
হেনকালে জিজ্ঞাসা করিল ধনঞ্জয়॥
এক নিবেদন করি শুন মুনিবর।
কহিব বৃত্তান্ত সব আমার গোচর॥
যে কালে গেলাম আমি যুদ্ধ করিবারে।
ব্যূহ মধ্যে প্রবেশিয়া কৌরব ভিতরে॥
হেনকালে আমি যুদ্ধ আরম্ভ করিতে।
আসিলেন মহাবীর শূল করে হাতে॥
পর্ব্বত আকার অতি দীর্ঘ কলেবর।
হাতেতে ত্রিশূল যেন তাল তরুবর॥

সূর্য্যের সদৃশ তেজ প্রকাণ্ড শরীর।
আচম্বিতে রণস্থলে আইলেন বীর ॥
ধাইলেন রথ অগ্রে মহাবায়ুবেগে।
অশ্ব হস্তী রথ বিন্ধি ত্রিশূলের আগে ॥
বিনাশিল সেই বীর কুরু সৈন্যগণে।
সমরে কেবল করি অস্ত্র বরিষণে ॥
ইহার যথার্থ আজ্ঞা কর মুনিবর।
কেবা সেই মহাবীর দীর্ঘ কলেবর ॥
এত শুনি কহিলেন ব্যাস তপোধন।
সমুদ্র সদৃশ বুদ্ধি বড় বিচক্ষণ ॥
বলি বীর ধনঞ্জয় শুন সাবধানে।
ইহার বৃত্তান্ত আমি কহি তব স্থানে ॥
পূর্ব্বে দেখ তোমাকে কহিল পঞ্চানন।
তোমার সহায় আমি হব অনুক্ষণ ॥
অতএব আসি হর করিল সমর।
তোমাকে জানাই শুন পার্থ ধনুর্দ্ধর ॥
রুদ্ররূপে সৃষ্টি তিনি করেন সংহার।
নিশ্চয় জানিবে ইহা পাণ্ডুর কুমার ॥
এত শুনি ধনঞ্জয় মানিল বিস্ময়।
এই কথা সত্য হবে জানিবা নিশ্চয় ॥
এত বলি স্বস্থানে গেলেন তপোধন।
মহাআনন্দিত হন সব যোদ্ধাগণ ॥
নানা বাদ্য বাজে সব সৈন্য সিংহনাদ।
কৌরবের সেনাগণ গণিল প্রমাদ ॥
জয় জয় শব্দ হৈল পাণ্ডবের দলে।
না শুনি শ্রবণে কিছু বাদ্য কে লাহলে ॥
শত শত শঙ্খ বাজে তরঙ্গের বোল।
শত শত ঢাক বাজে শত শত ঢোল ॥
কোটি কোটি কাঁশি সহ বাজে জগঝম্প।
বাদ্যের নিনাদে হয় কুরুকুলে কম্প ॥
মুহুর্মুহু হুহুঙ্কার ছাড়ে বীরগণ।
মেঘের নিস্বন যেন রথের নিস্বন ॥
হয় হস্তী গর্জ্জন করয়ে অনুক্ষণ।
মহাশব্দে গর্জ্জিতে লাগিল সেনাগণ ॥
মহানন্দ ভাবে সব পাণ্ডবের দল।
শুনি দুর্য্যোধন রাজা হইল বিকল ॥
দুর্য্যোধন বলিলেন শুন যোদ্ধাগণ।
রাত্রি দিন যুদ্ধ কর নাহি নিবারণ ॥
উলুকা জ্বালিয়া আজি করহ সমর।
পুনঃ পুনঃ বলিলেন হইয়া কাতর ॥
এত বলি শত শত উলুকা জ্বালিলা।
উলুকা জ্বালিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলা ॥
এতেক দেখিয়া পরে পাণ্ডু সেনাগণ ॥
লক্ষ লক্ষ উলুকা জ্বালিল সেইক্ষণ ॥
দুই দুই উল্কা ধরি রথের উপর।
হেনমতে যোদ্ধাগণ করয়ে সমর ॥
সংশপ্তকে চলিলেন পার্থ নারায়ণ।
মহাঘোর যুদ্ধ হৈল না যায় লিখন ॥
চক্রব্যূহ করি হেথা দ্রোণ মহাবীর।
পাণ্ডবের সেনাগণ হইল অস্থির ॥
নিবারিতে না পারিল বীর বৃকোদর।
রাজাকে ধরিতে যান দ্রোণ ধনুর্দ্ধর ॥
হেনকালে শীঘ্রগতি ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর।
হাতে ধনু আইলেন নির্ভয় শরীর ॥
বাণ বৃষ্টি করিলেন দ্রোণ বীরবর।
নিবারিল ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাধনুর্দ্ধর ॥
তবে ক্রোধে দ্রোণাচার্য্য এড়ি পঞ্চবাণ।
কবচ কাটিয়া তার করি দুইখান ॥
এড়িলেন দ্রোণ বাণ তারা যেন ছুটি।
নির্ভয়ে বাজিল ধৃষ্টদ্যুম্নের ললাটে ॥
রথেতে পড়িল বীর হয়ে অচেতন।
রথ লয়ে সারথি পলায় সেইক্ষণ ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন পলাইল দেখি দ্রোণবীর।
বাণে ভেদ করিলেন রাজার শরীর ॥
রাজার সংশয় দেখি সাত্যকি সত্বর।
শত শত বাণ এড়ি দ্রোণের উপর ॥
সন্ধান পুরিয়া করে বাণ বরিষণ।
সাত্যকি দেখিয়া বীর হন ক্রোধ মন ॥
সাত্যকি উপরে গুরু পুরিয়া সন্ধান।
একেবারে প্রহারিল একশত বাণ ॥
দেখিয়া সাত্যকি বীর পুরিল সন্ধান।
খান খান কাটিলেন আচার্য্যের বাণ ॥
কাটিয়া সকল বাণ শিনির নন্দন।
দ্রোণোপরি এড়িলেন তীক্ষ্ণ অস্ত্রগণ ॥
বাণাঘাতে দ্রোণাচার্য্য হৈল অচেতন।
হস্ত হৈতে খসিয়া পড়িল শরাসন ॥
বাণে খণ্ড খণ্ড হয় দ্রোণের শরীর।
বহিল মুষলধারে সর্ব্বাঙ্গে রুধির ॥
সিংহনাদ করি রণে শিনির নন্দন।
মুহূর্ত্তেকে নিপাতিল বহু সেনাগণ ॥
সাত্যকির যুদ্ধ দেখি ধর্ম্মের কুমার।
ধন্য ধন্য প্রশংসা করিল বহুবার ॥
কতক্ষণে দ্রোণাচার্য্য পাইয়া চেতন।
হাতে ধনু করি বীর মহাক্রোধ মন ॥

ধনুগুণ টঙ্কারিয়া নিয়া দিব্য বাণ।
আকর্ণ পুরিয়া বাণ করিল সন্ধান॥
একেবারে প্রহারিল পঞ্চদশ বাণ।
রথে পড়ি শিনি পুত্র হইল অজ্ঞান॥
মূর্চ্ছিত দেখিয়া রথ ফিরায় সারথি।
পলাইল সাত্যকিরে নিয়া শীঘ্রগতি॥
মহাক্রোধে দ্রোণাচার্য্য অস্ত্রবৃষ্টি করে।
লক্ষ লক্ষ সেনা পড়ে সংগ্রাম ভিতরে॥
দ্রোণের বিক্রম দেখি ধর্ম্মের তনয়।
সৈন্যগণ পড়িল দেখিয়া লাগে ভয়॥
চিন্তাকুল যুধিষ্ঠির কুন্তীর নন্দন।
কি করিব কি হইবে কে করিবে রণ॥
দুঃখিত হইয়া তবে ধর্ম্ম নরপতি।
রণ ছাড়ি সেইস্থলে বসিলেন ক্ষিতি॥
রাজারে চিন্তিত দেখি হিড়িম্বা নন্দন।
সত্বরে আইল বীর দেখিতে ভীষণ॥
যুধিষ্ঠিরে কহিলেন করি যোড় কর।
কিসের কারণে দুঃখ ভাব নরবর॥
মোরে আজ্ঞা কর যদি শুন নরনাথ।
একেশ্বর কৌরবেরে করিব নিপাত॥
এত শুনি আনন্দিত ধর্ম্মের নন্দন।
কহিলেন চুম্ব দিয়া পরে আলিঙ্গন
যুধিষ্ঠির বলিলেন শুন মহাবীর।
তোমার বিক্রমে হন দেবতা অস্থির॥
ব্যূহ ভেদি মার পুত্র কুরু সেনাগণ।
মহাধনুর্দ্ধর বীর ভীমের নন্দন॥
ঘটোৎকচ বলিলেন দেখ নরপতি।
অবশ্য মারিব আমি দ্রোণ সেনাপতি॥
এতবলি মহাবীর গদা নিয়া করে।
শীঘ্রগতি প্রবেশিল ব্যূহের ভিতরে॥
মহাশব্দ করি বীর ব্যূহ প্রবেশিল।
দেখিয়া পাণ্ডবদল সানন্দ হইল॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকি প্রভৃতি বৃকোদর।
সহদেব নকুলাদি পঞ্চাল ঈশ্বর॥
শঙ্খানীক মদিরাক্ষ মৎস্য নরবর।
সহদেব জরাসন্ধ সুত ধনুর্দ্ধর॥
ক্রমে ক্রমে সর্ব্ব জন ব্যূহ প্রবেশিল॥
রথী রথী গজে গজে যুদ্ধ আরম্ভিল॥
জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল কহ মুনি আর।
কিরূপ করিল যুদ্ধ ভীমের কুমার॥
বিস্তারিয়া সব কথা কহ মহাশয়।
কৃপা করি মুনি মোর খণ্ডাও বিস্ময়॥

দ্রোণপর্ব্ব সুধারস ঘটোৎকচ বধে।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে॥

কুরুসৈন্যের সহিত ঘটোৎকচের
মহাযুদ্ধ ও অলম্বুষ বধ।

মুনি বলিলেন শুন অপূর্ব্ব কথন।
মহাপরাক্রম বীর হিড়িম্বা নন্দন॥
তাল তরু সম গদা হাতে মহাবীর।
কুরু সেনামধ্যে ধায় নির্ভয় শরীর॥
গদা লয়ে ঘটোৎকচ বায়ুবেগে ধায়।
রথ গজ পদাতিক চূর্ণ করি যায়॥
সৃষ্টি নাশ করে যেন প্রচণ্ড তপন।
সেইমত ঘটোৎকচ ভীমের নন্দন॥
পর্ব্বত আকার দীর্ঘ করে কলেবর।
অভেদ্য শরীর কৈল বজ্র সম শর॥
হয় দশ যোজন সুদীর্ঘ কলেবর।
মেঘের আকার বর্ণ মহাভয়ঙ্কর॥
মুখেতে যুড়িল পৃথ্বী গগনমণ্ডল।
আনন্দিত ঘটোৎকচ হাসে খলখল॥
মুখ দেখি কুরু সৈন্য হারায় চেতন।
বিনা যুদ্ধে শত শত ত্যজিল জীবন॥
ঘটোৎকচ মুখ দেখি কুরু সেনাগণ।
সত্বরে পলায় সবে লইয়া জীবন॥
শিমুলতুলায় যেন উড়ায় পবন।
হেনমতে পলাইল সব সেনাগণ॥
ঘটোৎকচ অগ্রেতে না রহে কোন বীর।
সিংহনাদ করে বীর নির্ভয় শরীর।
হেনকালে ধায় দুঃশাসনের নন্দন।
দোষণ তাহার নাম রূপেতে মদন॥
রথে চড়ি ধনু ধরি আসে শীঘ্রগতি।
শরজালে আগুলিল ঘটোৎকচ রথী॥
আনন্দিত ঘটোৎকচ ভীমের নন্দন।
গদা লয়ে ধায় যেন কাল হুতাশন॥
ক্ষুধার্ত্ত গরুড় যেন ভুজঙ্গকে পায়।
মহাক্রোধে ঘটোৎকচ সেইরূপ ধায়॥
গদার প্রহার করে তাহার উপর॥
রথ অশ্ব সারথিরে দিল যম ঘর॥
লাফ দিয়া যায় দুঃশাসনের নন্দন।
দেখি ধায় ঘটোৎকচ মহাক্রুদ্ধমন॥
অষ্টশিরা মহাগদা নিয়া বীর হাতে।
হানিতেই মারে দোষণের মাথে॥
বজ্রাঘাতে যেন গিরিশৃঙ্গ চূর্ণ হয়।
সেইমত পড়ে দুঃশাসনের তনয়॥

দোষন পড়িল দেখি কান্দে দুঃশাসন ।
হাহাকার করি কান্দে যত যোদ্ধাগণ॥
পুত্রশোকে দুঃশাশন মহাক্রুদ্ধ হয়ে।
হাতে ধনু করি যায় দিব্য অস্ত্র লয়ে॥
সন্ধান পুরিয়া যোড়ে চোখহ শর।
দেখি ঘটোৎকচ বীর হরিষ অন্তর॥
দুঃশাসনে ডাকি কহে ঘটোৎকচ বীর।
আজি যুদ্ধ কর দেখি হইয়া সুস্থির॥
কৌতুক দেখিবে আজি যত যোদ্ধাগণ।
অবশ্য পাঠাব তোমা যমের সদন॥
এত বলি দিব্য অস্ত্র নিল ঘটোৎকচ।
দশ বাণে কাটিলেন তাহার কবচ॥
আর দশ বাণ এড়ে পুরিয়া সন্ধান।
দুঃশাসন অঙ্গ ভেদি ফুটে বহু বাণ॥
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে দুঃশাসন বীর।
রণ ত্যজি পলাইল হইয়া অস্থির॥
দুঃশাসন ভঙ্গ দেখি হাসে মহাবীর।
সিংহনাদ করিলেন নির্ভয় শরীর॥
নানা মায়া করি পরে ভীমের নন্দন।
রাক্ষসী মায়ায় বীর বড় বিচক্ষণ॥
কোন স্থানে অগ্নিরূপে দহে সেনাগণ।
দাবানলে দাহ যেন করে মহাবন॥
সিংহ রূপ ধরি কোথা সিংহ করে নাশ।
দেখিয়া কৌরবদল মনে পায় ত্রাস॥
ঘটোৎকচ যুদ্ধ দেখি ধর্ম্মের নন্দন।
ধন্যহ বলিয়া করিল প্রশংসন॥
কৌরবের দলে হৈল রোদন অপার।
একা ঘটোৎকচ বীর করে মহামার॥
সৈন্যগণ পড়ে দেখি দুঃখি দুর্য্যোধন।
হেনকালে আইলেন রবির নন্দন॥
ক্রোধে ধনু ধরি বীর গিয়া সেইক্ষণ।
ঘটোৎকচ সহ পরে করিলেন রণ॥
দেখি ঘটোৎকচ বীর ধাইল সত্বর।
গদা তুলি মারে বীর কর্ণের উপর॥
অশ্ব সহ সারথিরে করিলেন চুর।
লাফ দিয়া পলাইল কর্ণ মহাশূর॥
কর্ণ পলায়ন দেখি ভীমের নন্দন।
মহাকোপে বহু সৈন্য করিল নিধন॥
শত শত হস্তী মারে গদার প্রহারে।
লক্ষ লক্ষ পদাতিক নিমিষে সংহারে॥
শত শত রথ পড়ে হয়ে খানহ।
দেখিয়া কৌরব দল হয় কম্পমান॥

হাহাকার শব্দ করে যত যোদ্ধাগণ।
দেখি দুর্য্যোধন রাজা শোকাকুল মন॥
ঘটোৎকচ যুদ্ধ দেখি দ্রোণের নন্দন।
সিংহনাদ করি গেল করিবারে রণ॥
সন্ধান পুরিয়া বীর এড়িলেন বাণ।
দেখি ঘটোৎকচ বীর ক্রোধে কম্পমান॥
এক লাফে নিজ রথে চড়ে বীরবর।
গদা এড়ি ধনু শর লইল সত্বর॥
হাতে তুলি নিল বীর সুদুর্দ্ধর্ষ্য ধনু।
সন্ধান পুরিয়া বিন্ধে দ্রোণপুত্র তনু॥
যত অস্ত্র অশ্বত্থামা পুরিলা সন্ধান।
নিমিষেকে নিবারিল কটোৎকচ বাণ॥
বাণ ব্যর্থ দেখি বীর সন্ধান পুরিল।
তীক্ষ্ণ ভল্ল দশ বাণ অঙ্গেতে মারিল॥
মোহ গেল ঘটোৎকচ রথের উপর।
সিংহনাদ করিলেন দ্রোণ পুত্রবর॥
কতক্ষণে ঘটোৎকচ পাইল চেতন।
ক্রোধ মূর্ত্তি দেখি যেন কাল হুতাশন॥
ধনু এড়ি গদা লয়ে ধাইল সত্বর।
দোহাতিয়া বাড়ি মারে রথের উপর॥
গদার প্রহারে রথ খণ্ড খণ্ড করে।
লাফ দিয়া অশ্বত্থামা পলান সত্বরে॥
ভয়ে কম্পমান তাহে দ্রোণের নন্দন।
দ্রুতগতি পলাইল লইয়া জীবন॥
তবে কটোৎকচ বীর ভ্রময়ে অন্তরে॥
হাতে গদা করি বীর কোপিত সমরে॥
লেখা জোখা নাহি কত পড়ে করিবর॥
পলাইয়া যায় সব ত্যজিয়া সমর॥
বায়ুবেগে ধায় যত অশ্বারোহী গণ।
পলায় পদাতি সব পরিহরি রণ॥
হেনমতে ঘটোৎকচ করে মহামার।
কৌরবের দলে উঠে শোক হাহাকার॥
হেনকালে অলম্বুষ নামেতে রাক্ষস।
মহা পরাক্রম বীর অসীম সাহস।
রাক্ষসীর সেনা লয়ে ধাইল সত্বর।
পর্ব্বত আকার বীর মহা ভয়ঙ্কর॥
রাক্ষস দেখিয়া ধায় ঘটোৎকচ বীর।
মহাগদা হাতে করি নির্ভয় শরীর॥
গদার প্রহার করে রাক্ষস উপর।
অনেক রাক্ষস মারে সংগ্রাম ভিতর॥
অশ্ব হস্তী পদাতিক সম্মুখে যা পায়।
গদার প্রহারে বীর চূর্ণ করি যায়॥

কোটি সৈন্য পড়ে না যায় লিখন।
দেখিয়া পলায় তাহে যত যোদ্ধাগণ॥
তবে ক্রোধে অলম্বুষ রাক্ষস ঈশ্বর।
গদা লয়ে ধায় বীর সংগ্রাম ভিতর॥
পরে ক্রোধে ঘটোৎকচ ভীম পুত্র বীর।
প্রহারিল মহাগদা অলম্বুষ শির॥
গদার প্রহারে বীর হইল জর্জ্জর।
ত্রাস পায়ে উঠে গিয়া আকাশ উপর॥
অন্তরীক্ষে থাকি বীর করে ঘোরি রণ।
দেখিয়া কোপিত বীর হিড়িম্বা নন্দন॥
অন্তরীক্ষে ঘটোৎকচ উঠিল সত্বর।
মহাযুদ্ধ করে দোঁহে শূন্যের উপর॥
মহাত্রাসে অলম্বুষ মেঘে লুকাইল।
দেখি ঘটোৎকচ বীর কোপিতা হইল।
মায়া করি লুকাইল হিড়িম্বানন্দন।
দেখি ভয়ে রাক্ষস পলায় সেইক্ষণ।
তথা হৈতে অলম্বুষ নামে রণস্থলে।
দোখয়া ধাইল ঘটোৎকচ মহাবলে॥
পুনরপি দুই জনে হইল সংগ্রাম।
নানা মায়া করে বীর অতি অনুপম॥
দিব্য রথে অলম্বুষ করি আরোহণ।
ভীমের নন্দনে করে বাণ বরিষণ॥
তবে ঘটোৎকচ বীর গদা লয়ে ধায়।
রথ অশ্ব চূর্ণ বীর করে এক ঘায়॥
লাফ দিয়া পলাইল রাক্ষস ঈশ্বর।
পুনরপি গদা লয়ে ধাইল সত্বর॥
গদা যুদ্ধ করে দোহে অবনী উপর।
গদার প্রহারে দোহে হইল জর্জ্জর॥
পুনরপি রাক্ষস হইল লুকি কায়।
কোথায় আছয়ে কেহ দেখিতে না পায়॥
কতক্ষণে রাক্ষস আইল আরবার।
সৈন্যের উপরে করে গদার প্রহার॥
দেখিয়া ধাইল বীর হিড়িম্বা নন্দন।
পুনরপি দুইজনে করে মহারণ॥
দিব্য রথে চড়ি দোহে করয়ে সমর।
বাণেতে দোহার অঙ্গ হইল জর্জ্জর॥
তবে কোপে বাণ এড়ে ঘটোৎকচ বীর।
বাণে বিন্ধে অলম্বুষে করিল অস্থির॥
সহিতে না পারি ভঙ্গ দিল দ্রুতগতি।
পুনরপি লুকাইল নিশাচর পতি॥
মায়া করি পর্ব্বত হইল নিশাচর।
শত শৃঙ্গ ধরে গিরি মহাভয়ঙ্কর॥
তার এক শৃঙ্গে রহে রাক্ষসের পতি।
রণস্থলে পর্ব্বত আইল দ্রুতগতি॥
মহাশব্দ করি পরে পড়য়ে উপর।
রথধ্বজে চূর্ণ করে সংগ্রাম ভিতর॥
দেখি ঘটোৎকচ বীর ধাইল সত্বর।
এক লাফে চড়ে গিয়া স্যন্দন উপর॥
পর্ব্বতের শৃঙ্গ দেখি বসিয়া রাক্ষস।
গদা হাতে করি ধায় অসীম সাহস॥
এক গদা ঘায়ে সব মায়া কৈল চূর।
অলম্বুষ পলাইয়া গেল অতি দূর॥
পুনরপি রাক্ষস আইল আচম্বিত।
দেখি ধায় ঘটোৎকচ নহে কিছু ভীত॥
একলাফে চড়ে তার রথের উপর।
অলম্বুষ রাক্ষসেরে ধরিল সত্বর॥
চুলে ধরে রাক্ষসেরে ভূমিতে পাড়িল॥
মুকটির ঘায়ে তার মস্তক ভাঙ্গিল॥
অলম্বুষ পড়িলেন তরাস কুরুবলে।
মহামার ঘটোৎকচ করে রণস্থলে॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

কর্ণ কর্ত্তৃক ঘটোৎকচ বধ।

পিতার বিনাশ দেখি মহাকায় বীর।
সিংহনাদ করিলেন নির্ভয় শরীর॥
হস্তীর উপরে বীর আরোহণ করি।
নানা মায়া করে বীর হাতে ধনু ধরি॥
দেখিয়া ধাইল ঘটোৎকচ মহাবলে।
গদার প্রহার করে করী কুম্ভস্থলে॥
পৃথিবীতে দন্ত দিয়া পড়িল বারণ।
লাফ দিয়া পলাইল রাক্ষস দুর্জ্জন॥
পুনরপি মহাকায় চড়ি দিব্যরথে।
আইল সংগ্রাম স্থলে ধনুঃশরহাতে॥
সন্ধান পুরিয়া বিন্ধে ঘটোৎকচ বীরে।
সর্ব্ব অঙ্গ রক্তবর্ণ হইল রুধিরে॥
তবে ঘটোৎকচ বীর ক্রোধে ভয়ঙ্কর।
গদা ফেলে মারিলেক রথের উপর॥
গদার প্রহারে রথ চূর্ণ হয়ে গেল।
লাফ দিয়া মহাকায় ভূমিতে পড়িল॥
ধনু অস্ত্র এড়ি তবে গদা নিল করে।
গদাযুদ্ধ করে দোহে সংগ্রাম ভিতরে॥
মহাকোপে ডাক ছাড়ে করে মারব।
দোঁহে দোঁহাকারে করে গদার প্রহার।

মণ্ডলী করিয়া দোহে ফিরে চারিভিতে।
কোপে হুহুঙ্কার ছাড়ে অতি বিপরীতে।
তবে ঘটোৎকচ বীর করে মহামারী।
সব্য হস্তে মহাকায় গদায় প্রহারি॥
দারুণ প্রহারে হস্ত খণ্ডং হয়।
মর্ম্ম ব্যথা পায়ে বীর ভূমিতে পড়য়॥
লাফ দিয়া পড়ে ঘটোৎকচ মহাবল।
এক কিলে ভাঙ্গিল তাহার বক্ষস্থল॥
মহাকায় রাক্ষস পড়িল ভূমিতলে।
দেখিয়া হইল ভয় কৌরবের দলে॥
মহাকায় পড়িলেক দেখি বিদ্যমান।
ভয়ে কোন বীর আর নহে আগুয়ান॥
গদা হাতে করি ধায় ঘটোৎকচ বীর।
গদার প্রহারে সৈন্য হইল অস্থির॥
মহাকোপে ঘটোৎকচ বায়ুবেগে ধায়।
রথ অশ্ব সৈন্যগণে চূর্ণ করি যায়॥
লক্ষ লক্ষ পদাতিক হইল সংহার।
দেখি দুর্য্যোধন রাজা করে হাহাকার॥
আজি ঘটোৎকচ বীর করিল সংহার।
মম সৈন্যে বীর নাহি সমান ইহার॥
অভিমন্যু ঘটোৎকচ সম দুই জনা।
অন্য বীর নাহি কেহ দোহার তুলনা॥
ভীমের সমান বীর মহাপরাক্রম।
গদা হাতে করি যায় যেন ধায় যম॥
হেনকালে পাণ্ড্য রাজা রথেতে আইল।
দুর্য্যোধন প্রতি তবে ডাকিয়া বলিল॥
কি কারণে মহারাজ চিন্তা কর তুমি।
দেখ ঘটোৎকচ বীরে বিনাশিব আমি॥
এত বলি ধনু ধরি যান নৃপবর।
দেখি দুর্য্যোধন বীর হরিষ অন্তর।
ঘটোৎকচ বীরে দেখি ছাড়ি সিংহনাদ।
আজি তব ঘুচাইব সংগ্রামের সাধ॥
স্থির হয়ে ঘটোৎকচ কর দেখি রণ।
এক বাণে পাঠাইব যমের সদন॥
এত শুনি ঘটোৎকচ মহাক্রুদ্ধ হৈল।
হাতে গদা করি বীর সত্বরে ধাইল॥
সন্ধান পুরিয়া পাণ্ড্য এড়িলেক বাণ।
গদায় ঠেকিয়া বাণ হৈল খানং॥
ছাড়িলেক পাণ্ড্য রাজা আর পঞ্চবাণ।
পঞ্চবাণে গদা কাটি করে দুই খান॥
গদা কাটা গেল বীর অস্ত্র নাহি আর।
চড় চাপড়েতে বীর করে মহামার॥

মহাকোপে ঘটোৎকচ ভীমের নন্দন।
রথ খান সাপটিয়া ধরে সেইক্ষণ॥
নিক্ষেপ করিল বীর দ্বাদশ যোজন।
হেনমতে পাণ্ড্যরাজা ত্যজিল জীবন॥
এতেক দেখিয়া সবে লাগে চমৎকার।
কৌরবের সেনাগণ গণিল অসার॥
দুর্য্যোধন বলিলেন শুন যোদ্ধাগণ।
সবে মিলি ঘটোৎকচে করহ নিধন॥
সর্ব্বনাশ কৈল মম ভীমের নন্দন।
কিমতে হইবে জয় আজিকার রণ॥
ইহার বিধান সবে কহিবা আমারে।
ঘটোৎকচে বধ করি বল কি প্রকারে॥
দুর্য্যোধন কাতর দেখিয়া যোদ্ধাগণ।
রথে চড়ি ধাইলেন করিবারে রণ॥
প্রাণ উপেক্ষিয়া সবে করয়ে সমর।
নানা অস্ত্র ফেলে ঘটোৎকচের উপর॥
ভূষণ্ডী তোমর শেল শক্তি জঠাজাঠি।
ত্রিশূল পট্টিশ নানা অস্ত্র কোটিং॥
মুষলের ধারে যেন বৃষ্টি হয় নীর।
হেনমতে অস্ত্র ফেলে সব মহাবীর॥
দেখিয়া কোপিল বীর হিড়িম্বানন্দন।
কোপেতে লোহিত নেত্র সাক্ষাৎ শমন॥
শীঘ্রগতি ধনু ধরি করিল সন্ধান॥
খণ্ডং করি কাটে সবাকার বাণ॥
কাটিয়া সকল অস্ত্র ভীমের তনয়।
দশ দশ বাণে বিন্ধে সবার হৃদয়॥
বাণাঘাতে যোদ্ধাগণ হৈল অচেতন।
ভঙ্গ দিয়া পলাইয়া যায় সর্ব্বজন॥
তবে ক্রোধে ঘটোৎকচ হইল শমন।
নিমিষেকে মারিলেক লক্ষ সেনাগণ॥
দেখিয়া ব্যাকুল বড় তাহে দুর্য্যোধন।
রোদন করিয়া যায় যত যোদ্ধাগণ॥
রথ ত্যজি ভূমে উলি হয় ছাড়ি ধায়।
আতঙ্কেতে ভঙ্গ দিয়া পলাইয়া যায়॥
বিষম সমরে সেনা করিল নিধন।
শূন্যে বসি দেখিলেন সর্ব্ব দেবগণ॥
শোকাকুল দুর্য্যোধন হইলা মূর্চ্ছিত।
হইলেন জ্ঞানহীন ভূতলে পতিত॥
কি করিব কি হইবে ইহার উপায়।
ভাবিতেং বার্ত্তা হৃদয় শুকায়॥
চিন্তাজ্বর উপজিল থর থর কাঁপি।
অশ্রুপাত ছুটিল গায় হয়ে অনুতাপি॥

হেনকালে অশ্বত্থামা দ্রোণের নন্দন
কর্ণেরে কহিল শুন আমার বচন ॥
একঘাতি অস্ত্র আছে তব বিদ্যমান।
বজ্র হেন শক্তি ধরে অব্যর্থ সে বাণ ॥
সেই অস্ত্র এড়ি মার ভীমের নন্দন।
অবশ্য সংহার হবে না যায় খণ্ডন ॥
ইহা বিনা আর কিছু না দেখি উপায়।
সেই বাণে তবে ক্ষয় কহিনু তোমায় ॥
বলিলেন কর্ণ আমি বধিব অর্জ্জুনে।
রাখিয়াছি একারণ তাহাকে যতনে।
বিতরণ কবচ করিয়া পাই বাণ।
যাহাতে অর্জ্জুন বীর না ধরিবে টান ॥
এই অস্ত্রাঘাতে যদি ঘটোৎকচে মারি।
মম মৃত্যু নিশ্চয় লিখিল দণ্ডধারী ॥
অর্জ্জুনের হাতে মম অবশ্য মরণ।
করিল বিধাতা এই তাহা সংঘটন ॥
বধিতাম অর্জ্জুনে অবশ্য এই বাণে।
যত্ন করি রাখিয়াছি গোপনীয় স্থানে ॥
অশ্বত্থামা বলিলেন হবে সে বিধান।
ঘটোৎকচে আজি অগ্রে কর সমাধান।
ইহার হাতেতে রক্ষা যদি পাও রণে।
তবে অর্জ্জুনেরে তুমি বধিও জীবনে ॥
এত শুনি দুর্য্যোধন আনন্দিত মন।
ভাল যুক্তি করিয়াছ হে গুরুনন্দন ॥
দুর্য্যোধন বলিলেন কর্ণ ধনুর্দ্ধর।
এই অস্ত্র এড়িয়া রাক্ষস বধ কর ॥
হেন অস্ত্র আছে যদি তোমার সদনে।
তবে চিন্তা কর তুমি কিসের কারণে ॥
অর্জ্জুনে বধিবা বলি রাখিয়াছ বাণ।
যে হয় পশ্চাতে তারে করিব বিধান ॥
আজি রক্ষা কর আগে রাক্ষসের হাতে।
কি কারণে দেখ সেনা সংহারে সাক্ষাতে ॥
শীঘ্র কর নিদারুণ রাক্ষস সংহার।
কোটি২ সৈন্য দেখ মারিল আমার ॥
এত শুনি কর্ণ বীর চলিল সত্বর।
হাতে ধনু করি উঠে রথের উপর ॥
মহাদর্প করি বীর রবির নন্দন।
দেখি দুর্য্যোধন হয় আনন্দিত মন ॥
তবে কর্ণ মহাবীর বাণ সন্ধাইয়া।
ঘটোৎকচ সন্নিকটে উত্তরিল গিয়া ॥
কোপে ঘটোৎকচবীর গদা লয়ে করে।
হুহুঙ্কার করি ধায় সংগ্রাম ভিতরে ॥
গদার প্রহারে মারে বহু বড় রথী।
মলবন জলে যেন মদমত্ত হাতী ॥
রহু যেন রাক্ষস রোষিয়া হুতাশন।
করয়ে পাদ চালন যুড়িয়া যোজন ॥
পসারিল মুখ খান যেন সরোবর।
রবি যেন চক্ষু রাজা দেখি লাগে ডর ॥
চরণের দপদপে অসুমতী কাঁপে।
সাগর লঙ্ঘিতে যার শক্তি এক লাফে ॥
বাণ নাহি বিন্ধে গায় উথড়িয়া পড়ে।
সংগ্রামেতে ঘন ঘন সিংহনাদ ছাড়ে ॥
বিপরীত বীরের বিষম বক্র গতি।
দেখি মহাকোপে ধান অঙ্গদেশপতি ॥
লইয়া একাঘ্নী অস্ত্র রবির তনয়।
মারিলেন সুসন্ধানে রাক্ষস হৃদয় ॥
অনল সমান চলে একঘাতী অস্ত্র।
দেখি ঘটোৎকচ ভয়ে হইল নিরস্ত্র ॥
পর্ব্বত হইয়া অস্ত্র আইসে লইতে।
পড়িছে অনল কণা সে অস্ত্র হইতে ॥
বাণ দেখি রাক্ষসের উড়িল পরাণ।
নিতান্ত ইহার ঠাঁই না হবে এড়ান ॥
নানা অস্ত্র এড়ে বীর বাণ কাটিবারে।
মুষল মুদ্গর মারে অস্ত্রের উপরে ॥
সর্ব্ব অস্ত্র ব্যর্থ করি ধায় বাণপতি।
বক্ষস্থল বিন্ধিলেক ঘটোৎকচ রথী ॥
বাণাঘাতে ব্যথিত হইয়া বীরবর।
ডাকিয়া বলিল শুন পিতা বৃকোদর ॥
হেন বুঝি অন্তকাল হইল আমার।
মৃত্যুকালে কি করিব তব উপকার ॥
এত শুনি বৃকোদর শোকেতে আকুল।
ডাকিয়া বলিল চাপি পড় কুরুকুল ॥
বীরকর্ম্ম করিয়াছ অতুল সংসারে।
সম্মুখ সংগ্রামে পড়ি যাও স্বর্গপুরে ॥
এত শুনি ঘটোৎকচ হৈল ভয়ঙ্কর।
দ্বাদশ যোজন দীর্ঘ করে কলেবর ॥
কুরুকুল চাপিয়া পড়িল মহাশূর।
লক্ষ লক্ষ রথ অশ্ব করিলেক চুর ॥
শত শত হস্তী পড়ে দীর্ঘ দন্ত।
পদাতিক যত পড়ে নাহি তার অন্ত ॥
কুরুবল ক্ষয় করে ভীমের নন্দন।
দেখি শোকাকুল তাহে যত বন্ধুজন ॥
দুই দলে হইল ক্রন্দন কোলাহল।
প্রল[illegible]য় যেন সমুদ্র কল্লোল ॥

দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি ঘোর অন্ধকার।
সেইকালে ঘটোৎকচ হইল সংহার॥
রোদন করয়ে যত পাণ্ডবের সেনা।
কুরুকুলে জয়২ বাজিছে বাজনা॥
দ্রোণপর্ব্ব সুধারস ঘটোৎকচ বধে।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে॥

কর্ণের নিকটে কপটে ইন্দ্রের কবচ গ্রহণোপাখ্যান।

মুনি বলিলেন শুন রাজার নন্দন।
হেনমতে ঘটোৎকচ হইল নিধন॥
পুত্র হত দেখি ভীম করয়ে রোদন।
হাতে গদা করি যান মহারুষ্ট মন॥
সৃষ্টিনাশ হেতু যেন দীপ্তমান চন্দ্র।
সেই মত করিলেন সৈন্য লণ্ডভণ্ড॥
শত শত হস্তী পড়ে গদার প্রহারে।
নিমিষেকে পদাতিক দিল যমঘরে॥
ভীমকে দেখিয়া কাল শমন সমান।
ভয়েতে পলায় সবে লইয়া পরাণ॥
সমস্ত রজনী যুদ্ধ করে সেনাগণ।
গদাঘাতে খণ্ড২ হৈল সর্ব্বজন॥
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় সব কম্প কলেবর।
রথীগণ সেনাগণ নিদ্রায় কাতর॥
দুর্য্যোধন ভয়ে কেহ না পারে যাইতে।
হাতে অস্ত্র রথিগণ পড়িলেন রথে॥
এতেক দেখিয়া পরে বীর ধনঞ্জয়।
সৈন্যের দুর্গতি দেখি ব্যথিত হৃদয়॥
ডাকিয়া বলেন পার্থ শুন সর্ব্বজন।
আজিকার মত যুদ্ধ কর নিবারণ॥
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় সবে হইল পীড়িত।
এত শুনি সর্ব্বজন হন আনন্দিত॥
ধন্য২ বলিলেন পার্থে সর্ব্বজন।
মহাধর্ম্মশীল তুমি ইন্দ্রের নন্দন॥
দয়াশীল ধর্ম্মশীল তুমি মহাশয়।
অচিরে হইবে পার্থ তোমার বিজয়॥
এত বলি আনন্দিত সব সেনাগণ।
নিদ্রাযুক্ত হইয়া পড়িল সেইক্ষণ॥
রণস্থলে পড়িলেন হইয়া কাতর।
রথীগণ পড়ি গেল রথের উপর॥
গজেতে মাহুত পড়ে অশ্বে অশ্বারোহী।
ঘুমে সৈন্য সবাকার পড়িলেন মহী॥
নিদ্রাযুক্ত হয়ে সবে পড়ে রণস্থলে।
হইল অপূর্ব্ব শোভা ধরণীমণ্ডলে॥
রাজগণ রথে২ পড়িল অমনি।
রতন মুকুট পড়ে খসিয়া ধরণী॥
কন্দর্প সমান রূপ কোমল শরীর॥
রূপবন্ত বলবন্ত সবে মহাবীর।
বিনা খাট পালঙ্ক সুনিদ্রা নাহি যায়।
রাজচক্রবর্ত্তী সবে রাজার তনয়॥
সুবর্ণ প্রদীপ জ্বলে রত্ন গৃহ মাঝে।
কুসুম শয্যায় নিদ্রা যান মহারাজে॥
মনোহর নারীগণ করয়ে সেবন।
এমত করিলে নিদ্রা যান কদাচন॥
হেন সব রাজপুত্র নবীন যৌবন।
রণস্থলে নিদ্রা যান হয়ে অচেতন॥
সৈন্যের শোণিতে সব হইল কর্দ্দম।
হেনমতে রণস্থলে দেখি হয় ভ্রম॥
শিবাগণ চতুর্দ্দিকে বিপরীত ডাকে।
প্রেত ভূত পিশাচ আইসে ঝাকে২॥
দুর্গন্ধ কারণে লোক পথ নাহি চলে।
দেবগণ ভয় পান সেই রণস্থলে॥
নিদ্রা যান রাজগণ হয়ে অচেতন।
শবের উপরে সবে করিল শয়ন।
এতেক দেখিয়া পার্থ কুন্তীর নন্দন॥
দুর্য্যোধন নিন্দা করি বলিল বচন।
ধিক২ দুর্য্যোধন তোমার জীবনে॥
করিলে এত দুর্গতি তুমি জ্ঞাতিগণে॥
এতেক বলিয়া পরে ধর্ম্ম পরায়ণ।
শিবিরেতে চলিলেন সহ নারায়ণ॥
ঘটোৎকচ শোকে কান্দে বীর বৃকোদর।
বিলাপ করেন পার্থ অতি দুঃখতর॥
অভিমন্যু শোকে মম বিকল শরীর।
মহাশোক দিয়া গেল ঘটোৎকচ বীর॥
বলিল কৃষ্ণেরে চাহি বীর ধনঞ্জয়।
কি করিব আজ্ঞা মোরে কর মহাশয়॥
দুই পুত্র শোকে মম পুড়িছে শরীর।
কি কর্ম্ম করিব আজ্ঞা কর যদুবীর॥
এত শুনি কহিলেন দেব ভগবান।
বড় কর্ম্ম করিয়াছে ভীমের সন্তান॥
তাহার কারণে মৃত্যু নহিল তোমার।
শুন কহি ধনঞ্জয় পূর্ব্ব সমাচার॥
শ্রীকৃষ্ণ বলিল শুন অর্জ্জুন বৃত্তান্ত।
তব হেতু আসিয়া ছিলেন শচীকান্ত॥
অক্ষয় কবচ ধরে কর্ণ মহাবীর।
শ্রবণে কুণ্ডল যুগ্ম সমান মিহির॥

কর্ণের সমান দাতা নাহি ত্রিভুবনে।
যে যাহা মাগয়ে তাহা দেয় সেইক্ষণে॥
আসিলেন তব হিতে সহস্রলোচন।
উত্তরিল ইন্দ্র যথা রবির নন্দন।
দ্বিজরূপে যান ইন্দ্র কর্ণের নিকটে।
দ্বিজ দেখি প্রণমিল কর্ণ করপুটে॥
প্রণাম করিয়া পরে রবির তনয়।
জিজ্ঞাসিল কোথা বাস কহ মহাশয়॥
কিসের কারণে হেথা গমন তোমার।
বিবরিয়া কহ মোরে সব সমাচার॥
আশীর্ব্বাদ করিলেন সহস্রলোচন।
এক দান চাহি আমি সূর্য্যের নন্দন॥
বলিলেন কর্ণ তাহা কহ দ্বিজবর।
কোন দ্রব্যে অভিলাষ প্রকাশ সত্বর॥
বলিলেন সত্য আগে কর ধর্ম্ম দ্বার।
তবে সে মাগিব আমি তোমার গোচর॥
এতেক শুনিয়া কর্ণ ভাবিলেন মনে।
নাহি জানি দ্বিজরূপে ইনি কোন জনে॥
যে হন সে হন মম সত্য অঙ্গীকার।
যেই যাহা মাগে তাহা প্রতিজ্ঞা আমার॥
এত ভাবি কহিলেন শুন দ্বিজবর।
দিব আমি সেই বস্তু তোমার সত্বর॥
জানিবা আমার এই সত্য অঙ্গীকার।
প্রাণ চাহ দিতে পারি না করি বিচার॥
এত শুনি কহিলেন কর্ণের গোচর।
কবচ কুণ্ডল দান চাহি বীরবর॥
বিস্মিত হইয়া কর্ণ ভাবিলেন মনে।
হেনকালে সূর্য্য বাক্য হইল স্মরণে॥
যোড় হস্তে কহিলেন করি নিবেদন।
জানিলাম আসিয়াছ সহস্রলোচন॥
অর্জ্জুনের হেতু তুমি আসিয়াছ হেথা।
কুণ্ডল কবচ দিব কত বড় কথা॥
প্রাণ যদি চাহ তবু না করিব আন।
এত বলি কর্ণবীর করিল প্রণাম॥
বলিলেন পরে কর্ণ শুন মহাশয়।
অর্জ্জুনের জন্য তুমি কেন কর ভয়॥
অর্জ্জুনের সখা কৃষ্ণ কমললোচন।
তাহাকে মারিবে হেন আছে কোন জন॥
আমাকে মারিবে পার্থ না যায় খণ্ডন।
কুরুক্ষেত্রে যখন হইবে মহারণ॥
এত বলি কর্ণবীর হাতে অস্ত্র নিয়া।
ভুজ কাটি কবচ দিলেন ফেলাইয়া॥

কর্ণের সাহস দেখি দেব পুরন্দর।
তুষ্ট হয়ে বলিলেন মাগ তুমি বর॥
বলিলেন তবে কর্ণ দিবে দিব্য বাণ॥
এক ঘাতি অস্ত্র দেব মোরে কর দান।
কর্ণেরে একাঘ্নী অস্ত্র দিয়া পুরন্দর॥
কবচ কুণ্ডল নিয়া গেল নিজঘর।
বজ্র সম সে বাণ কে করে নিবারণ॥
যাহারে প্রহারে তার অবশ্য মরণ॥
তোমাকে মারিতে কর্ণ রাখিল যতনে।
বহু দিন গুপ্ত ছিল কেহ নাহি জানে॥
ঘটোৎকচ হস্তে দেখি সকল সংহার।
অতএব কর্ণ তারে করিল প্রহার॥
ঘটোৎকচ হেতু মৃত্যু কাটিল তোমার।
নিশ্চয় জানিবা এই কুন্তীর কুমার॥
অতএব শোক না করিবা ধনঞ্জয়।
আপনার বীর্য্য হানি কর শত্রুক্ষয়॥
কৃষ্ণের বচনে সবে হরষিত মন।
শিবিরেতে গিয়া সবে করিল শয়ন॥
মহাভারতে কথা অপূর্ব্ব কাহিনী।
সংসার সাগর ঘোর তারণ তরণী॥
অবহেলে যেই জন শুনে মন দিয়া।
অন্তকালে স্বর্গে যায় চতুর্ভুজ হৈয়া॥
কাশীরাম দাসের প্রণাম সাধু জনে।
দৃঢ়ভাবে ভজ ভাই গোবিন্দ চরণে॥

দ্রুপদ রাজার মৃত্যু।

মুনিবর বলিলেন শুনহ রাজন।
প্রভাতে আইল সবে হয়ে এক মন॥
সংসপ্তকে চলি যান কৃষ্ণ ধনঞ্জয়।
দুই সৈন্যে কোলাহল হইল প্রলয়॥
মহাকোপে যোদ্ধাগণ করয়ে সমর।
বাণ বৃষ্টি হয় যেন বর্ষে জলধর॥
ভীম দুর্য্যোধনে যুদ্ধ অতি ঘোরতর।
সাত্যকি সহিত কর্ণ করয়ে সমর॥
দ্রোণের সহিত যুঝে পঞ্চাল নন্দন।
বিরাটের সহ সোমদত্ত করে রণ॥
নকুলের সহ যুদ্ধ করে দুঃশাসন।
সহদেব শকুনি করয়ে ঘোর রণ॥
ভগদত্ত সহ যুঝে পঞ্চাল রাজন।
যুধিষ্ঠির সহ মদ্র অধিকারী রণ॥
শিখণ্ডী সহিত যুঝে দ্রোণের নন্দন।
[illegible] তাহে বাধে মহারণ॥

প্রলয় কালেতে যেন মেঘের গর্জ্জন।
সেই মত যোদ্ধাগণ করয়ে তর্জ্জন॥
কৃপাচার্য্য সহ জরাসন্ধের তনয়।
কৃতবর্ম্মা চেকিতানে মহাযুদ্ধ হয়॥
কাশীরাজ সহযুদ্ধে সুমন্ত নৃপতি।
শতানীক যুদ্ধ হয় কৌরব সংহতি॥
হেনমতে করিলেন যুদ্ধ যোদ্ধ গণ।
মহাকোপে করিলেন অস্ত্র বরিষণ॥
ভীম সহ গদা যুদ্ধে লিপ্ত দুর্য্যোধন।
অদ্ভুত দেখিয়া সবে চমকিত মন॥
মহাকলরব যেন দুই গিরিবর॥
তাল বৃক্ষ সম গদা অতি ভয়ঙ্কর॥
ভীমের সদৃশ দুর্য্যোধন নহে বাণে।
গদা যুদ্ধে দুর্য্যোধন সম দুইজনে॥
দোঁহে দোঁহা করে গদা করয়ে প্রহার।
গদার প্রহার শুনি লাগে চমৎকার॥
চারিভিতে ফিরিলেন করিয়া মণ্ডলী।
কোপে হুহুঙ্কার শব্দ দোঁহে মহাবলী॥
মহাক্রোধ উপজিল বৃকোদর বীরে।
সুনির্ঘাত প্রহারিল দুর্য্যোধন শিরে॥
গদাঘাতে দুর্য্যোধন হয় কম্পমান।
পাইয়া মর্ম্ম বেদনা হইল অজ্ঞান॥
সুস্থির হইয়া পরে রাজা দুর্য্যোধন।
ভীমের উপরে গদা করিল ক্ষেপণ॥
মহাবলী বৃকোদর পবননন্দন।
লাফ দিয়া বীর গদা করিল লঙ্ঘন॥
পুনঃ দুর্য্যোধন রাজা গদা লয়ে হাতে।
মারিল দোহাতী বাড়ী ভীমসেন মাথে॥
গদার প্রহারে ভীম হইল জর্জ্জর।
দেখি দুর্য্যোধন বীর হরিষ অন্তর॥
ক্রোধে বৃকোদর পরে অনল সমান।
দুর্য্যোধনে মারিলেন বজ্র অধিষ্ঠান॥
গদাঘাতে দুর্য্যোধন হইল কাতর।
বেগে পলাইয়া গেল সৈন্যের ভিতর॥
দুর্য্যোধন ভঙ্গ দেখি যত যোদ্ধাগণ।
ভীমের উপরে করে বাণ বরিষণ॥
তবে ক্রোধে বৃকোদর পবননন্দন।
গদাহাতে করিলেন অতিক্রোধ মন॥
শত২ হস্তী মারে তথা লক্ষ লক্ষ।
দেখি যত যোদ্ধাগণ মানিল অশক্য॥
তবে কর্ণ সাত্যকি হইল মহারণ।
দোঁহকোরে বিন্ধিলেন দুই বিচক্ষণ॥

প্রাণপণে কর্ণ বীর এড়িছেন বাণ।
কাটি পাড়ে সাত্যকি করিয়া খানখান॥
বাণ ব্যর্থ দেখি তবে রবির নন্দন।
সুসন্ধানে এড়িলেন নানা অস্ত্রগণ॥
ছাড়িলা বিংশতি অস্ত্র কর্ণ মহাবীর।
বাণাঘাতে শিনি পুত্র হইল অস্থির॥
পুনরপি সাত্যকি হইলা সচেতন।
করিলেন কর্ণোপরি বাণ বরিষণ॥
সন্ধানেতে এড়িলেন তীক্ষ্ণ দশবাণ।
কাটিয়া করিলা কর্ণ তাহা খানখান।
অস্ত্র ব্যর্থ করি কর্ণ এড়িলেন বাণ॥
সাত্যকির অঙ্গে ফুটে বজ্রের সমান॥
অঙ্গেতে ফুটিল বাণ বহিল রুধির।
অচৈতন্য হইলা সাত্যকি মহাবীর॥
অচেতন দেখি রথ ফিরায় সারথি।
সাত্যকিরে লইয়া পলায় শীঘ্রগতি॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন সহ দ্রোণ করয়ে সমর।
দেখিলেন বিস্ময় মানিয়া দেবাসুর॥
বাণবৃষ্টি উভয়ের নাহি লেখাযোখা।
প্রাণপণে হেন যুদ্ধ বার নাহি দেখা॥
মহাকোপে দ্রোণবীর ভরদ্বাজ সুত।
গগণ ছাইয়া বাণ মারিল অদ্ভুত।
এড়িলেন বহু বাণ পুরিয়া সন্ধান॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন কাটিয়া করিল খানখান।
বাণ ব্যর্থ দেখি বীর কুপিত হইল।
ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া সন্ধান পুরিল॥
পরে গুরু দশ বাণ ছাড়িলেন রোষে।
কবচ ভেদিয়া তাহা অঙ্গেতে প্রবেশে॥
বাণাঘাতে ধৃষ্টদ্যুম্ন অতি কম্পমান।
হস্ত হৈতে খসিয়া পড়িল ধনুর্ব্বাণ॥
অচেতন হয়ে বীর রথেতে পড়িল।
দেখি সব যোদ্ধাগণ সানন্দ হইল॥
পুনরপি ধৃষ্টদ্যুম্ন পাইয়া চেতন।
ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া করিলেন রণ।
সুসন্ধানে ধৃষ্টদ্যুম্ন অস্ত্র সব ধায়।
বাণে বাণ কাটিয়া পাড়েন গুরু তায়॥
বাণ ব্যর্থ করি দ্রোণ পুরিল সন্ধান।
পুনরপি প্রহারিল তীক্ষ্ণ পঞ্চবাণ॥
নিবারিতে না পারিল পঞ্চালনন্দন।
বাণাঘাতে ধৃষ্টদ্যুম্ন হৈল অচেতন॥
রথেতে পড়িল বীর না ছিল সম্বিত।
রথ লয়ে সারথি হইল এক ভিত॥

ধৃষ্টদ্যুম্ন পলাইল দেখি দ্রোণ বীর।
বাণ বৃষ্টি করিলেন নির্ভয় শরীর॥
শকুনী সহিত যুঝে সহদেব বীর।
কন্দর্প সমান রূপ কোমল শরীর॥
শকুনি যতেক এড়ে তীক্ষ্ণ অস্ত্রগণ।
নিবারেণ সহদেব মাদ্রীর নন্দন॥
তবে কোপে সহদেব পুরিল সন্ধান।
শকুনির ধনুক করিল খান খান॥
আর ধনু ধরি বীর গান্ধার নন্দন।
সন্ধান পুরিয়া বিন্ধে তীক্ষ্ণ অস্ত্রগণ॥
পুনরপি সহদেব পুরিল সন্ধান।
শকুনরে প্রহারিল পঞ্চদশ বাণ।
দুই বাণে ধ্বজ কাটি হয় খণ্ডখণ্ড।
আর দুই বাণে কাটে সারথির মুণ্ড॥
চারি বাণে চারি অশ্ব করিলেন ক্ষয়।
সপ্ত বাণে বিন্ধিলেন শকুনি হৃদয়॥
অচেতন হয়ে পড়ে গান্ধার তনয়।
দেখিয়া ধাইল পরে যত যোদ্ধাচয়॥
অন্যরথে শকুনী করিয়া অরোহণ।
পালাইয়া গেল শীঘ্র লইয়া জীবন॥
নকুলেতে দুঃশাসন হয় মহারণ।
দুই বীরে ঘোরতর বাণ বরিষণ॥
সন্ধান পুরিয়া বীর মদ্র সুতাসুত।
দুঃশাসন অঙ্গে বাণ মারিল বহুত॥
কবচ ভেদিয়া অঙ্গে করিল প্রবেশ।
শোণিত পড়য়ে ধারে প্রাণমাত্র শেষ॥
অজ্ঞান হইল বীর রথের উপর।
হাতে হৈতে খসিয়া পড়িল ধনুশর॥
তবে কতক্ষণে বীর পাইল চেতন॥
ধনু ধরি দুঃশসন এড়ে অস্ত্রগণ।
দুই জনে বাণ যুদ্ধ দোহে ধনুর্দ্ধর।
দোহাকার বাণে দোহে অন্তরে জর্জ্জর।
শোকেতে নকুল বীর এড়ি দুই বাণ।
রথধ্বজ কাটিয়া করিল খানখান॥
আর দুই বাণ বীর এড়ি আচম্বিতে।
সারথির মাথা কাটি পাড়িল ভূমিতে॥
সারথি পড়িল রথ হইল অচল।
দেখি ভয়ে দুঃশাসন হৃদয় বিকল॥
রথ ছাড়ি দুঃশাসন বেগে পলাইল।
দেখি যত যোদ্ধাগণ হাসিতে লাগিল॥
ভগদত্ত সহ যুঝে পঞ্চাল ঈশ্বর।
বাণবৃষ্টি পরস্পর দোহার উপর॥

পর্ব্বত আকার হস্তী করি অরোহণ।
দ্রুপদ সহিত যুঝে নরক নন্দন॥
প্রাণ পণে দিব্য অস্ত্র এড়িল দ্রুপদ।
কাটি পাড়ে ভগদত্ত যেন কোকনদ॥
বাণ ব্যর্থ দেখি তবে পঞ্চাল ঈশ্বর।
ভগদত্তে প্রহারিল তীক্ষ্ণ পঞ্চশর॥
কবচ ভেদিয়া বাণ অঙ্গে প্রবেশিল।
ভগদত্ত অঙ্গে তাহে শোণিত বহিল॥
স্থির হয়ে ভগদত্ত পুরিল সন্ধান।
দ্রুপদের ধনু কাটি করি দুইখান॥
শীঘ্রগতি ভগদত্ত এড়ি দিব্য বাণ।
সারথি তুরঙ্গ কাটি পাড়ে বিদ্যমান॥
এড়িলেন ভগদত্ত অর্দ্ধচন্দ্র বাণ।
কাটিল পঞ্চাল রাজা করি দুই খান॥
তার পরে ভগদত্ত পঞ্চদশ বাণে।
বধিল পঞ্চাল রাজে বিশিষ্ট সন্ধানে॥
দ্রুপদ পড়িল দেখি রাজা যুধিষ্ঠীর।
মহাশোকে হইলেন নিতান্ত অস্থির॥
হাহাকার শব্দ করে যত সেনাগণ।
পিতৃশোকে ধৃষ্টদ্যুম্ন হৈল অচেতন॥
আনন্দিত কুরু সৈন্য ছাড়ে সিংহনাদ।
পাণ্ডবের দলে বড় হইল বিষাদ॥
শিখণ্ডী সহিত যুঝে অশ্বত্থামা বীর।
পিতার সদৃশ শিক্ষা সুন্দর শরীর॥
শিখণ্ডী যোড়েন বাণ পুরিয়া সন্ধান।
অশ্বত্থামা কাটিয়া করেন খানখান॥
বাণ ব্যর্থ দেখি বীর কুপিত অন্তর।
পঞ্চবাণ এড়িলেন দ্রোণির উপর॥
বক্ষস্থলে প্রহারিল তীক্ষ্ণ দশবাণ।
রথে পড়ি অশ্বত্থামা হইল অজ্ঞান॥
কতক্ষণে চেতন পাইয়া বীরবর।
হস্তে ধনু করি বীর কুপিত অন্তর॥
যমদণ্ড হেন বাণ পুরিলা সন্ধান।
দেখিয়া শিখণ্ডী ভয়ে অতি কম্পমান॥
বায়ুগতি ছোটে বাণ কি কহিব কথা।
সকুণ্ডল কাটি পাড়ে শিখণ্ডীর মাথা॥
শিখণ্ডী পড়িল দেখি লাগে চমৎকার।
যতেক পাণ্ডবদল করে হাহাকার।
যুধিষ্ঠির হইলেন শোকাকুল মন।
ধৃষ্টদ্যুম্ন দেখি বহু করয়ে রোদন॥
কৃপাচার্য্য সহ যুঝে সহদেব রাজা।
জরাসন্ধ পুত্র সেই বলে মহাতেজা॥

অনুপম যুদ্ধ করে সংগ্রাম ভিতর।
ধন্য২ করি সবে বাখানে বিস্তর ॥
মহাকোপে কৃপাচার্য্য এড়িলেন বাণ।
সহদেব কাটিয়া করেন খান২ ॥
বাণ ব্যর্থ করি বীর পুরিলা সন্ধান।
কৃপাচার্য্য হৃদয়ে মারিলা পঞ্চবাণ ॥
কবচ ভেদিয়া অঙ্গ করিল ছেদন।
শোণিত পড়য়ে কৃপ তাহে অচেতন।
মূর্চ্ছিত হইয়া রথে পড়ে বীরবর।
রথ লয়ে সারথি পলায় শীঘ্রতর ॥
কৃপাচার্য্য ভঙ্গ দেখি রবির নন্দন।
সহদেব সহিতে করয়ে মহারণ ॥
কৃতবর্ম্মা চেকিতানে অত্যন্ত সমর।
বাণ বৃষ্টি করে দোঁহে দোহার উপর ॥
দুই জনে বাণ এড়ে যত শিক্ষা জানে।
দুই জনা বিন্ধে দোহে চোখা২ বাণে ॥
তবে কৃতবর্ম্মা বীর পুরিয়া সন্ধান।
রথধ্বজ কাটিয়া করিল খান খান ॥
দুই বাণে ধনু কাটি পাড়ে সেইক্ষণ।
চারি বাণে চারি অশ্ব করিল ছেদন ॥
দুই বাণ কৃতবর্ম্মা এড়ে আচম্বিতে।
চেকিতান মাথা কাটি পাড়িল ত্বরিতে ॥
চেকিতান পড়ে সৈন্য পলাইল ভয়ে।
দেখিয়া ধর্ম্মের পুত্র ব্যথিত হৃদয়ে ॥
কাশীরাজ সহ যুঝে যুযুৎসু ভূপতি।
বাণ বৃষ্টি করিলেন প্রাণ পণে অতি ॥
যোড়েন যুযুৎরাজা চোখ২ বাণ।
কাশীরাজ ধনুক টি করি দুইখান ॥
অন্য ধনু লিয়া রাজা এড়িলেন বাণ।
সেও ধনু যুযুৎসু করিলা খান২ ॥
তবে কোপে কাশীরাজ কম্পমান হয়ে।
রথ এড়ি খান বীর অসি চর্ম্ম লয়ে ॥
খড়্গাঘাতে মারিলা রথের চারি হয়।
সারথির মাথা কাটি দিলা যমালয় ॥
এক লাফে রথোপরি যান কাশীশ্বর।
এক ঘাতে যুযুৎসুকে দিলা যম ঘর ॥
যুযুৎসুকে সংহারিয়া কাশীরাজ গেল।
দেখিয়া পাণ্ডব বল সশঙ্ক হইল।
ত্রাসযুক্ত হয়ে সৈন্য সকলে পলায়।
দুর্য্যোধন রাজা দেখি মহানন্দ কায় ॥
দেখি যুধিষ্ঠির রাজা শোকাকুল মন।
রথে চড়ি চলিলেন করিবারে রণ ॥

হেনকালে রথে চড়ি আসি শল্য রাজা।
মুখামুখি সমরে আইল মহাতেজা ॥
কোপে যুধিষ্ঠির রাজা পুরিয়া সন্ধান।
দুই বাণে কাটিলেন শল্য ধনুর্ব্বাণ ॥
আর ধনু লয়ে শল্য গুণে দিলা টান।
যুধিষ্ঠির তাহা কাটি করে দুই খান ॥
পুনঃ২ শল্যরাজা যত ধনু লন।
যুধিষ্ঠির খণ্ড২ কাটেন তখন ॥
দেখিয়া হইল শল্য কোপাবিষ্ট মন।
হাতে গদা করিয়া ধাইল সেইক্ষণ ॥
ত্রস্ত হয়ে যুধিষ্ঠির যুড়ি অস্ত্রগণ।
কবচ কাটিয়া অঙ্গ করিলা ছেদন ॥
বাণাঘাতে শল্যরাজা ব্যথিত অন্তর।
মারিলা দোহাতি বাড়ি রথের উপর ॥
গদাঘাতে রথ চূর্ণ করিলেন বীর।
পড়িলেন লাফ দিয়া ভূমে যুধিষ্ঠির ॥
ভয়ে পলাইয়া যায় পাণ্ডবের নাথ।
প্রাণপণে ধায় রাজা না চায় পশ্চাৎ ॥
দেখি শল্যরাজা পরে কহিলা হাসিয়া।
ওরে মহারাজ কেন গেলে পলাইয়া ॥
স্থির হয়ে আসি যুদ্ধ কর মহাশয়।
ক্ষত্র হয়ে কেন কর মরণের ভয় ॥
এতেক বলিয়া শল্য গেলা নিজ রথে।
গদা এড়ি লইলেন ধনু শর হাতে ॥
পরে শতানীক সহ কৌরব রাজন।
করয়ে অতুল যুদ্ধ বাণ বরিষণ ॥
দোহাকারে দোহে হাতে অস্ত্র প্রহারিল।
বাণ বৃষ্টি করি পরে সূর্য্য আচ্ছাদিল ॥
তবে শতানীক বীর এড়ে দিব্য বাণ।
কৌরবের ধনু কাটি করি দুইখান ॥
চারি বাণে চারি অশ্ব কাটিল তাহারা।
দুই বাণে সারথিরে করিল সংহার ॥
দেখিয়া কৌরব বড় হইল ফাফর।
রথ এড়ি পলাইল হইয়া কাতর ॥
তবে বৃকোদর বীর গদা লয়ে করে।
মহাকোপে প্রবেশিল বাহিনী ভিতরে ॥
পদ্মবন ভাঙ্গে যেন মত্ত যূথপতি।
সেইমত সংহারিলা ভীম মহারথী ॥
শত শত রথ ভাঙ্গি গদার প্রহারে।
লক্ষ লক্ষ সৈন্য বীর দিলেন সংহারে ॥
দেখি ভগদত্ত বীর কুপিত অন্তরে।
হস্তী চালাইয়া দিল ভীমের উপরে ॥

বাণ বৃষ্টি হয় যেন মেঘে ফেলে জল।
মহাকোপে ধাইলেন ভীম মহাবল॥
গদা ফিরাইয়া বান যমের সমান।
দেখি ভগদত্ত বীর এড়িলেন বাণ॥
দশ বাণে গদা কাটি হয় খান খান।
কোপে যেন বৃকোদর অনল সমান॥
যোজনেক পদ হস্তী মহাভয়ঙ্কর।
ঈষা সম দন্তগুলা দেখি লাগে ডর॥
বেগে ধায় মহাগজ গর্জ্জন করিয়া।
ভীমেরে ধরিতে যায় শুণ্ড পশারিয়া॥
তবে কোপে বৃকোদর ধরি দুই পায়।
অচল সমান করি স্থাবরের প্রায়॥
মহাকোপে ধরিয়া টানেন বৃকোদর।
তুলিতে না পারিলেন যেন গিরিবর॥
মহাকোপে হস্তিকে টানিয়া বৃকোদরে।
অঙ্গ লিপ্ত না নড়িল গুরু টান ভরে॥
এড়িলে এড়ান নাহি তুলে দেয় পদ।
বিপাক ভাবিলা ভীম হই পাছে বধ॥
সঙ্কটে পড়িয়া বীর না পান এড়ান।
ধরিয়া মাতঙ্গ পদ রঙ্গেতে বেড়ান॥
ভীমের সঙ্কট দেখি ধর্ম্মের নন্দন।
হাহাকার করি বান সহ যোদ্ধাগণ॥
তবে কতক্ষণে বৃকোদর মহাবলে।
করিলা মুষ্টিক ঘাত করিকুম্ভস্থলে॥
দারুণ প্রহারে করি বিকল অন্তরে।
পলাইয়া গেল শীঘ্র ছাড়ি বৃকোদরে॥
তবে বৃকোদর বীর চড়ি নিজ রথে।
করয়ে দারুণ যুদ্ধ ধনু লয়ে হাতে॥
অতি ক্রোধে ভগদত্ত করিলা সংগ্রাম।
লিখন না যায় তাহা যুদ্ধ অনুপম॥
লক্ষ২ সেনা মরে চক্ষের নিমিষে।
ভগদত্ত যুদ্ধ দেখি কুরুগণ হাসে॥
পাণ্ডবের সেনাগণ হইল অস্থির।
দেখি মহাভয় পান রাজা যুধিষ্ঠির॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

বৈষ্ণবাস্ত্রের উপাখ্যান ও ভগদত্ত রাজা বধ।

অর্জ্জুন বলেন কৃষ্ণ কর অবধান।
হের দেখ ভগদত্ত অনল সমান॥
সৈন্যগণ ক্ষয় মম করিল বিস্তর।
অতএব রথ তুমি চালাও সত্বর॥
আজি আমি বাণে তারে করিব নিধন।
নিশ্চয় প্রতিজ্ঞা মম শুন নারায়ণ॥
এত শুনি গোবিন্দ হইয়া আনন্দিত।
ভগদত্ত অগ্রে রথ চালান ত্বরিত॥
বায়ুবেগে চলে রথ পবন গমন।
ভগদত্ত সম্মুখে আইল সেইক্ষণ॥
অর্জ্জুন দেখিয়া ধায় ভগদত্ত বীর।
বাণ বৃষ্টি করিলেন যেন মেঘে নীর॥
তর্জ্জনেতে বলিলেন অর্জ্জুনের প্রতি।
আজি যুদ্ধ কর পার্থ আমার সংহতি॥
অবশ্য করিব আমি তোমাকে সংহার।
নিতান্ত প্রতিজ্ঞা এই জানিবা আমার॥
এত শুনি কোপ দৃষ্ট পার্থ ধনুর্দ্ধর।
ডাকিয়া বলিল গর্ব্ব ত্যজরে বর্ব্বর॥
কোন যুদ্ধ করি তোর এত অহঙ্কার।
আমার অগ্রেতে হেন অভিজ্ঞা অপার॥
এইক্ষণে সাক্ষাতে দেখিবে যোদ্ধাগণ।
অবশ্য পাঠাব তোরে করাল সদন॥
অর্জ্জুনের কটু বাক্য শুনি ভগদত্ত।
মহাকোপে চালাইয়া দিল গজ মত্ত॥
বায়ুবেগে হস্তি পড়ে রথের উপর।
হইলেন চিন্তিত তাহাতে দামোদর॥
রাখিলেন তথা হৈতে রথ এক ভীত।
হইলেন যুধিষ্ঠির বড় আনন্দিত॥
পুনরপি দুই জনে হইল সমর।
তীক্ষ্ণ অস্ত্র এড়িলেন দোহে পরস্পর॥
ভগদত্ত বীর ক্রোধে পুরিল সন্ধান।
অর্জ্জুনেরে প্রহারিলা চোখ২ বাণ॥
তবে ধনঞ্জয় বীর পুরিয়া সন্ধান।
করিলেন ভগদত্ত বাণে খান২॥
কাটিলেন অস্ত্র পার্থ অতি কুতূহলে।
মারিল নারাচ বীর করি কুম্ভস্থলে॥
দারুণ প্রহারে করী বিকল হইল।
বজ্রাঘাতে যেন গিরি শৃঙ্গ বিদারিল॥
হস্তি যদি পড়িল দেখিয়া ভগদত্ত।
সারথি যোগায় রথ হইয়া প্রমত্ত॥
যাটি মত্ত হস্তী যেই রথ খান বহে।
বিস্ময় মানিয়া সর্ব্ব যোদ্ধাগণ রহে॥
হেনরথে ভগদত্ত চড়ি সেইক্ষণ।
অতি কোপে করিলেন বাণ বরিষণ॥
যত বাণ এড়িলেন পুরিয়া সন্ধান।
নিমিষে করেন পার্থ তাহা খান২॥

বাণ ব্যর্থ দেখি ভগদত্ত বীরবর।
মারিলেন পার্থ বক্ষে চৌষট্টি তোমর॥
অন্ধকার করি পড়ে অর্জ্জুন উপর।
নিবারিতে না পারেন পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
বাণাঘাতে হইলেন অর্জ্জুন অস্থির।
বাণে বিদ্ধ হয়ে বহে শরীরে রুধির॥
অচেতন হইলেন রথের উপর।
ক্রোধভরে তখন কহিল দামোদর॥
কি হেতু অশক্ত তোমা দেখি আজি রণে।
অন্য মন কর তুমি কিসের কারণে॥
প্রতিজ্ঞা করিলে ভগদত্তে মারিবারে।
তবে কেন অচেতন দেখি একবারে॥
ভগদত্তে ক্ষয় কর এড়ি বিদ্য বাণ।
আকর্ণ পুরিয়া তুমি করহ সন্ধান॥
আশয়েতে হাসে অরো পাপি দুর্য্যোধন।
দেখ কুরুদলে সব প্রসন্ন বদন॥
কৃষ্ণের বচনে পার্থ লজ্জিত হইয়া।
গাণ্ডীবে টঙ্কার দিলা দিব্যাস্ত্র লইয়া॥
গগন ছাইয়া বাণ এড়িল তখন।
মুষল ধারায় যেন বর্ষে নবঘন॥
অস্ত্র বিনা সৈন্য মধ্যে নাহি দেখি আর।
দিবসে হইল যেন ঘোর অন্ধকার॥
শীঘ্রগতি ভগদত্ত পুরিয়া সন্ধান।
নিমিষেকে নিবারিল অর্জ্জুনের বাণ॥
তবে কোপে ভগদত্ত কহিলেন অরে।
এই অস্ত্রে ধনঞ্জয় দিব যমঘরে॥
দেখিব কেমনে অস্ত্র কর নিবারণ।
এত বলি ভগদত্ত করয়ে তর্জ্জন॥
বৈষ্ণব নামেতে বাণ বসাইল চাপে।
অস্ত্র দেখি ইন্দ্র আদি দেবগণ কাঁপে॥
সন্ধান পুরিয়া বীর এড়িলেন বাণ।
চলিল বৈষ্ণব অস্ত্র অনল সমান॥
দেখিয়া বৈষ্ণব অস্ত্র দেব নারায়ণ।
চিন্তান্বিত হইলেন অর্জ্জুন কারণ॥
অর্জ্জুনে পশ্চাৎ করি দেব নারায়ণ।
বক্ষস্থল পাতিয়া দিলেন সেইক্ষণ॥
কৃষ্ণের শরীর আসি লিপ্ত হৈল বাণ।
দেখি যত যোদ্ধাগণ ভয়ে কম্পমান॥
এতেক দেখিয়া পার্থ লজ্জিত বদন।
কৃতাঞ্জলি করিয়া করিল নিবেদন॥
অর্জ্জুন বলেন দেব কর অবধান।
কি কারণে হৃদয়ে ধরিলা তুমি বাণ॥
কোন অর্থে ন্যূন মোরে দেখিলা কখন।
এবে অস্ত্র ধারণ করিলে কি কারণ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন সখে কহিলা প্রমাণ।
তোমা হৈতে নিবারণ যোগ্য নহে বাণ॥
বৈষ্ণব অস্ত্রের তুমি না জান মহিমা।
মহাতেজোময় অস্ত্র নাহি তার সীমা॥
অর্জ্জুন বলেন প্রভু কহিবা আমারে।
হেনমত অস্ত্র কেবা দিলেন ইহারে॥
নিবারণ যোগ্য নহে কিসের কারণ।
ইহার বৃত্তান্ত মোরে কহ নারায়ণ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলিল পার্থ কহি তব স্থান।
চারি মূর্ত্তি মম তুমি জানিবা প্রধান॥
এক মূর্ত্তি তপস্যা করয়ে অনুক্ষণ।
আর মূর্ত্তি ত্রিভুবন করয়ে পালন॥
আর মূর্ত্তি ধরি পার্থ সৃষ্টি করি আমি।
অস্ত্ররূপ এক মূর্ত্তি সংহারের স্বামী॥
এ অস্ত্র নরক পায় পৃথিবী সদনে।
আমা হৈতে পৃথিবী সে দিলেন নন্দনে॥
পৃথিবীর পুত্র ভগদত্ত মহারাজা।
অস্ত্রে শস্ত্রে বিশারদ বলে মহাতেজা॥
এই অস্ত্র প্রহারে জিনিল ভূমণ্ডল।
ভগদত্তে মিত্রতা করিল আখণ্ডল॥
তোমা হৈতে এ অস্ত্র নহিত নিবারণ।
ধরিলাম আপন হৃদয়ে এ কারণ॥
ত্রৈলোক্য বিজয়ী বাণ অরি বিনাশিতে।
ব্রহ্মাদির রক্ষা নাই এ অস্ত্র হইতে॥
মম চক্র কদাচিত ব্যর্থ যদি হয়।
অব্যর্থ বৈষ্ণব অস্ত্র ব্যর্থ কভু নয়॥
না পারিতে তুমি এই বাণ নিবারিতে।
অমর হইলে তবু এ বাণে মরিতে॥
এতেক শুনিয়া পার্থ হরিষ অন্তর।
পুনরপি পার্থকে কহিল গদাধর॥
ছাড়িল বৈষ্ণব অস্ত্র ভগদত্ত বীর।
এইকালে ঝটিতি কাটিয়া পাড় শির॥
বড় ভাগ্য রাজা বাণ করিল ক্ষেপণ।
বিনা ক্লেশে বধ তারে করিবা এখন॥
আছিল বাণের তেজ বিষ্ণুর সমান।
সমরে হইত কার শক্তি আগুয়ান॥
কোন অর্থে চিন্তা না করিবা ধনঞ্জয়।
এক্ষণে হইবে জয় জানিবা নিশ্চয়॥
এত শুনি ধনঞ্জয় হরষিত মন।
এড়িলেন সন্ধান পুরিয়া অস্ত্রগণ॥

কোপে ধনঞ্জয় বীর এড়ি পঞ্চ বাণ।
ভগদত্ত ধনুক করিল দুইখান॥
অন্য ধনু ভগদত্ত লইলেন করে।
সে ধনুও ধনঞ্জয় কাটিলেন শরে॥
পুনঃ পুনঃ ভগদত্ত যত ধনু লন।
ক্রমে সব কাটিলেন দেবেন্দ্রনন্দন॥
কোপে ভগদত্ত বীর শক্তি নিল করে।
ফেলিয়া মারিল শক্তি অর্জ্জুন উপরে॥
ধনু টঙ্কারিয়া পার্থ মারিলেন বাণ।
কাটিলেন তার শক্তি হেন শক্তিমান॥
অর্দ্ধচন্দ্র এড়িলেন পুরিয়া সন্ধান।
ভগদত্তে মারিলেন কুলিশ সমান॥
দুইখান হয়ে পড়ে ভূমির উপর।
এক বাণে ভগদত্ত গেল যমঘর॥
রণেতে পড়িল ভগদত্ত মহাবীর।
দেখি দুর্য্যোধন রাজা হইল অস্থির॥
ভগদত্ত রথ লয়ে সারথি সত্বর।
ভ্রমণ করিয়া চলে সংগ্রাম ভিতর॥
শত শত সেনা মরে রথের চাপানে।
হেন কেহ নাহি নিবারয়ে রথখানে॥
দেখি কোপে ধান বীর পবননন্দন।
সাবধানে সাপটিয়া ধরিল তখন॥
বায়ুবেগে বৃকোদর ফেলিলেন দূরে।
দেখিয়া কৌরব দিল কম্পিত অন্তরে॥
দ্রোণপর্ব্ব পুণ্যকথা ভগদত্ত বধে।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে॥

দ্রোণাচার্য্যের মৃত্যু।

বলিলেন মুনিবর, শুন কহি নরেশ্বর,
পড়িলেন রাজা ভগদত্ত।
দেখি রাজা দুর্য্যোধন, শোকেতে আকুল মন,
আরোহিল এক গজ মত্ত॥
অশ্বত্থামা নামে হস্তী, তার তুল্য অন্য নাস্তি,
এমনি উত্তম গজবর।
বর্ণে জিনে জলধর, ঈষা সম দন্তবর,
দেখিতে বড়ই ভয়ঙ্কর॥
তাহে আরোহণ করি, যান কুরু অধিকারী,
যথা স্থিত বীর বৃকোদর।
হাতে গদা ঘোরতর, দুর্য্যোধন নৃপবর,
ভীম সনে করিত সমর॥
দেখি ধান বৃকোদর, হাতে গদা ঘোরতর,
শমন সমান মহাবীর।
মহাকোপে অঙ্গ কাঁপে; দশনে অধর চাপে,
বজ্র সম কঠিন শরীর॥
গদা যেন কালদণ্ড, সৈন্য করে লণ্ড ভণ্ড;
এক ঘায় মরে শত শত।
হস্তী অশ্ব পড়ে যত, লিখিতে না পারি তত,
চূর্ণ হয় শত শত রথ॥
আনন্দিত বৃকোদর, যুদ্ধ অতি ঘোরতর,
বায়ুবেগে ধান মহাবীর।
কোপে ভয়ঙ্কর তনু, মূর্ত্তি যেন ব্রহ্মাণ্ড,
দেখি আনন্দিত যুধিষ্ঠির॥
হেনকালে দুর্য্যোধন, করীবরে আরোহণ,
গদা লয়ে ধান বীরবর।
দেখি যত যোদ্ধাগণ, সবে সশঙ্কিত মন;
সংগ্রাম হইল ঘোরতর॥
তবে কোপে বায়ুসুত, দেখি যেন যমদূত
গদাতে ভাঙ্গিল সব মুণ্ড।
বাণাঘাতে যেন গিরি; সেইমত পড়ে করী,
মস্তক হইল খণ্ড খণ্ড॥
ভয়েতে কম্পিত মন, এক লাফে দুর্য্যোধন,
হস্তী এড়ি পড়িল ধরণী।
গদা লয়ে দুই করে, প্রহারিল বৃকোদরে,
বজ্রাঘাতে হেন শব্দ শুনি।
গদাঘাতে বৃকোদর, ক্রোধে কাঁপে রথ রথ,
ধরিলেন গদা দৃঢ় মুষ্টি।
ভানুবর্ণ জিনি মূর্ত্তি, যুগান্তের সমবর্ত্তী,
সংহার করিতে যেন সৃষ্টি॥
অতি ক্রোধে বৃকোদর, মারি গদা বজ্রতর,
দুর্য্যোধন রাজার উপর।
দগাঘাতে দুর্য্যোধন, অঙ্গ কম্প ঘনেঘন,
পলাইল ত্যজিয়া সমর॥
দুর্য্যোধন ভঙ্গ দেখি, ভীমসেন হয়ে সুখী
সংহারিলা বহু সৈন্যগণ।
সৈন্যকেহনহেস্থির, দেখি কোপে দ্রোণবীর,
দ্রুতগতি আইল তখন॥
আকর্ণ পুরিয়া দ্রোণ; এড়িলেন অস্ত্রগণ,
বিন্ধিলেন ভীমের হৃদয়।
মূর্চ্ছিত হইল বীর, শরীরে বহে রুধির,
পলাইল পবন তনয়॥
ভীমসেন পলায়ন; দেখি আনন্দিত দ্রোণ,
বাণবৃষ্টি করিলেন বীর।
শত শত সৈন্য পড়ে; কদলী যেমন ঝড়ে,
যোদ্ধাগণ হইল অস্থির॥

তবে কোপে ধনঞ্জয়, দেখি সৈন্য অপচয়,
দ্রুত যান দ্রোণের সম্মুখে।
ক্রোধে করি বাণবৃষ্টি; যেন সংহারিতে সৃষ্টি
দিব্য অস্ত্র পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে॥
অর্জ্জুনের দশ বাণ, দ্রোণাচার্য্য বলবান;
মারিলেন সমর ভিতরে।
খাইয়া দ্রোণের বাণ, পার্থবীর হতজ্ঞান,
পড়িলেন রথের উপরে॥
অর্জ্জুনে বিমুখ করি, দ্রোণাচার্য্য যান ফিরি
সেনাগণে করিতে বিনাশ।
দারুণ দ্রোণের বাণে, স্থির নহে কোনজনে,
যুধিষ্ঠির গণিলা হুতাশ॥
যেই বীর যায় রণে, সম্মুখে পাইয়া দ্রোণে,
বাণাঘাতে করয়ে সংহার।
যেন যুগান্তের যম, দেখি দ্রোণ নিরুপম;
না দেখেন পাণ্ডবে নিস্তার॥
দেখি কৃষ্ণ সেনা নাশ, কহিল মধুর ভাষ,
শুন দ্রোণ আমার বচন।
অশ্বত্থামা পুত্র তব, আজি হয়ে পরাভব;
ভীম হস্তে হইল নিধন॥
শুনি দ্রোণাচার্য্য বীর, হইল তাহে অস্থির,
মনেতে হইল বড় ত্রাস।
অশ্বত্থামা জন্ম যবে, শূন্য বাণী সর্ব্বদেবে;
চিরজীবি কহিলেন ব্যাস॥
সুমেরু ভাঙ্গিয়া পড়ে, চন্দ্র সূর্য্য স্থান ছাড়ে,
তবু মিথ্যা না কহেন মুনি।
অসম্ভব্য কথা হেন, কহিলেন নারায়ণ,
এ কথা বিস্ময় বড় মানি॥
কহিলেন পরে দ্রোণ; শুন প্রভু নারায়ণ;
তব মায়া বুঝিতে না পারি।
পূর্ব্বে ব্যাস দিল বর, চারিযুগে সে অমর,
এবে কেন হেন কহ হরি॥
কহিলেন দামোদর, বিনাশিল বৃকোদর,
হয় নয় বুঝ ভীম সনে।
মিথ্যা নাহি কহি আমি, নিশ্চয় জানিবে তুমি
অশ্বত্থ মা পড়িয়াছে রণে॥
এত শুনি দ্রোণাচার্য্য, পুত্রশোকেতে অধৈর্য্য
পুনরপি কহিল তখন।
তবে আমি সত্য মানি, কহিলে পাণ্ডবস্বামী,
যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের নন্দন॥
তবে প্রভু নারায়ণ, কহিলেন সেইক্ষণ,
যুধিষ্ঠির ডাকি নিজ পাশ॥
অশ্বত্থামা হত বাণী; দ্রোণে কহ নৃপমণি;
জানিবেন দ্রোণ সত্যভাষ॥
শুনিয়া কৃষ্ণের বাণী, কহিল পাণ্ডবমণি;
কি মতে কহিব মিথ্যা বাণী।
আমাতে বিশ্বাস করি, দ্রোণ জিজ্ঞাসিলহরি
মম বাক্য সত্য হেতু জানি॥
কি মতে কহিব মিছা; ধর্ম্ম হানি হয় পিছা
যদি মম হয় সর্ব্বনাশ।
বিশ্বাসঘাতন করি, কি মতে কহিব হরি;
মহাপাপ নাশিলে বিশ্বাস॥
পুনরপি নারায়ণ, কহিলেন বিজ্ঞাপন;
প্রকাশ করিয়া কহ দ্রোণে।
অশ্বত্থামা হত বাণী, আমি তাহা সত্য জানি;
ইতি গজ পড়িয়াছে রণে॥
কহিলেন যুধিষ্ঠির, শুন শুন যদুবীর;
তথাপিও অধর্ম্ম বিস্তর।
মিথ্যা যদি কহি আমি, হইব নরকগামী,
উদ্ধারের বল কি উত্তর॥
এত শুনি বৃকোদর, ক্রোধে কম্প কলেবর,
কহিতে লাগিল সেইক্ষণ।
হইয়া পাণ্ডব স্বামী সমস্ত নাশিলা তুমি,
তব সত্য না জানি কেমন॥
অধর্ম্ম করিলে যদি, যায় লোক অধোগতি;
তবে কি করিল দুর্য্যোধন।
অভিমন্যু গেল রণে, বেড়ি সপ্ত যোদ্ধাগণে;
একা শিশু করিল নিধন॥
সত্য বাক্য সদা ধর্ম্ম, তুমি কি করিলা কর্ম্ম,
নাশিলা সকল রাজ্য ধন।
আমার বচন শুনি, কহ তুমি নৃপমণি,
এই কথা স্বরূপ বচন॥
মোরে যদি পুছে দ্রোণ, কহি আমি পুনঃ২
পুনঃ কহি এক শত বার।
ইহা বলি বৃকোদর; কহিলেন দৃঢ়পর,
অশ্বত্থামা হত সারোদ্ধার॥
শুন দ্রোণ কহি সার, সমরেতে আজিকার,
মম হস্তে অশ্বত্থামা হত।
জানাই স্বরূপ আমি, নিশ্চয় জানিবে তুমি,
এই কথা নহে অন্য মত॥
কহিলেন পরে দ্রোণ; প্রত্যয় না হয় মন;
তোমার বচনে বৃকোদর।
মারিয়াছ মম সুত, তবে হয় মনঃপুত,
কহে মুখে ধর্ম্ম নৃপবর॥

এত শুনি নারায়ণ, কুপিত হইলমন,
কহিলেন রাজা যুধিষ্ঠিরে।
কহ তুমি নৃপমণি, এই কথা সত্য বাণী;
তবে বধ করিব দ্রোণেরে॥
তাহা শুনি ধর্ম্মযুত, হইয়া বিষাদযুত,
কহিলেন দ্রোণের গোচর।
অশ্বত্থামা যুদ্ধে নাশ, ইতি গজ সত্যভাষ,
জানিবেন স্বরূপ উত্তর॥
পুনশ্চ কহিল দ্রোণ, সত্য কহ হে রাজন,
অশ্বত্থামা হইল বিনাশ।
কহিলেন ধর্ম্মযুত, অশ্বত্থামা রণে হত,
ইতি গজ সত্য এই ভাষ॥
দ্রোণ বাক্য যত বার, কহিলেন তত বার,
যুধিষ্ঠির কৌশল উত্তর।
লঘু স্বরে নৃপমণি, বলি ইতি গজ বাণী,
পুনঃ২ দ্রোণের গোচর॥
যুধিষ্ঠির মুখে শুনি; সত্য হেন দ্রোণ জানি,
পুত্রশোকে হইল আকুল।
ধনু ধরি বাম করে, কান্দিলেন উচ্চৈঃস্বরে;
জলে ভিজে অঙ্গের দুকুল॥
পুত্র হত্যা শোকে দ্রোণ, হইলেন অচেতন,
বিমোহিত ভাব দ্বিজবর।
কণ্ঠতলে ধনু রাখি; কান্দিলেন দ্রোণ দুঃখী,
অশ্রু পড়ে গুণের উপর॥
হেনকালে রমাপতি, বলিলেন পার্থ প্রতি,
দেখ দেখ বীর ধনঞ্জয়।
কালসর্পে দংশে দ্রোণে, আশুকাটি পাড়বাণে
এই কালে কুন্তীর তনয়॥
দেখি পার্থ বীরবর, অস্ত্র মারি দৃঢ়তর,
সর্প জ্ঞানে কাটিলেন গুণ।
কণ্ঠতল বিন্ধি ধনু; অস্থির করিল তনু,
বিমানে পড়িয়া গেল দ্রোণ॥
হেনকালে ধৃষ্টদ্যুম্ন, রথে পড়ি দেখি দ্রোণ,
খড়্গ নিয়া ধাইল সত্বর।
যেন ধায় মৃগপতি, হেন ধায় দ্রুতগতি;
উঠিলেন রথের উপর॥
কাটিয়া দ্রোণের শির; দেখি যত কুরুবীর,
হাহাকার করে সর্ব্বজন।
লইয়া দ্রোণের শির; ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাবীর,
নিজ রথে আইল তখন॥
দ্রোণের নিধন দেখি, দুর্য্যোধন মহাদুঃখী;
বিলাপ করিল বহুতর।
হাহাকার শব্দ কার; মূর্চ্ছ কুরু অধিকারী;
পড়িলেন ধরণী উপর॥
ব্যাস বিরচিত গাঁথা, অপূর্ব্ব ভারত কথা,
শ্রবণেতে কলুষ নাশন।
যজ্ঞ ব্রত হোম দান, হবে না ইহা সমান,
মুক্ত হয় শুনে যেই জন॥
গোবিন্দের গুণ কর্ম্ম, শ্রবণে বাড়য়ে ধর্ম্ম,
ইহা বিনা সুখ নাহি আর।
যথা রক্ত কোকনদ, ভক্তজন সিদ্ধপদ,
অখিলের আপদ সংহার॥
নানারূপে অবতরী, দৈত্যগণে ক্ষয় করি,
পাতকীর পরিত্রাণ হেতু।
এ ঘোর সাগর মাঝে, উদ্ধারিতে দেবরাজে,
নিজ নামে বান্ধিলেন সেতু॥
অভয় চরণে মম, ভক্তি রহে ত্রিবিক্রম,
এই মাত্র করি নিবেদন।
সংসার সাগর ঘোরে, উদ্ধার করিবে মোরে,
কাশীরাম দাস বিরচন॥

ধৃষ্টদ্যুম্ন বধে অশ্বত্থামার প্রতিজ্ঞা।

মুনি বলিলেন শুন পরে নৃপবর।
দ্রোণাচার্য্য পড়িলেন সংগ্রাম ভিতর॥
সন্ধ্যার সময়ে দ্রোণ মরিলেন রণে।
রোদনের কোলাহল যত কুরুগণে॥
কান্দিলেন দুর্য্যোধন করি হাহাকার।
সৈন্য মধ্যে মহাশব্দ ক্রন্দন অপার॥
দুর্য্যোধন বলিল শুনহ যোদ্ধাগণ।
কোন জন কি প্রকারে তরিবে এখন॥
এমত গুরুকে শত্রু সংহারিল রণে।
কে তারিবে কে মারিবে পাণ্ডব সগণে॥
পিতামহ বীর ছিল ভুবনে দুর্জ্জয়।
তাহাকে পাণ্ডবগণ করিল সংশয়॥
যাহার বিক্রমে ভৃগুরামাদি অস্থির।
হেন পিতামহে মারে ধনঞ্জয় বীর॥
এই রূপ শোকাকুল রাজা দুর্য্যোধন।
হেনকালে আসিলেন মিহির নন্দন॥
কর্ণে দেখি কহিলেন রাজা দুঃখ মনে।
ভীষ্ম দ্রোণ সেনাপতি পড়িলেন রণে॥
এখন কি বল সখা কি হইবে পরে।
কহিলেন কর্ণবীর কুরু নরবরে॥
অত্যন্ত দুর্ব্বল বৃদ্ধ ছিল গুরু দ্রোণ।
শিক্ষা ছিল ভাল তাই করিলেন রণ॥

অতএব শোক ত্যাগ কর দুর্য্যোধন।
বন্ধন করিব আমি পাণ্ডুর সগণ॥
ধর্ম্মকে ধরিয়া দিব সমর ভিতর।
রণস্থলে শোক না করিবে নরবর॥
হেনকালে তথায় আইল অশ্বত্থামা।
কৃতবর্ম্মা সঙ্গে আর কৃপাচার্য্য মামা॥
পিতার বিনাশ শুনি হইল অস্থির।
মহাশোকে অচেতন অশ্বত্থামা বীর॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন হস্তে শুনি পিতার নিধন।
মহাকোপে কুপিলেন দ্রোণের নন্দন॥
দুর্য্যোধনে চাহিয়া বলিল দ্রৌণি পর।
আমি যাহাকহি তাহা শুন কুরুবর॥
বিনা ধৃষ্টদ্যুম্ন বধে ধনু বাণ এড়ি।
সর্ব্ব ধর্ম্ম নষ্ট হবে নরকেতে পড়ি॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন না মারিয়া না আসিব ঘর।
করিলাম এ প্রতিজ্ঞা সবার গোচর॥
গো বধ বা ব্রহ্ম বধে যত পাপ হয়।
সেই পাপ ভাগি আমি হইব নিশ্চয়॥
এত শুনি আনন্দিত কৌরব কুমার।
যুদ্ধ নিবারিয়া যান স্থানে আপনার॥
এ দিগে পাণ্ডবদলে আনন্দ অপার।
বলিলেন আজি কুরু হইল সংহার॥
নিনাদ হইল যত না যায় লিখন।
মহানন্দে নৃত্য করে নট নটীগণ॥
রত্ন সিংহাসনেতে বসিল যুধিষ্ঠীর।
ভ্রাতৃগণ সহিতে সানন্দ যত বীর॥
বলিল বৈশম্পায়ন শ্রোতা জন্মেজয়।
দ্রোণপর্ব্ব সুধাময় কাশীদাস কয়॥

শ্রীকৃষ্ণের মহিমা বর্ণন।

ত্রিপদী।

গোবিন্দ চরণে মন, নিবেদিয়া অনুক্ষণ,
রচিলাম দ্রোণপর্ব্ব পুথি।
করিলেন সৃষ্টি ব্যাস, অমৃত সমান ভাষ,
শ্রবণে নাশয়ে অধোগতি॥
গোবিন্দের লীলারস, যাহাতে সংসার বশ,
ত্রিভুবনে এক মাত্র সার)
ভজ সাধু অনুক্ষণ, নিবিষ্ট করিয়া মন,
নাহি ভয় হয় যমদ্বার॥
পূর্ণ হিমাকর সম, মুখচন্দ্র নিরুপম,
পদনখে যেন দশ বিধু।
জিনি রক্ত কোকনদ, ভুবনে অতুল পদ,
প্রেমরসে বৃষ্টি করে মধু।
চতুর্ভুজ পীতাম্বর, বনমালা মনোহর,
কৌস্তুভে শোভিত বক্ষঃদেশ।
মুকুট কুণ্ডল শোভা, দীপ্ত দিনকর আভা,
বিচিত্র আসন নাগ শেষ॥
ক্ষীরোদ সাগর জলে, নিদ্রা কৃষ্ণ কুতূহলে,
নাভিপদ্মে সৃজিলেন ধাতা।
ত্রিভুবনে করি সৃষ্টি, করিল অমৃতবৃষ্টি,
করিলেন সৃষ্টি বেদমাতা॥
মুখচন্দ্র যার দীপ্ত, ত্রিভুবনে তাহে তৃপ্ত,
চন্দ্ররূপে ভুবন প্রকাশ।
স্থিতি যার অন্তরীক্ষে, শূন্যভরে দুইপক্ষে,
নিজ গুণে তম হয় নাশ॥
নানারূপ মূর্ত্তি ধরি, বিষ্ণুমায়া সৃষ্টিকরি,
মোহিত করেন সর্ব্বজনে।
মায়াতে আচ্ছন্নভাবে, নানা ক্লেশ পায়সবে,
যায় পরে যমের ভবনে॥
গোবিন্দ সেবক যেই, সর্ব্বত্র বিজয়ী সেই,
নাহি তার শমনের ভয়।
নিজ রথে আরোহণে, পাঠাইয়া ভক্তজনে
নিয়া যান আপন আলয়॥
অনুক্ষণ ধ্যান করি, এক মনে ভাবি হরি,
রচিলাম ভারত আখ্যান।
দ্রোণপর্ব্ব সুধাভাষ, শুনিলে কলুষ নাশ,
কাশীদাস কৈল সমাপন॥
দ্রোণপর্ব্ব সমাপ্ত॥

মহাভারত

কর্ণপর্ব্ব।

কর্ণকে সেনাপতি করিয়া কৌরব দিগের যুদ্ধে যাত্রা।

প্রবীণ পুরুষ সব পড়িল সমরে।
দৈবের বিপাকে যেন বিধাতা সংহারে॥
শকুনি কহিল কর্ণ বীর মহামতি।
সেনাপত্য অভিষিক্ত কর শীঘ্রগতি॥
কর্ণ যুদ্ধ করুন বলিল বীরগণ।
কর্ণ সহ যুঝিবে পাণ্ডব কোন জন॥
কর্ণ যুদ্ধ জিনিবেন চিন্তি দুর্য্যোধন।
সেনাপতি করিলেন কর্ণকে তখন॥
পর দিন প্রভাতে কর্ণের আজ্ঞা ধরি।
অস্ত্র লয়ে বীর সব গেল অস্ত্র ধরি॥
গজ বাজি ধ্বজ ছত্র শত শত যায়।
সাজিল কৌরবসেনা সমুদ্রের প্রায়॥
নানা অস্ত্রে সাজি কর্ণ চড়িলেন রথে।
চলিলেন রঙ্গভূমি ধনুঃশর হাতে॥
কটক চলিল বহু মহারথী কর্ণ।
বাসুকি জিনিতে যেন চলিল সুপর্ণ॥
দ্রোণপুত্র চলিলেন মহাধনুর্দ্ধর।
অস্ত্রধারী অশ্বত্থামা সংগ্রাম প্রখর॥
অবশিষ্ট রাজার যতেক অনুচর।
চলিল সংগ্রাম ভূমে মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর॥
মধ্যে রাজা দুর্য্যোধন সংগ্রামে প্রচণ্ড।
কৃতবর্ম্মা রহিলেন বাম পাশে দণ্ড॥
নারায়ণীসেনা আর কৃপ মহাশয়।
রহিল দক্ষিণদিকে সংগ্রামে নির্ভয়॥
ত্রিগর্ত্ত সৌবল আদি যত মহাবীর।
বামভাগে রহিলেন নির্ভয় শরীর।
সাজিল কৌরব দল দেখি যুধিষ্ঠির॥
অর্জ্জুনে কহেন পরে ধর্ম্মরাজ ধীর॥
দেবাসুর নাহি সহে যাহার প্রতাপ।
সেই কর্ণ আইল করিয়া বীরদাপ॥
এই যে আইসে কর্ণ করিতে সংগ্রাম।
দেবাসুর ভয় পায় শুনিয়া যে নাম॥
কর্ণেরে জিনিয়া ভাই শীঘ্র যশ লও।
ত্রিভুবন মধ্যে যদি মহাবীর হও॥
যুধিষ্ঠির বাক্য শুনি ধনঞ্জয় বীর।
অর্দ্ধচন্দ্র নামে ব্যূহ করিলেন স্থির॥
বামশৃঙ্গে ভীমসেন সমরে দুর্জ্জয়।
দক্ষিণ শৃঙ্গেতে ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাশয়॥
মধ্যবর্ত্তি ধনঞ্জয় বীর ধনুর্দ্ধর।
পৃষ্ঠে রাজা যুধিষ্ঠির মাদ্রি পুত্র বর॥
যুদ্ধ সাজে রহিলেন দুই মহাবর॥
অর্জ্জুনের পার্শ্ববর্ত্তি নির্ভয় শরীর॥
ব্যূহমুখে বীরেরা করিল সিংহনাদ।
দুই দলে বাদ্য বাজে নাহি অবসাদ॥
কর্ণের বিক্রম দেখি কুরুকুলে গর্ব্ব।
দ্রোণের বীরত্ব যত করিলেন খর্ব্ব॥
দুই দলে যুদ্ধ হয় অতি অসম্ভব।
দুই দলে হানাহানি উঠে কলরব॥
রথে রথে গজেং পদাতি পদাতি।
অশ্বারোহী অশ্বারোহী অব্যাহত গতি॥
অর্দ্ধচন্দ্র বাণ আর ক্ষুরে ভল্লশর।
অক্ষয় সন্ধান করি এড়িল ডোমর॥
ঝাঁকেং অস্ত্র পড়ে ভরিয়া গগন।
পৃথিবী যুড়িয়া যেন সব যোদ্ধাগণ॥
যেন মহীতলে পূর্ণ অবতার ভানু।
যেমন পোড়ায় বন জ্বলন্ত কৃশানু॥
ঝাঁকেং অস্ত্রবৃষ্টি পুরিল ধরণী।
ধূলায় ধূসর নাহি দেখি দিনমণি॥
ক্রোধ করি ভীমসেন ধরি ধনুঃশর।
লম্ফদিয়া উঠিলেন মাতঙ্গ উপর॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকি শিখণ্ডী চেকিতান।
দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র বিক্রমে প্রধান॥

ভীমসেন বেড়ি সবে সিংনাদ করি।
রোষে বীর ধান যেন হস্তীকে কেশরি॥
বাহিনী মথিলা আসি বীর বৃকোদর।
দেখিয়া রোষিলা ক্ষেমমূর্ত্তি নৃপবর।
কুলুত দেশের রাজা ক্ষেমমূর্ত্তি নাম॥
বিক্রমে সিংহের প্রায় রণে অবিরাম।
মহাগজ আরোহিয়া অতি ক্রোধ মনে।
মারিল তোমর বাণ অগ্রে ভীমসেনে॥
শর মারি তোমর করিল খণ্ডখণ্ড।
ছয় বাণে বিন্ধিলেন সমরে প্রচণ্ড॥
ক্রোধ করি ভীমসেন বরিষয়ে শর।
ক্ষেমমূর্ত্তি নৃপতির হস্তীর উপর॥
শরাঘাতে ভঙ্গদিল গজেন্দ্র বিশাল।
রাখিতে না পারিলেন ক্ষেম মহীপাল॥
কতক্ষণে ক্ষেমমূর্ত্তি সুযোগ পাইলা।
ভীমের মাতঙ্গ বিন্ধি সমরে ধাইলা॥
ক্ষুর বাণে ভীমের কাটিল শরাসন।
অন্য ধনু লইলেন ভীম বিচক্ষণ॥
করিল নারাচাঘাতে হস্তীকে নিধন।
লম্ফ দিয়া এড়াইলা বীর বিচক্ষণ॥
ধন্য ধন্য বীর সবে বাখানে তখন।
ধন্য বীর ক্ষেমমূর্ত্তি বলে কুরুগণ॥
গদা হাতে ভীমসেন পাইলেন লাজ।
ক্ষেমমূর্ত্তি রাজার মরিলা গজরাজ॥
লাফ দিয়া ক্ষেমমূর্ত্তী হস্তী এড়াইল।
গদা মারি ভীমসেন ভূমিতে পাড়িল॥
সিংহের প্রতাপে যেন পড়িল মাতঙ্গ।
ক্ষেমমূর্ত্তি নিপাত বাহিনী দিল ভঙ্গ॥
তবে কর্ণ মহাবীর পাণ্ডবে ধাইল।
অতি ক্রোধে পাণ্ডব সৈন্যেতে প্রবেশিল॥
বাছিয়া বাছিয়া বাণ বরিষয়ে কর্ণ।
সর্পের সভায় যেন পড়িল সুপর্ণ॥
ভঙ্গ দিল বাহিনী পড়িল সব গজ।
ছয় বাণে পাড়িলেন যত রথধ্বজ॥
নিরন্তর কর্ণ বীর বরিষয়ে বাণ।
লক্ষ লক্ষ বীর পড়ে ভীম বিদ্যমান॥
অশ্বত্থামা বীর সনে যুঝে বৃকোদর।
কৃতবর্ম্মা সনে চিত্রসেন ধনুর্দ্ধর॥
বিন্দ অনুবিন্দ সহ সাত্যকির রণ।
প্রতিবিন্দ সহ যুঝে চিত্র যশোধন॥
দুর্য্যোধন সহিত যুঝেন যুধিষ্ঠির।
নারায়ণী সেনার সহিত পার্থ বীর॥

কৃপ আর ধৃষ্টদ্যুম্নে সমর দুর্জ্জয়।
কৃতবর্ম্মা সহিতে শিখণ্ডী মহাশয়॥
মদ্রপতি প্রতি শ্রুতকীর্ত্তির বিক্রম।
দুঃশাসন সহ সহদেব যম সম॥
বিন্দ অনুবিন্দ সহ হইল সংগ্রাম।
মহাবীর সাত্যকি রণেতে অনুপম।
দুই বীরে হানাহানি শব্দ হুহুঙ্কার।
দুই বীরে মহাযুদ্ধ শব্দ মার মার॥
বিন্দ অনুবিন্দ করে বাণ বরিষয়।
শত শত বাণ পড়ে নাহি তাহে ভয়।
কাটিলেক সাত্যকির দিব্য শরাসন।
আর ধনু হাতে নিলা বীর বিচক্ষণ॥
ক্ষুরপা বাণেতে পরে সাত্যকি প্রবীর।
তৃণ হেন কাটিলেন বিপক্ষের শির॥
অনুবিন্দ পড়িল দেখিল সহোদর।
মহাকোপে বিন্দবীর বরিষয়ে শর॥
সাত্যকির শরীরে রুধির পড়ে ধারে।
দুইজনে মহাযুদ্ধ সংগ্রাম ভিতরে॥
পরস্পর সারথি কাটিল অশ্ব রথ।
দোঁহে মহাবীর্য্যবন্ত বিখ্যাত জগত॥
দুই জন বিরথ করিয়া হৈল রণ।
পরস্পর মহাযুদ্ধে রত দুই জন॥
বাণে হানাহানি করি দুই মহাবীর।
বলহিন হইলেন নিস্তেজ শরীর॥
দুই জনে মিশামিশি বাজে দৃঢ় রণ।
বাণেতে জর্জ্জর তনু হন অচেতন॥
শ্রুতকর্ম্মা বিচিত্রে হইল মহারণ।
দুই বীর যুদ্ধ হয় দুই বিচক্ষণ।
ধ্বজ কাটা গেল পরে পরস্পর শরে।
দুই বীরে মিশামিশি সংগ্রাম ভিতরে॥
পরে শ্রুতকর্ম্মা বীর মহাধনুর্দ্ধর।
মাথা কাটি বিচিত্রের পাড়ে ভূমিপর॥
মাথা কাটে বিচিত্রের কৌরবের ত্রাস।
প্রতিবিন্দ মহাবীর পাইল প্রকাশ॥
পড়িল বিচিত্রসেন চিত্রসেন রোষে।
তাহার বিক্রম দেখি প্রতিবিন্দহাসে॥
কাটিল রথের ধ্বজ বিন্ধিল সারথি।
রণেতে থাকর হয় চিত্রসেন রথী॥
তবে শক্তি ফেলিয়া মারিল তার মাথে।
প্রতিবিন্দ মহাবীর কাটে অর্দ্ধ পথে॥
মহাগদা লয়ে বীর মারে আরবার।
রথের সারথি তাহে করিল সংহার॥

পুনরপি রথে চড়ি মহাধনুর্দ্ধর।
বিংশতি তোমর মারি ভেদিল অন্তর ॥
দুই বাহু পসারি পড়িল মহাবীর।
প্রতিবিন্দ মহাবীর সমরে সুধির ॥
শরে শর নিবারিয়া মারে কুরুদল।
আসিলেন ক্রোধে অশ্বত্থামা মহাবল ॥
সেইক্ষণে ভীমসেন হাতে নিল ধনু।
শরাঘাতে বিন্ধিলেন দ্রোণপুত্র তনু ॥
বলি সঙ্গে ইন্দ্র যেন করিল সংগ্রাম।
দুই বীর মহামত্ত যুদ্ধে অবিশ্রাম ॥
দিব্য অস্ত্র সন্ধান করয়ে দুই বীর।
নানা অস্ত্র বিন্ধে দোঁহে নির্ভয় শরীর ॥
সর্ব্বদিকে বিজুলি চমকে হেন দেখি।
তারা যেন গগণেতে ছুটয়ে নিরখি।
বাণেহ নিবারিল সমীর সঞ্চার।
দুই বীরে মহাযুদ্ধ হয় অন্ধকার ॥
মহাবল দুই বীর যুঝে মহাবলে।
প্রলয় সমরে যেন সমুদ্র উথলে ॥
সাধুহ প্রশংসা করেন মহাজন।
আকাশেতে দেখিলেন যত দেবগণ ॥
দুই বীরে বিকল হইয়া অচেতন।
কেহ কারে নাহি পারে সম দুই জন ॥
বাসুদেব সারথি অর্জ্জুন হাতে ধনু।
নব জলধর যেন ধরিলেন তনু ॥
বরিষাকালেতে যেন বরিষে নির্ঝর।
শর বৃষ্টি করিলেন পার্থ ধনুর্দ্ধর ॥
নারায়ণী সেনাকে মারেন পার্থ রোষে।
দিবাকর যেমন খদ্যোৎগণ নাশে ॥
লক্ষ লক্ষ বীরের কাটিল পার্থ মাথা।
কাটা গেল ধনু শর কত দণ্ড ছাতা ॥
বাণেতে কাটিয়া সৈন্য করিলেন রাশি।
সারিহ মাথা পড়ে গগণ পরশি ॥
গজ বাজি রথ রথী পড়ে সারিহ।
পড়িল যতেক সৈন্য লিখিতে না পারি ॥
ক্রুদ্ধ হয়ে আইলেন অশ্বত্থামা বীর।
দিব্য অস্ত্রে করিলেন সৈন্যকে অস্থির ॥
তবে দুই মহাবীরে হয় মহারণ।
শরে অন্ধকারাচ্ছন্ন নর নারায়ণ ॥
অতি ক্রোধে অর্জ্জুন করেতে লয়ে শর।
করিলেন দ্রোণি তনু বাণেতে জর্জ্জর ॥
মগধাধিপতি জিনি দণ্ডধর নাম।
হস্তী অশ্ব লইয়া আইল অগ্রধাম ॥
মহাবীর দণ্ডধর করিলেন রণ।
সেইক্ষণে অর্জ্জুন কাটিল হস্তীগণ ॥
বজ্রাঘাত হয় যেন পর্ব্বত উপর।
অর্জ্জুনের বাণে গজ পড়িল বিস্তর ॥
অর্দ্ধচন্দ্র বাণে তারে করিল সংহার।
হস্তী হৈতে ভূমিতে পড়িল দণ্ডধর ॥
অনিবার মহাযুদ্ধ করিল অর্জ্জুন।
যুগান্ত প্রলয় যেন সংগ্রামে নিপুণ ॥
পাণ্ডবের সেনাপতি আর বীরচয়।
যুঝিতে লাগিল সবে হইয়া নির্ভয় ॥
অশ্বত্থামা বীর হস্তে সেনানী সংহার।
ক্রোধভরে আইলেন অর্জ্জুন দুর্ব্বার ॥
দুই জনে মহাযুদ্ধ বাণ বরিষণ।
কর্ণ সহ কুরুদল আইল তখন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

কর্ণের সহিত যুদ্ধে নকুলের পরাভব।

দুঃশাসনে জিনিয়া নকুল মহাবীর।
কর্ণের অগ্রেতে গেল নির্ভয় শরীর ॥
বুভুক্ষু ভুজঙ্গ যেন নকুল প্রচণ্ড।
তীক্ষ্ণ বাণে করিলেন সৈন্য লণ্ডভণ্ড ॥
সৈন্য রক্ষা করিলেন কর্ণ ধনু ধরি।
দর্প করি নকুল বলিল অগ্রসরি ॥
যাহা ছিল কর্ণ তুই করিলি প্রকাশ।
তো হইতে ক্ষত্রকুল হইল বিনাশ ॥
আজি রণমধ্যে তোরে করিব সংহার।
কৃত কৃত্য হইবেন ধর্ম্ম অবতার ॥
হাসিয়া বলিল কর্ণ তুই অল্পজ্ঞান।
কিছু না জানিস ক্ষুদ্র বিক্রম বিধান ॥
কি কর্ম্মেতে প্রশংসা করিস আপনাকে।
উৎসন্ন হইবি আজি কর্ম্মের বিপাকে ॥
এত বলি নকুল রোষিয়া কর্ণবীর।
পঞ্চ শত বাণে তার বিন্ধিল শরীর ॥
তীক্ষ্ণ বাণে কর্ণ তার কাটিলেন ধনু।
আর শত বাণে তার বিন্ধিলেন তনু ॥
অন্য ধনু লয়ে বীর নকুল সুমতি।
ত্রিশ বাণে কর্ণকে বিন্ধিল শীঘ্রগতি ॥
তিন বাণ সারথিরে মারিল প্রচণ্ড।
ক্ষুরবাণ মারি তারে করিল দ্বিখণ্ড ॥
উনত্রিশ বাণ পরে মারিলেন কর্ণ।
সর্ব্বগাত্রে রক্ত পাত দেখিতে বিবর্ণ ॥

আকর্ণ পুরিয়া বাণ মারিল নকুল।
কর্ণের ধনুক কাটি করিল আকুল ॥
আর ধনু লয় কর্ণ সংগ্রাম ভিতর।
সে ধনুক কাটিলেন নকুল সুন্দর ॥
আর ধনু লয়ে কর্ণ যুড়িলেন শর।
শরে শরে আচ্ছন্ন নকুল ধনুর্দ্ধর ॥
শরে শর নিবারিল নকুল প্রচণ্ড।
মহাবীর কর্ণ শর করিলা দ্বিখণ্ড ॥
কর্ণ বাণে গগণে হইল অন্ধকার।
সূর্য্যের কুমার বীর সূর্য্য অবতার ॥
কাটিলা হাতের ধনু রথের সারথি।
সচিন্তিত হইল নকুল মহামতি ॥
চারি ঘোড়া কাটিলেন সমরে প্রচণ্ড।
তৃণ হেন করিলা বিমান খণ্ড২ ॥
কাটি ধ্বজ পতাকা গাত্রের যত স্বর্ণ।
শর হানি বীরবর করিলা বিবর্ণ ॥
নকুল পরিঘ লয়ে ধাইল সত্বর।
পরিঘ কাটিলা শরে কর্ণ ধনুর্দ্ধর ॥
ভয়েতে নকুল পরে চান চারিভিত।
পরিহাস করিলেন কর্ণ সুপণ্ডিত ॥
গলায় ধনুক নিয়া বান্ধিয়া রাখিল।
মনেতে নকুলবীর সঙ্কট ভাবিল ॥
হাসিয়া বলয়ে কর্ণ শুন শিশুমতি।
যুদ্ধ না করিবা আর গুরুর সংহতি ॥
আপনার সমান সহিত কর রণ।
বলবান সহ নাহি যাবে কদাচন ॥
কভু না করিবা রণ চলি যাও ঘরে।
কহ গিয়া তোমার সকল সহোদরে ॥
এত বলি কর্ণ বীর নকুলে এড়িল।
কুন্তীর বচন মানি প্রাণে না মারিল ॥
লজ্জিত নকুল বীর কর্ণের বচনে।
চলিলা আপন দলে বিরস বদনে ॥
পঞ্চালে দেখিলা পরে সূর্য্যের নন্দন।
হাতে যমদণ্ড খাণ্ড করিয়া গর্জ্জন ॥
পাণ্ডবের সেনাপতি পঞ্চাল ভূপতি।
পাণ্ডবের সেনাপতি উলূক সুমতি ॥
দুই দলে মহারণে মত্ত দুই জন।
পশিলা সমর মাঝে পঞ্চাল রাজন ॥
বাধিল তুমুল রণ বীর দুই জনে।
সকল পঞ্চালগণ ধায় এক মনে ॥
নিবারিল শরজালে কর্ণ বীরবর।
সন্ধান করিলা বাণ নির্ভয় অন্তর ॥

একে২ করিলেন বাণের প্রহার।
রথধ্বজ পতাকাদি করিল সংহার ॥
ভঙ্গ দিয়া সব দল চারিভিতে চায়।
মৃগেন্দ্র দেখিয়া যেন গজেন্দ্র পলায় ॥
কেহ কারে নাহি চায় পলায় সর্ব্বজন।
রাখিতে না পারিলেন অর্জ্জুন তখন ॥
ক্রোধ মুখে অর্জ্জুন কর্ণের পানে চান।
সিংহ যেন গজরাজে ধায় ক্ষুধাবান।
পার্থ বীরে কর্ণ বাণ মারেন তখন।
শিশির পাইয়া যেন শোষয়ে তখন ॥
অর্জ্জুন মারিল বাণ উঠিল আকাশে।
অন্ধকার হৈল যেন মিহির প্রকাশে ॥
কোথায় মুষল বৃষ্টি পরিঘ বিশাল।
কোথায় বা শেল পড়ে কোথা ভিন্দিপাল ॥
অর্জ্জুনের বাণ পড়ে যমের দোসর।
ভয়ে চক্ষু বুজিল সকল কুরুবর ॥
নর অশ্ব গজ রথ পড়ে সারি সারি।
কুরুদল ভাঙ্গিল সহিতে নাহি পারি ॥
যুগান্ত কালেতে যেন প্রলয় তরঙ্গ।
মহাত্রাসে কুরুদল রণে দিল ভঙ্গ ॥
দিবা অবশেষ হৈল রজনী প্রবেশে।
সকল কৌরব গেলা আপনার বাসে ॥
বিজয় দুন্দুভি বাজে পাণ্ডবের দলে।
শিবিরে চলিলা রাজা অতি কুতূহলে ॥
শিবিরেতে গেলা দুর্য্যোধন মহারাজ।
অর্জ্জুনের যুদ্ধেতে পাইয়া বড় লাজ ॥
কারু নাহি বাহন কাহারো নাহি ধন।
অর্জ্জুনের বাণে সবে ছিন্ন ভিন্ন তনু ॥
মুখেতে গদ গদ বাণী বদন বিবর্ণ।
অপমানে বসিলেন ভূমিতলে কর্ণ ॥
দশন ভাঙ্গিয়া যেন গজ পলাইল।
মহা ভুজঙ্গম যেন চরণে দংশিল ॥
সেই মত কৌরবগণ লজ্জিত হইল।
মনোদুঃখে দুর্য্যোধন শিবিরে বসিল ॥
বলিলেন নিশ্বাস ছাড়িয়া দুর্য্যোধন।
কি করিব কি হইবে কহ বীরগণ ॥
দেখিয়া শুনিয়া পরে কর্ণ মহাবল।
ক্রোধেতে জ্বলিলা যেন জলন্ত অনল ॥
হাতে হাত কচালয়ে সর্প যেন শ্বাসে।
অহঙ্কারে কর্ণ বীর চাহিলা আকাশে ॥
দুর্য্যোধন মুখ চাহি ভাবে বীরকর্ণ।
দেবাসুর মধ্যে যেন রোষিল সুবর্ণ ॥

যে ছা মধ্যে বুদ্ধিমান অর্জ্জুন বিশেষে।
কৃষ্ণ তার সহায় মন্ত্রণা উপদেশে ॥
করযোড়ে বলিলেন কর্ণ মহাশয়।
আজি তার গর্ব্ব আমি ভাঙ্গিব নিশ্চয় ॥
কর্ণের বচনে হৃষ্ট চিত্ত দুর্য্যোধন।
উল্লাসিত হইলেন কুরু সৈন্যগণ ॥
মহাবীর কর্ণ যুদ্ধে অপমান গণি।
ফুকারিয়া চিন্তে কাটিল রজনী ॥
প্রভাতে গেলেন সবে সভা বিদ্যমানে।
মূর্ত্তিমান সর্প যেন আপনা রাখনে ॥
মম সম বীর নাহি ভুবন ভিতরে।
কোন গুণে অর্জ্জুন অধিক গর্ব্ব করে ॥
আজি তারে মারিয়া পাঠাব যমঘরে।
কিম্বা সে মারিবে মোরে সংগ্রাম ভিতরে ॥
গাণ্ডীব নামেতে ধনু আছে তার করে।
বিজয় নামেতে ধনু রাম দিল মোরে ॥
বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত বিজয় শরাসন।
ইন্দ্র ধরি করিলেন অসুর নিধন ॥
বাসবেরে সেবিয়া পাইল ভৃগুরাম।
রাম মোরে দিলেন সে ধনু অনুপাম ॥
দিব্যং অস্ত্র দিল রাম মহাবীর।
অক্ষয় কবচ বাহে অক্ষয় শরীর ॥
অর্জ্জুনেরে মারিয়া তোমাকে দিব বশ।
সাগরান্ত পৃথিবী করিয়া দিব বশ ॥
অর্জ্জুনের সারথি আপনি নারায়ণ।
আমা হৈতে অধিক সে এই সে কারণ ॥
কৃষ্ণের সমান গুণ ধরে সে বিশাল।
আমার সারথি হন শল্য মহীপাল ॥
কর্ণের বচনে তুষ্ট রাজা দুর্য্যোধন।
আপনি চলিল পরে শল্যের সদন ॥
সবিনয়ে তাঁহাকে বলিল স্তুতি করি।
কর্ণের সারথি হও বৈস রথোপরি ॥
বলিলেন শল্য আমি ভুবনে বিখ্যাত।
কি ছার মনুষ্য কর্ণ রথী সবে জ্ঞাত ॥
রথেতে সারথি আমি হইব তাহার।
হেন অপযশ আর না কর আমার ॥
মরা না সহিতে পারে মম অস্ত্র বল।
প্রতাপে শুষিতে পারি সমুদ্রের জল ॥
মম অপমান না করিবা দুর্য্যোধন।
আজ্ঞা কর মহারাজ যাই নিকেতন ॥
এত বলি শল্যরাজ উঠিয়া চলিল।
স্তুতি করি দুর্য্যোধন কহিতে লাগিল ॥

আপনা হইতে যার হয় শ্রেষ্ঠগুণ।
তাহাকে সারথি করি সংগ্রাম নিপুণ ॥
ত্রিপুরে দহিতে যবে যান শূলপাণি।
করিলেন ব্রহ্মাকে সারথি তত্ত্ব জানি ॥
জানি তুমি মহাবীর পুরুষ প্রধান।
মম দলে বীর নাহি তোমার সমান ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ শকুনি সৌবল।
অশ্বত্থামা ভগদত্ত তুমি মহাবল ॥
এই সব বীর লয়ে মম অহঙ্কার।
ছলযুদ্ধে অনেকেরে করিল সংহার।
তুমি আর কর্ণ বীর দুই অবশেষে।
অর্জ্জুনে মারিতে যত্ন করিবা বিশেষে ॥
দুর্য্যোধন রাজার শুনিয়া পরিহার।
সারথি হইতে শল্য কৃত অঙ্গীকার ॥
নানা অস্ত্র পরিপূর্ণ পতাকা নিশ্চয়।
চড়িল কর্ণের রথে শল্য মহাশয় ॥
হাতেতে পাঁচনি লৈয়া হইল সারথি।
যুদ্ধ করিবারে কর্ণ যান মহামতি ॥
শল্যের অগ্রেতে কর্ণ মত্ত অভিমানে।
চিত্ররথ সহিত দহিব একা রণে ॥
যদি মম সহিতে কুবের দেবরাজ।
জিনিব সবারে আজি সংগ্রাম সমাজ ॥
সবারে মারিয়া আজি মারিব অর্জ্জুন
দুই দলে দেখিবেক আজি মম গুণ ॥
কর্ণ বাণী শুনিয়া বলিল শল্যপতি।
বিষম বীরত্ব তোর অহঙ্কার অতি ॥
অশক্ত দুর্ব্বল তুমি নহ পার্থ সম।
ধনঞ্জয় মহাবীর পুরুষ উত্তম ॥
যদুসেনা জিনিয়া সুভদ্রা আনে হরি।
হিমালয়ে শঙ্করে তুষিল যুদ্ধ করি ॥
দহিল খাণ্ডববন জিনি দেবগণে।
গন্ধর্ব্ব জিনিয়া রাখে রাজা দুর্য্যোধনে ॥
আপনি হারিলা তুমি উত্তর গোগৃহে।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আদি প্রতাপ না সহে ॥
প্রাণপণে পার্থ সহ যদি কর রণ।
জানিব নিশ্চয় আজি তোমার মরণ ॥
অনাদরে শল্যেরে চাহিল কর্ণ বীর।
জয়হ করিয়া চলিল শল্য বীর ॥
রথ চালাইল বীর পবনের বেগে।
প্রবেশিল কর্ণ বীর সংগ্রামের আগে ॥
পাণ্ডবের বাহিনী সম্মুখে রথ দেখে।
সাহঙ্কারে কর্ণ বীর বলয়ে কৌতুকে ॥

যে মোরে দেখাবে আজি ধনঞ্জয় বীরে।
সুবর্ণ ভূষিত তার করিব শরীরে॥
যে মোরে দেখাবে আজি পার্থ ধনুর্দ্ধর।
এক শত গ্রাম দিব পরম সুন্দর॥
যে মোরে দেখাবে পার্থে সংগ্রাম ভিতর।
সুবর্ণে মণ্ডিত হস্তি দিব মনোহর॥
পঞ্চ শত অশ্ব দিব মণিতে মণ্ডিত।
চারি শত গাবী দিব বৎসের সহিত॥
ছয় শত রথ দিব রত্নে সুশোভিত।
এক শত দাসী দিব রত্নেতে ভূষিত॥
যে আমারে দেখাইবে অর্জ্জুন দুর্জ্জয়।
যাহা চাহে তাহা দিব জানিবে নিশ্চয়॥
অর্জ্জুন সহিত কৃষ্ণ করিয়া সংহার।
যত ধন পাব আমি সকলি তাহার॥
এত বলি কর্ণ বীর করিল নিনাদ।
সকল কৌরব করে জয় জয় বাদ॥
তবল দুন্দুভি বাজে মৃদঙ্গ বহুল।
সৈন্য করে সিংহনাদ শব্দেতে তুমুল॥
বলিলেন শল্যরাজ শুন কর্ণ বীর।
দেখিয়া অর্জ্জুন বীর না হইবে স্থির॥
কি কারণে দিবে ধন অশ্ব হস্তীগণে।
কৃষ্ণ সহ অর্জ্জুনে দেখিবে বিদ্যমানে॥
বল কৃষ্ণার্জ্জুনে আমি করিব সংহার।
হেন ছার বাক্য কহ করি অহঙ্কার॥
বন্ধুগণ তোমারে না করে নিবারণ।
কাল পরিপূর্ণ হৈল হইবে মরণ॥
গলায় বান্ধিয়া শিলা সমুদ্র তরিবা।
একেশ্বর যুদ্ধ কর কিসে প্রশংসিবা॥
একত্র হইলে যুদ্ধ সকল কৌরবে।
অর্জ্জুনের ঠাঁই তবু পরাভব হবে॥
দুর্য্যোধন আদি করি বলি সবাকারে।
শুন কর্ণ যদি বাঞ্ছা থাকে বাঁচিবারে॥
সবান্ধবে লও গিয়া ধর্ম্মের শরণ।
তবে সে অর্জ্জুন করে হইবে তারণ॥
শল্যের বচনে পুনঃ কর্ণ বীর রোষে।
না বুঝিয়া জ্ঞানহীন মহাজনে দোষে॥
অর্জ্জুন প্রশংসা করে মোরে নাহি ধরে।
আজি অর্জ্জুনেরে আমি মারিব সমরে॥
বজ্র হস্তে আসিলেও দেবের ঈশ্বরে।
নিবারিতে নারিলেন কর্ণ ধনুর্দ্ধরে॥
বলিলেন শল্য কর্ণ নাহি কর দাপ।
আপনি জানিবে মনে অর্জ্জুন প্রতাপ॥

দুই জনে বিসম্বাদ হইল বিস্তর।
ক্রুদ্ধ হয়ে যান কর্ণ সংগ্রাম ভিতর॥
সৈন্যগণ সহ গেল রাজা দুর্য্যোধন।
শকুনি সৌবল কৃপ দ্রোণের নন্দন॥
দুঃশাসন কৃতবর্ম্মা উলুক নৃপতি।
সাজিয়া আইল পরে সব নরপতি॥
ব্যূহ করি কর্ণ বীর হন অগ্রয়ান।
দুই পার্শ্বে দুই বীর কর্ণের সমান॥
অর্জ্জুনে কহিল পরে রাজা যুধিষ্ঠির।
সংগ্রামে সাজিল দেখ আজি কর্ণ বীর॥
প্রতি ব্যূহ করি শীঘ্র কর নিবারণ।
সৈন্য যেন নাহি মারে রাধার নন্দন॥
রাজার আদেশ লাভে বীর ধনঞ্জয়।
প্রতিব্যূহ করিলেন বিপক্ষ বিজয়॥
অগ্নিদত্ত রথে বীর আরোহণ করি।
কৃষ্ণ সঙ্গে সাজিলেন নানা অস্ত্র ধরি॥
দুন্দুভি মৃদঙ্গ শঙ্খ বাজিল মাদল।
সিংহনাদ করি সৈন্য করে কোলাহল॥
নারায়ণী সেনা আর সংসপ্তকগণ।
চতুর্দ্দিকে বেড়ি শর করে বরিষণ॥
সংসপ্তক সাগরে বেষ্টিত ধনঞ্জয়।
সেই যুদ্ধে অর্জ্জুনের পরাভব হয়॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

কর্ণের সহিত যুদ্ধ যুধিষ্ঠীরের পরাভব।

কর্ণের বচনে শল্য বলিলেন দাপে।
বিস্তর কহিলা তুমি অতুল প্রতাপে॥
এই দেখ রণে আসে সর্ব্ব সৈন্যগণ।
কাহার সামর্থ করে পার্থে নিবারণ॥
হেন দেখ ভীমসেন নকুল কুমার।
সহদেব বীর দেখ পর্ব্বতের সার॥
মহারাজ যুধিষ্ঠীর দেখ বিদ্যমান।
ধৃষ্টদ্যুম্ন সেনাপতি অগ্নির সমান॥
দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র কি দিব তুলনা।
ইহাদের অগ্রসর হবে কোন জনা॥
শিখণ্ডী সাত্যকী দেখ রাজা বিদ্যমান।
চলিল সমরে আজি হয়ে সাবধান॥
সিদ্ধ হৈল মনোরথ দেখ ধনঞ্জয়।
সংগ্রামে করিব আজি অর্জ্জুনের জয়॥
এই কথা কহিতে মিশিল দুই দল।
মহাযুদ্ধ বাধিল হইল কোলাহল॥

ক্রোধ করি কর্ণ বীর প্রবেশিল রণে।
সিংহ যেন চলি যায় কুতূহল মনে ॥
প্রবেশিয়া কর্ণ বীর করিলেন রণ।
মারিলেন বাছাই বড় বীরগণ ॥
সংগ্রামেতে প্রবেশিল কর্ণের কুমার।
দশ বাণে ভীম তারে করিল সংহার ॥
সাক্ষাতে দেখিয়া কর্ণ দুঃখিত অন্তর।
কাটিল পুত্রের মাথা বীর বৃকোদর ॥
কর্ণ পুত্রে কাটিল কাটিল কৃপ ধনু।
তিন বাণে বিন্ধিলেন দুঃশাসন তনু।
ছয় বাণে শকুনিরে করিল বিকল।
রথ কাটি বিন্ধিল উলূক মহাবল ॥
থাকহ সুষেণ কাটিব তোর শির।
এত বলি মারিলেন বাণ ভীম বীর ॥
তিন বাণে বিন্ধিলেন কর্ণ বীর তাকে।
সুষেণ মারেন অস্ত্র পড়ে ঝাঁকেরে।
নকুল সহিতে যুদ্ধ বাড়িল বহুল।
দুঃশাসন সাত্যকিতে সংগ্রাম তুমুল ॥
অতি ক্রোধে কর্ণ বীর রণে প্রবেশিল।
সজ্জীভূত ইন্দ্র যেন সমরে আইল ॥
একে কর্ণ মহাবীর তাহে অপমান।
নিজ পুত্র পড়িল আপন বিদ্যমান ॥
যুধিষ্ঠির সঙ্গে যুদ্ধ করি কর্ণ বীর।
ক্রোধে উত্তরিল কর্ণ কাঁপয়ে শরীর ॥
একবারে যুড়িলেন শত শত বাণ।
করিলেন পাণ্ডবের সৈন্য খানখান ॥
মহ ধনুর্দ্ধর বীর বরিষয়ে শর।
বিচিত্র বিক্রম দেখি কর্ণ ধনুর্দ্ধর ॥
না পারেন রথিগণে নিবারিতে শরে।
একেশ্বর কর্ণ যুঝে পাণ্ডব সমরে।
গজ বাজি ধ্বজ ছত্র রথ সারি সারি।
অযুতং পড়ে লিখিতে না পারি ॥
মুণ্ড কাটা পাড়ে কারু কুণ্ডল সহিত।
অস্ত্র সহ হস্ত কাটি পাড়িল ত্বরিত ॥
যুধিষ্ঠির রাখিতে ধাইল বহু দল।
দৃষ্টি মাত্রে কাটিলেন কর্ণ মহাবল ॥
বলিলেন যুধিষ্ঠির কর্ণে উচ্চৈঃস্বরে।
শুন কর্ণ এক কথা বলিব তোমারে।
দুর্য্যোধন বাক্যে কর মম সহ রণ।
যুদ্ধ অভিলাষ তব খণ্ডাব এখন ॥
মারিলেন এত বলি ধর্ম্মে দশ বাণ।
শরাসন কাটিলেন কর্ণ ধনু খান ॥

ক্রোধভরে যুধিষ্ঠির যেন হুতাশন।
টঙ্কারিয়া লইলেন অন্য শরাসন ॥
যমদণ্ড সমান প্রখর ভয়ঙ্কর।
মহেশের শূল যেন জ্বলে বৈশ্বানর ॥
বজ্রের সমান সেই বাণ যুধিষ্ঠির।
কর্ণের দক্ষিণ ভাগে বিন্ধিল শরীর ॥
বেদনা পাইল বড় কর্ণ ধনুর্দ্ধর ॥
মূর্চ্ছিত হইল তাহে রথের উপর ॥
অবশ হইল তনু খসি পড়ে ধনু।
অশোক কিংশুক যেন রক্তে বহে তনু ॥
হাহাকার কুরুদলে প্রচুর হইল।
ধর্ম্ম সৈন্যে জয়ধ্বনি প্রকাশ করিল ॥
মহাসিংহনাদ করে পাণ্ডবের দল।
ক্ষণ পরে উঠিলেন কর্ণ মহাবল ॥
যুধিষ্ঠির নিধন চিন্তিল মনেমন
টঙ্কারিয়া হাতে নিল দিব্য শরাসন ॥
বিজয় নামেতে ধনু নিল আরবার।
যাহাতে আছয়ে চন্দ্র সূর্য্যের আকার ॥
সত্যসেন সুষেণ কর্ণের দুই সুত।
তিন বাণে ধর্ম্মে বিন্ধে বিক্রমে অদ্ভুত ॥
বিন্ধিল রাজন সত্যসেনের শরীরে।
তিন বাণে বিন্ধিলেন কর্ণ মহাবীরে ॥
সর্ব্ব অস্ত্র নিবারিল কর্ণ একেশ্বরে।
সপ্তবাণে বিন্ধিলেন ধর্ম্ম নরবরে ॥
রাজাকে রাখিতে মন যত যোদ্ধাগণ।
ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমসেন দ্রুপদ নন্দন ॥
সহদেব সুষেণ নকুল কাশীপতি।
শিশুপাল তনয় আইল শীঘ্রগতি ॥
একেবারে অস্ত্র পড়ে কর্ণের উপর।
সর্ব্ব অস্ত্র নিবারিল কর্ণ ধনুর্দ্ধর ॥
পাণ্ডবের সৈন্য সর্ব্ব করিলেন ক্ষয়।
কালান্তক যম যেন কর্ণ মহাশয় ॥
কাটিলেন যুধিষ্ঠির ভূপতির ধনু।
সন্ধান পুরিয়া বীর বিন্ধিলেন তনু ॥
কবচ কাটিয়া পড়ে ধরণী উপরে।
রুধির পড়িছে ধারে ধর্ম্ম কলেবরে ॥
শক্তি অস্ত্র মারিলেন রাজা যুধিষ্ঠীর।
শক্তি হানি ভেদিলেন কর্ণের শরীর ॥
অতি ক্রোধে কর্ণ বীর মারি তীক্ষ্ণশর।
সেই শরে বিন্ধিলেন ধর্ম্ম কলেবর ॥
হৃদয়ে বিন্ধিল বাণ বিন্ধিল কপাল।
ধ্বজ ছত্র কাটি পড়ে বিক্রমে বিশাল ॥

গজ অশ্ব কাটা গেল হইল প্রমাদ।
ছিন্ন ভিন্ন সর্ব্ব সৈন্য করে আর্ত্তনাদ॥
অন্য রথে চড়িলেন ধর্ম্ম নৃপবর।
রথ চালাইয়া দিল সৈন্যের ভিতর॥
আনিলেন কর্ণ বীর পাণ্ডবের সাথে।
উপহাস করিলেন ধর্ম্মের সাক্ষাতে।
ক্ষত্রকুলে জন্মিয়াছে তুমি মহাজন।
বাণেতে কাতরহইয়া পরিহর রণ॥
ক্ষত্রধর্ম্মে কুশল তোমাকে নাহি গণি।
ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মেতে যে তোমাকে বাখানি॥
আর যুদ্ধ না করিহ কর্ণ বীর সনে।
যদি প্রাণে রক্ষা পাও যাও নিজ স্থানে॥
এত বলি কর্ণ বীর ছাড়িল ভূপতি।
ক্ষমিব সকল বীর কর্ণ সেনাপতি॥
ক্রোধেতে আইল ভীম মহাবল ধর।
রাজারে করিল পাছু দুই সহোদর॥
কর্ণ বীর সমাগমে হয় মহারণ।
বিমানেতে থাকিয়া দেখেন দেবগণ॥
কালদণ্ড সম যেন বিজুলি ঝঙ্কার।
কর্ণেরে মারিল ভীম যম অবতার।
শরে কর্ণ বীরের করিল ছারখার।
মহাশব্দে ভীমসেন করে মার মার॥
হাতে ধনু লয় ভীম সমরে প্রচণ্ড।
হানি বাণ রাধেয় করেন খণ্ড খণ্ড॥
দুই বীর শরবৃষ্টি করিল প্রকাশ।
অন্ধকার ময় শূন্যে না চলে বাতাস॥
আকর্ণ পুরিল কর্ণ পুরিয়া সন্ধান।
ভীমের হাতের ধনু করি দুই খান॥
গদাঘাত কর্ণেরে করিল বৃকোদর।
মূর্চ্ছিত হইল কর্ণ রথের উপর॥
রথ নিয়া পলাইল সারথি সত্বর।
ক্ষণেকে চেতন পান কর্ণ ধনুর্দ্ধর॥
বহুযুদ্ধ করিলেন নির্ভয় শরীর।
দুই মহাবীর্য্যবন্ত দুই মহাবীর।
অশ্বত্থামা বীর পরে প্রতিজ্ঞা করিল।
রাজার গোচরে গিয়া এমত বলিল॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর বটে মম পিতৃবৈরী।
তোমাকে তুষিব আজি তাহাকে সংহারি॥
বিনা ধৃষ্টদ্যুম্ন বধে যুদ্ধ নাহি করি।
আজিকার যুদ্ধে আমি পিতৃবৈরী মারি॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া বীর আইলেন রণে।
ধৃষ্টদ্যুম্ন সেনাপতি আইল তখনে॥
হুহুঙ্কার করি যুঝে দ্রোণ পুত্রসনে।
পশ্বত্থামা মহাবীর মিলিল তখনে॥
মহাবীর অশ্বত্থামা সংগ্রামে নিপুণ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বীরের কাটিল ধনুগুণ॥
অশ্ব সহ সারথিরে করিলসংহার।
সমরে নির্ভয় বীর দ্রোণের কুমার॥
ক্রোধভরে আইলেন অশ্বত্থামা বীর।
ধৃষ্টদ্যুম্ন বীরের কাটিয়া গেল শির॥
ভীমসেন করিলেন তাঁহে পরিত্রাণ।
আকাশে অমরগণ করিল বাখান॥
মহাবীর কর্ণোপরে বরিশয়ে শর।
বরিষায় মেঘ যেন বরিষে নির্ঝর॥
ভাঙ্গিল পাণ্ডব সৈন্য কর্ণ বীর শরে।
রাখিতে না পারিলেন ধর্ম্ম নৃপবরে॥
পুনঃ যুধিষ্ঠির ধান কর্ণ মহাবীর।
বিন্ধিল নারাচ বাণে রাজার শরীর॥
যুধিষ্ঠির হৃদয়ে বিন্ধিল সাত বাণ।
ধর্ম্মের শীরর বিন্ধি করে খান খান॥
দেখিবারে রাজারে আইল যোদ্ধাগণ।
কর্ণ বীর বাণেতে করিল নিবারণ।
সহদেব নকুল থাকিয়া দুই পাশে।
দুই ভাই কুরু সৈন্য মারিল অশেষে॥
ত্রিভুবনে বীর নাহি কর্ণের সমান।
কাটিল রাজার ধনুকরি দুই খান॥
এক বাণে কাটিল হাতের শরাসন।
শর ধনু কাটিয়া পাড়িল সেইক্ষণ॥
অবিলম্বে অশ্ব রথ কাটি কর্ণ বীরে।
অস্ত্রবৃষ্টি করিলেন ধর্ম্মের শরীরে॥
দুই ভাই চড়িলেন সহদেব রথে।
পুনরপি কর্ণ বীর ধনু নিল হাতে॥
পাণ্ডবের মাতুল মদ্রের অধিপতি।
কর্ণের সারথি শল্য বীর মহামতি॥
ভাগিনার দুঃখ দেখি কৃপয়ে আকুল।
বলিলেন বিস্তর পাণ্ডব অনুকূল॥
শুন কর্ণ মহাশয় আমার বচন।
আপন প্রতিজ্ঞা তুমি করিলে হেলন॥
অর্জ্জুনের সনে রণ প্রতিজ্ঞা করিলে।
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির সঙ্গে আরম্ভিলে॥
অস্ত্রহীন যুধিষ্ঠির কবচ রহিত।
তাঁহাকে বান্ধিতে কর্ণ নয়ত উচিত॥
পার্থে এড়ি যুধিষ্ঠির মারিবারে আশ।
কৃষ্ণ সনে অর্জ্জুন করিবে উপহাস॥

শল্যের বচন শুনি ফিরি কর্ণ বীর।
লজ্জান্বিতে শিবিরে গেলেন যুধিষ্ঠীর ॥
রথ হৈতে নামিলেন ধর্ম্ম নরপতি।
সরক্ত শরীর রাজা বিগলিত মতি ॥
সহদেব নকুলেরে পাঠান সত্বর।
যথা যুদ্ধ যুক্ত মহাবীর বৃকোদর ॥
যুধিষ্ঠীরে এড়ি কর্ণ যান অন্য জনে।
মৃগযুথ মধ্যে যেন গজেন্দ্র গমনে ॥
যত অস্ত্র ভৃগুরাম দিলা মহাবীর।
মারিলেন কর্ণ বীর নির্ভয় শরীর ॥
পাণ্ডবের সৈন্যেতে পড়িল হাহাকার।
যুগান্তের যম যেন করিল সংহার ॥
অর্জ্জুনহ করি মহানন্দ করে।
ধনঞ্জয় ধনুর্দ্ধর নাহি এ সমরে ॥
সংসপ্তকগণ সঙ্গে সংগ্রাম দুষ্কর।
আসিতে অর্জ্জুন নাহি পান অবসর ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন শুন ধনঞ্জয় বীর।
সৈন্য সব সংহার করিল কর্ণ বীর ॥
পরশুরামের অস্ত্র করিয়া সন্ধান।
লক্ষ কোটি বাণ মারে দেখি বিদ্যমান ॥
যুগান্তের যম যেন কর্ণ বীর ধায়।
হের দেখ সৈন্য সব সম্ভ্রমে পলায় ॥
কৌরবের সৈন্য সব করে সিংহনাদ।
পাণ্ডবের সৈন্য করে বহুল বিবাদ ॥
প্রাণ উপেক্ষিয়া যুদ্ধ করে বৃকোদর।
যুধিষ্ঠীরে নাহি দেখ সংগ্রাম ভিতর ॥
ধনঞ্জয় শুনিয়া কহিলা গদাধরে।
শীঘ্র রথ চালাও দেখিব যুধিষ্ঠীরে ॥
সংসপ্তকগণ মম আছে অবশিষ্ট।
শীঘ্রগতি চল প্রভু দেখি গিয়া জ্যেষ্ঠ ॥
অর্জ্জুন বচনে কৃষ্ণ দেন অনুমতি।
যুধিষ্ঠির স্থানে ত্বরা যান শীঘ্রগতি ॥
শংখনাদ করিয়া বলেন ধনঞ্জয়।
অর্জ্জুনে ধাইলা অশ্বত্থামা মহাশয় ॥
দিব্য অস্ত্র দুই বীর করিলা সন্ধান।
দেবাসুর যুদ্ধ যেন না হৈল বিধান ॥
দ্রোণ পুত্রে জিনিয়া অর্জ্জুন মহাবীর।
ভীমের পশ্চাতে আসি হইলেন স্থির ॥
জিজ্ঞাসেন ভীমসেন রাজার বৃত্তান্ত।
কর্ণ যুদ্ধ কথা ভীম কহিলা আদ্যন্ত ॥
কর্ণ শরে বিহ্বল হইল কলেবর।
গেলেন বিশ্রাম রাজা শিবির ভিতর ॥
বাঁচিলেন দৈবে ভাই ধর্ম্ম নরপতি।
এত বলি নিশ্বাস ছাড়িয়া মহামতি ॥
শুনিয়া বলিল কৃষ্ণ অর্জ্জুন দুর্জ্জয়।
ভীমেরে বলিল পরে বীর ধনঞ্জয় ॥
কৃপ কর্ণ দ্রোণ পুত্র রাজা দুর্য্যোধন।
ইহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিব এখন ॥
আমি হেথা যুদ্ধ করি তুমি যাও তথা।
বৃত্তান্ত কহিয়া আইস নৃপবর যথা ॥
ভীমসেন বলিলেন আমি আছি রণে।
হইতেছে মম যুদ্ধ কুরু সৈন্য সনে ॥
এইকালে যদি এড়ি যাই আমি রণ।
পলাইয়া গেল বলিবেক কুরুগণ ॥
যুদ্ধ ছাড়িবার ভাই নহে এ সময়।
দেখিয়া আইসহ তুমি ধর্ম্ম মহাশয় ॥
ভীমেরে রাখিয়া পরে সংগ্রাম মাঝারে।
কৃষ্ণ পার্থ আইলেন দেখিতে রাজারে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

যুধিষ্ঠির নিকটে অর্জ্জুনের কর্ণ বধের প্রতিজ্ঞা।

গৃহ মধ্যে শয়নে আছেন যুধিষ্ঠীর।
চরণ বন্দিলা গিয়া ধনঞ্জয় বীর ॥
উল্লাসেতে উঠিয়া কহিলা যুধিষ্ঠীর।
প্রত্যয় জন্মিল পড়িয়াছে কর্ণ বীর ॥
মহারাজ যুধিষ্ঠীর চিন্তিলেন মনে।
কর্ণ মোরে মহাদুঃখ দিল মহারণে ॥
হরষিতে হেথায় আইল দুই জন।
কর্ণ বধ না করিয়া নহে আগমন ॥
এত চিন্তি যুধিষ্ঠির নিবারিয়া দুঃখ।
হরিষে দেখেন কৃষ্ণ অর্জ্জুনে মুখ ॥
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করেন বার বার।
কহ ভাই অর্জ্জুন যুদ্ধের সমাচার ॥
দেবাসুর জয়ী বীর সূর্য্যের নন্দন।
সভামধ্যে যারে পূজে মানী দুর্য্যোধন ॥
যাহারে পরশুরাম দিলা দিব্য ধনু।
অভেদ্য কবচ যার আবরিল তনু ॥
যার ভুজ বীর্য্যে দগ্ধ হই রাত্রি দিনে।
ত্রয়োদশ বৎসর বসতি করি বনে ॥
মনস্থির নহে মম নাহি ঘুচে ত্রাস।
নিরন্তর দেখি আইসে যেন পাশ ॥
হেন কর্ণে আজি বুঝ মারিলা সমরে।
আনন্দ পুরিল আজি আমার অন্তরে ॥

মহাবীর কর্ণে তুমি কেমনে মারিলা।
মহাসিন্ধু হৈতে তুমি কেমনে তরিলা॥
যুধিষ্ঠির বাক্য শুনি অতি ভয়ঙ্কর।
সশঙ্কিত ধনঞ্জয় করিল উত্তর॥
আমারে বেড়িয়া ছিল সংশপ্তকগণ।
তাহাদের সহিত হইল মহারণ॥
তবে অশ্বত্থামা সনে হইল বিরোধ।
শর বৃষ্টি করে করি তাহাকে নিরোধ॥
কর্ণে মারিবারে যাই করিয়া সন্ধান।
ভীম মুখে শুনিলাম তব অপমান॥
তোমার কুশল জানি যাই আরবার।
অবশ্য করিব আজি কর্ণকে সংহার॥
অক্ষয় আছয়ে কর্ণ শুনিয়া বচন।
মহাক্রুদ্ধ হইলেন ধর্ম্মের নন্দন॥
কর্ণ শরে ত্রাসিত যে পাণ্ডবের পতি।
অর্জ্জুনেরে ভৎসিয়া বলেন মহামতি॥
মোরে পরাজয় সৈন্য করে লণ্ড ভণ্ড।
মহাযুদ্ধ করে কর্ণ সমরে প্রচণ্ড॥
একেশ্বর যুদ্ধ করে বীর বৃকোদর।
আইলে তাহাকে যুদ্ধে রাখিয়া সত্বর॥
কর্ণেরে মারিবা বলি করিয়াছ পণ।
তারে দেখি এখন পলাও কি কারণ॥
তব অল্প দিনেতে হইল দেববাণী।
পৃথিবী জিনিয়া মোরে দিবা রাজধানী॥
দৈবের বচন মিথ্যা হয় হেন দেখি।
তুমি পুত্রে পুত্রবতী কুন্তী কেন লিখি॥
গর্ভ হৈতে কেন না পড়িলে পঞ্চমাসে।
বিফল ধরিলা কুন্তী কেন গর্ভবাসে॥
দক্ষরাজা ধনু দিলা ইন্দ্র দিল শর।
ভুবন সংহার অস্ত্র দিল মহেশ্বর॥
মহারথ দিয়াছেন গন্ধর্ব্বের পতি।
অস্ত্র সব আছে তব পবনের গতি॥
রথধ্বজে হনুমান মহাবলবন্ত।
যাহার সারথি কৃষ্ণ প্রতাপে অনন্ত॥
হাতে তব গাণ্ডীব অক্ষয় ধনু শর।
পলাইলে কর্ণ ভয়ে প্রাণেতে কাতর॥
গাণ্ডীবের যোগ্য তুমি নহ ধনুর্দ্ধর॥
কৃষ্ণকে গাণ্ডীব দেও জিনিবে সমর।
অগ্রে কৃষ্ণে দিতে যদি গাণ্ডীব তোমার।
এতদিনে কুরুগণ হইত সংহার॥
কৃষ্ণকে গাণ্ডীব দেও কৃষ্ণ হন রথী।
রথের উপরে তুমি হইবা সারথি॥

এতেক দুর্ব্বাণী শুনি পার্থ বারেং।
খড়্গ হস্তে উঠিলেন ভূপে কাটিবারে॥
নিবারিয়া কৃষ্ণ তারে করেন ভৎসন।
জ্যেষ্ঠ ভাই কাটিবারে চাহ কি কারণ॥
অর্জ্জুন বলিলা মম প্রতিজ্ঞা নিশ্চয়।
হেন বাক্য বলে যেই তারে করি ক্ষয়॥
গাণ্ডীব ছাড়িতে মোরে যেই জন কবে।
অবশ্য কাটিব তারে গুরু যদি হবে॥
প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘিতে হয় নরক অনন্ত।
গুরু বধ করিলেও নরক দুরন্ত॥
দুই কর্ম্মে নরকেতে হইবে প্রয়াণ।
তুমি দেব জান দেব শাস্ত্রীয় বিধান॥
হাসিয়া বলেন কৃষ্ণ শুন কহি তায়।
গুরু জনে না বধিও থাকিতে উপায়॥
ক্ষান্ত হও ধনঞ্জয় স্থির কর মন।
শুনিয়া কহিল পার্থ বিনয় বচন॥
দোষ না জানিয়া যেবা করে অপমান।
শাস্ত্রে লিখে হয় তার নরক বিধান॥
ধর্ম্ম বলে বাঁচিলেন রহিল পরাণ।
নিজে ভয় পাইয়া করেন অপমান॥
কর্ণ যুদ্ধে আপনি ভয়ার্থ নরবর।
হারিয়া আইলা তাহে ত্যজিয়া সমর॥
ভীম নাহি দেন কারু মনে অনুতাপ।
দুর্ব্বার বাণ যার অতুল প্রতাপ॥
শত শত হস্তী মারে গদার প্রহারে।
যুথেং অশ্ব মরে বিবিধ প্রকারে॥
করিয়া দুষ্কর কর্ম্ম ভাই বৃকোদর।
তিনি না নিন্দেন মোরে বলিয়া বর্ব্বর॥
তুমি কর অপকর্ম্ম সভার ভিতর।
পাশাতে হারিলে যত ধন রত্নবর॥
তোমার কারণে মোরা চারি সহোদর।
নানা দুঃখ ভুঞ্জিলাম অরণ্য ভিতর॥
তোমার কারণে নষ্ট হৈল বন্ধুজন।
তোমার কারণে নষ্ট যত ক্ষত্রগণ॥
বিপদের হেতু তুমি রাজা জ্যেষ্ঠ ভাই।
তোমার কারণে মোরা এত দুঃখ পাই॥
আপনাকে কাটিতে উদ্যত ধনঞ্জয়।
কাড়িয়া লইলা খড়্গ কৃষ্ণ মহাশয়॥
অর্জ্জুন বলিলা কিবা করিলাম কর্ম্ম।
গুরু নিন্দা করিলাম যাহাতে অধর্ম্ম॥
আপনাকে বধ করি প্রায়শ্চিত্ত বিধি।
আজ্ঞা কর নিষেধ না কর গুণনিধি॥

হাসিয়া বলেন কৃষ্ণ শাস্ত্রের প্রমাণ।
আপনা প্রশংসা কর মরণ সমান ॥
আপনার প্রশংসা করিলে বার বার।
তবে তব প্রতিজ্ঞায় হইবে উদ্ধার ॥
আপনা প্রশংসা পরে করিল অর্জ্জুন।
আমার সমান কেবা কত ধরে গুণ ॥
মম সম ধনুর্দ্ধর নাহি এ সংসারে।
ব হুবলে চারিদিক বিজয়ী সংসারে ॥
করিয়াছি সংসপ্তকগণের সংহার।
করিয়াছি কর্ণ সঙ্গে যুদ্ধ কতবার ॥
মম সম বীর নাহি পৃথিবী ভিতর।
ভুবন বিখ্যাত আমি এক ধনুর্দ্ধর ॥
এত বলি ধনঞ্জয় যুড়ি দুই কর।
অপরাধ ক্ষমা চান ধর্ম্মের গোচর ॥
লজ্জিয় কহেন পার্থ পড়িয়া চরণে।
নিন্দা করিয়াছি আমি প্রতিজ্ঞা কারণে ॥
অপরাধ ক্ষমা কর হরষিত মনে।
ক্ষমা কর সব দোষ প্রসন্ন বদনে ॥
বিস্তর বলিল তারে কৃষ্ণ মহামতি।
অর্জ্জুনেরে প্রসন্ন হইলা নরপতি ॥
করিলেন প্রতিজ্ঞা অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধর।
আজি কর্ণে বিনাশিব সংগ্রাম ভিতর ॥
এই পদে ধরি বলি কর্ণে সংহারিব।
কর্ণে না মারিয়া আমি ঘরে না আসিব ॥
তব পদস্পর্শ করি কহিলাম সার।
সত্য ভ্রষ্ট হব যদি কর্ণে রাখি আর ॥
ধনঞ্জয় গোবিন্দে রাখিয়া মন পথে।
গোবিন্দ সারথি সহ উঠিলেন রথে ॥
শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন বীর ধনঞ্জয়।
তোমার প্রসাদে আমি করিব বিজয় ॥
রাজা ধৃতরাষ্ট্র হবে পুত্র পৌত্র হীন।
আজি হবে বসুমতি ধর্ম্মের অধীন ॥
আজি দুর্য্যোধন রাজা হইবে নিধন।
পাশা নাহি খেলিবে শকুনি দুর্য্যোধন ॥
সুখে নিদ্রা যাইবেন আজি যুধিষ্ঠির।
আজি রণে নিধন হইবে কর্ণ বীর।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

নানা যুদ্ধের পর ভীম কর্ত্তৃক
দুঃশাসনের রক্তপান।

ক্রোধভরে চলিলেন সংগ্রাম ভিতর।
বাসুদেব সহিত অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধর ॥
সহদেব নকুল সহিত বৃকোদর।
নিরখিয়ে কুরুবল বরিষয়ে শর ॥
জিজ্ঞাসা করিল ভীম সারথির কাছে।
আমার রথেতে দেখ অস্ত্র কত আছে ॥
আজি রণে পাণ্ডব সকল কুরুগণ।
কিম্বা অদ্য আমাকে মারিবে দুর্য্যোধন ॥
ভীমের বচনে তবে বিশোক দেখিল।
বিশিখ ষাটি সহস্র গণিয়া বলিল ॥
ক্ষুর বাণ আছে রথে অযুথে অযুথ।
নারাচ সহস্র ত্রিশ আছয়ে প্রস্তুত ॥
দশম সহস্র বাণ বজ্র সংহনন।
আর যত অস্ত্র আছে কে করে গণন ॥
অবশিষ্ট অস্ত্র যত অন্য রথে রহে।
বিশোক সারথি তাহা ভীমসেনে কহে ॥
তবে ভীমসেনের যে প্রতিজ্ঞা অপার।
আজি রণে কুরুগণে করিব সংহার ॥
যতক্ষণ না আসেন কৃষ্ণ ধনঞ্জয়।
সুসজ্জা করহ রথ করিতে বিজয় ॥
হেনকালে উভয়ে হইল কোলাহল।
ছাইল অর্জ্জুন বাণে গগণ মণ্ডল ॥
চতুরঙ্গ সেনা পড়ে অর্জ্জুনের বাণে।
হাহাকার শব্দ করে যত কুরুগণে ॥
সৌবল বলিল শুন রাজা দুর্য্যোধন।
অর্জ্জুনের বাণে মরে সর্ব্ব সেনাগণ ॥
আমি অগ্রসরি করি ভীমের সংহার।
মজিল সকল সৈন্য না দেখি নিস্তার ॥
মহাবল সৌবল ভীমের প্রতি ধায়।
মহাযুদ্ধ ঘোরতর হইল উপায় ॥
মারিলেন শক্তি ভীম সৌবলের মাথে।
সেই শক্তি সৌবল ধরিল বাম হাতে ॥
সেই শক্তি মারিলেন ভীমের উপরে।
বাহু বিন্ধি রথোপরে পাড়িল ভীমেরে ॥
পুনঃ উঠি ভীমসেন বিন্ধিল সৌবলে।
মূর্চ্ছিত সৌবল রাজা পড়িল ভূতলে ॥
রথ ফিরাইয়া নিল রথের সারথি।
ভঙ্গ দিল কুরুকুল যত সেনাপতি ॥
ভঙ্গ দিল আপনি ভূপতি দুর্য্যোধন।
সৈন্যগণ লয় গিয়া কর্ণের শরণ ॥
যুদ্ধেতে আইল কর্ণ দেখি সৈন্য ভঙ্গ।
জলন্ত অনল যেন দেখিতে তরঙ্গ ॥
পাণ্ডবের সৈন্য মধ্যে বরিষয়ে শর।
বেড়িয়া মারিল সব কর্ণ ধনুর্দ্ধর ॥

সাত্যকিরে বিন্ধিল বিংশতি মহাশরে।
শিখণ্ডিকে দশ বাণ পঞ্চ বৃকোদরে॥
ধৃষ্টদ্যুম্নে শত বাণ মারি একবারে।
সপ্তদশ মারিলেক দ্রুপদকুমারে॥
সংসপ্তকে মারি সহদেব দশ শর।
সাত বাণ মারিল নকুল ধনুর্দ্ধর॥
ক্রমেতে বিন্ধিলা ভীম ত্রিশ মহাশর।
সব শর নিবারিল কর্ণ ধনুর্দ্ধর॥
হাসিয়া বিজয় ধনুক লইলেন হাতে।
বাণাঘাতে সর্ব্ব সৈন্য ধায় চতুর্ভিতে॥
সাত্যকির ধ্বজ কাটি পড়ে শরাসন।
পুনঃ বাণ হৃদয়ে বিন্ধিল সেইক্ষণ॥
তিন বাণে সারথিকে করিল নিধন।
রথ শূন্য হইলেন সাত্যকি তখন॥
ক্ষণেক বিমুখ হন যত ধনুর্দ্ধর।
ভীত হয়ে সর্ব্ব সৈন্য পলায় সত্বর॥
ত্রাসেতে পাণ্ডব সৈন্য পলায় সকল।
ছিন্ন ভিন্ন করিলেক পাণ্ডবের দল॥
অগ্নি যেন জ্বলিয়া দহয়ে নানা রাশি।
রণ ভূমে চাপিলেন বিপক্ষ বিনাশি॥
দূরে থাকি দেখিয়া অর্জ্জুন মহাবীর।
দেবাসুর মধ্যে যার নির্ভয় শরীর॥
কৃষ্ণকে বলেন মহাবীর ধনঞ্জয়।
হের দেখ কর্ণ বীর সমরে নির্ভয়॥
ভাঙ্গিল পাণ্ডবদল সৈন্য দিল ভঙ্গ।
পলাইয়া যায় যেন আকুল কুরঙ্গ॥
ত্বরা রথ চালাও গোবিন্দ মহাশয়।
সমরে মারিব আজি কৌরব দুর্জ্জয়॥
হাসিয়া চালান রথ গোবিন্দ সারথি।
দূরে থাকি দেখিলেন কুরু নরপতি॥
কর্ণকে কহিল তবে রাজা দুর্য্যোধন।
দেখ কর্ণ আসিছে অর্জ্জুন নারায়ণ॥
ক্রোধ ভরে আইল অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধর।
যার সম বীর নাহি সংগ্রাম ভিতর॥
সর্ব্ব সৈন্য আদেশিলা কর্ণ মহামতি।
সবে মিলি মার আজি পার্থ মহারথি॥
অশ্বত্থামা দুঃশাসন বীর আদি করি।
অর্জ্জুনেরে বেড়িল কর্ণের অগ্রসরি॥
হইল দারুণ যুদ্ধ দেবাসুর তুল।
দুই দলে মহারণ বাধিল তুমুল॥
অর্জ্জুনের বাণে সবে বিমুখ হইল।
হাতে অস্ত্র কর্ণ বীর রণে প্রবেশিল॥

সাত্যকি বিন্ধিল বাণ কর্ণ বিদ্যমান।
কাটিয়া সকল সৈন্য হয় খান খান॥
গদা লয়ে ভীমসেন করিলেন রণ।
সহস্র২ পড়ে অশ্ব গজগণ॥
তবে দুঃশাসন বীর বাছি মারে শর।
তিন বাণে বিন্ধিল ভীমের কলেবর॥
কাটিল হাতের ধনু রথের সারথি।
শরেতে জর্জ্জর হন ভীম মহামতি॥
মত্ত গজ সম ভীম গদা লয়ে হাতে।
যম সম আইলেন সংগ্রাম করিতে॥
গদা ফেলি মারিলেন দুঃশাসনোপরে।
দুঃশাসনে পড়ে শত ধনুক অন্তরে॥
সারথি কবচ অশ্ব আর শরাসন।
গদার প্রহারে চূর্ণ হইল তখন॥
রণেতে পড়িল যদি বীর দুঃশাসন।
পূর্ব্বের প্রতিজ্ঞা ভীম করিলা স্মরণ॥
শীঘ্র গেল যথায় পড়িল দুঃশাসন।
রথে হৈতে লাফ দিয়া গেল ততক্ষণ॥
দাণ্ডাইয়া দেখিলেন কৌরব কুমার।
বাহু আস্ফালিয়া ভীম বলিল অপার॥
আজি আমি করি দুঃশাসন রক্ত পান।
কার শক্তি ইহাকে করিবে পরিত্রাণ॥
ক্রোধ মনে ভীমসেন কহে উচ্চস্বরে।
হইলা রাক্ষস মূর্ত্তি সংগ্রাম ভিতরে॥
অতি ক্রোধে ভীমসেন বিক্রমে অপার।
খড়্গ লয়ে বিদারিল হৃদয় তাহার॥
করিয়া শোণিত পান কহিলেন পরে।
অমৃতে পুরিল আজি মম কলেবরে॥
ঘৃত মধু শর্করাতে নাহি যত তোষ।
মাতার দুগ্ধেতে যত না হয় সন্তোষ॥
দুর্য্যোধন কর্ণ বীর দেখে বিদ্যমান।
ভীমসেন করে দুঃশাসন রক্তপান॥
রক্ত পিয়ে ভীমসেন সংগ্রাম ভিতরে।
রাক্ষস বলিয়া লোক পলাইল ডরে॥
দেখিয়া ধাইল বীর কর্ণ মহামতি।
ভীমের উপরে বাণ এড়ে শীঘ্রগতি॥
যুধামন্যু মহাবীর যুড়ি শর করে।
চিত্রসেন মহাবীরে পাড়িল সমরে॥
দুঃখী হন কর্ণবীর ভ্রাতার মরণে।
পাণ্ডবের সৈন্য মধ্যে আসিল আপনে॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশী কহে কর্ণ পর্ব্বে মরে দুঃশাসন॥

অর্জ্জুনের হস্তে কর্ণ পুত্র বৃষসেনের মৃত্যু।

জিজ্ঞাসিলা জন্মেজয় যুদ্ধ বিবরণ।
ব্যক্ত করি যুদ্ধ কথা কহ তপোধন ॥
কর্ণকে বলিল দুর্য্যোধন মহাবীর।
গাণ্ডীব লইয়া আসে ধনঞ্জয় বীর ॥
রক্ত পান করি তবে বীর বৃকোদর।
দুঃশাসন রক্তেতে লেপিলা কলেবর ॥
দুর্য্যোধন যথা স্থিত ভ্রাতৃগণ সঙ্গে।
অস্ত্র লয়ে তথা বীর যান মনোরঙ্গে ॥
দশবাণ মারিয়া কাটিল পঞ্চজন।
সেই কোপে ভয়েতে পলায় দুর্য্যোধন ॥
দেখি কর্ণ আইলেন করিবারে রণ।
কর্ণ দেখি পলায় পাণ্ডব সৈন্যগণ ॥
সর্ব্ব সৈন্য ভঙ্গ দিল নাহি চায় পৃষ্ঠ।
ভ্রাতৃশোকে দুর্য্যোধন প্রাণে অবশিষ্ট ॥
সর্ব্ব মুখ্য কর্ণ বীর খ্যাত ধনুর্দ্ধর।
মুখ্য বীর বৃষসেন হাতে নিল শর ॥
কর্ণ পুত্রে নকুলে হইল মহারণ।
নকুলের রথ কাটি ফেলিল তখন ॥
ভীম রথে চড়িলেন নকুল দুর্জ্জয়।
মহাবলবন্ত বীর রণেতে নির্ভয় ॥
সহদেব নকুলাদি ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর।
দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র নির্ভয় শরীর ॥
ভীমে খেদাড়িয়া যান বৃষসেন বীর।
কিঞ্চিৎ না কর ভয় সমরে সুধীর ॥
অশ্বত্থামা কৃপ দুর্য্যোধন নরপতি।
বৃষসেন রাখিতে আইলা শীঘ্রগতি ॥
দুই দলে মহাযুদ্ধ অস্ত্রের নির্ঘাত।
চতুরঙ্গ দলে হয় অশেষ নিপাত ॥
তবে বৃষসেন বীর কর্ণের নন্দন।
তিন বাণে অর্জ্জুনে বিন্ধিল সেইক্ষণ ॥
মারিল দ্বাদশ শর কৃষ্ণ কলেবরে।
মহাবীর বৃকোদর বিন্ধিলেন শরে ॥
সাত বাণে নকুলের গেল অহঙ্কার।
মহাবীর বৃষসেন সংগ্রামে দুর্ব্বার ॥
রোষিয়া অর্জ্জুন বীর হাতে লয়ে শর।
তাহাতে বিন্ধেন বৃষসেন কলেবর ॥
ক্ষুর বাণে ধনঞ্জয় কাটি ধনুর্ব্বাণ।
মাথা কাটি পাড়িলেন কর্ণ বিদ্যমান ॥
পুত্র শোকে কর্ণের লোচনে জল ঝরে।
উল্কাপাত পড়ে যেন পৃথিবী ভিতরে ॥
পুত্রশোকে কর্ণ বীর ধাইল সত্বর।
যুগান্তের যম যেন হস্তে ধনু শর ॥
সিংহনাদ ছাড়িয়া বলেন ধর ধর।
দেখিয়া পাণ্ডব সৈন্য পলায় সত্বর ॥
অর্জ্জুনে বলেন কৃষ্ণ শুন মহামতি।
পুত্রশোকে ধায় দেখ কর্ণ সেনাপতি ॥
দেবাসুর জয়ী যান কর্ণ মহাবীর।
সাবধানে যুদ্ধ কর না হবে অস্থির ॥
হের দেখ শরজালে করে কর্ণ বীর।
বরিষার মেঘ যেন বরিষয়ে নীর ॥
ইন্দ্রের ধনুক যেন দেখি বিদ্যমান।
কর্ণ হাতে শোভিত বিজয় ধনুর্ব্বাণ ॥
দুর্য্যোধন মহাবীর করে সিংহনাদ।
ধনুক টঙ্কার শুনি জয় জয় বাদ ॥
রণ করি কর্ণ বীরে করহ নিধন।
তোমার সমান বীর নাহি কোন জন ॥
বর দিয়া তোমারে প্রসন্ন শূলপাণি।
কর্ণে সংহারিবা তুমি ইহা আমি জানি ॥
অর্জ্জুন বলেন কৃষ্ণ না কর বিস্ময়।
কর্ণকে মারিব আজি জানিবা নিশ্চয় ॥
হেনকালে কর্ণ বীর সংগ্রাম ভিতরে।
পুত্রশোকে তাহার নয়নে বারি ঝরে ॥
দুই বীরে দেখাদেখি হইল সত্বর।
রণেতে শোভিত যেন দুই দিবাকর ॥
দুই রথে দীপ্তমান উভয়ের ধ্বজ।
এক ধ্বজে কপি শোভে আর ধ্বজে গজ ॥
কর্ণে বেড়ি কৌরব করিল সিংহনাদ।
শংখ ভেরি বাজে আর জয় জয় বাদ ॥
ধনঞ্জয়ে বেড়িয়া বিচিত্র বাদ্য বাজে।
সিংহনাদ শব্দ করে পাণ্ডব সমাজে ॥
নানা অস্ত্র মারি সৈন্য করয়ে নিধন।
মহাবাতাঘাতে যেন পড়ে তরুগণ ॥
অন্য গজ দেখি যেন গজেন্দ্র রোষিলা।
ঊর্দ্ধমুখ করি সৈন্য সমরে আইলা ॥
দুই দলে মিশাইয়া চাহে কুতূহলে।
দেবতা গন্ধর্ব্ব সব গগণ মণ্ডলে ॥
যতেক দানব যক্ষ পিশাচ রাক্ষস।
অসুরে চাহিল সদা রাধেয়ের যশ ॥
চাহিল পার্থের জয় সকল অমর।
অন্তরীক্ষে পুত্র জয় চান দিবাকর ॥
অর্জ্জুনের জয় চান ত্রিদশ ঈশ্বর।
দুই দলে যুদ্ধ বাধে অতি ঘোরতর ॥

শল্য নৃপে জিজ্ঞাসেন কর্ণ ধনুর্দ্ধর।
আমাকে স্বরূপ কহ শল্য বীরবর॥
অর্জ্জুনের যুদ্ধে যদি আমি মরি রণে।
তবে তুমি কোন কর্ম্ম করিবা আপনে॥
হাসিয়া বলিল শল্য আমি একেশ্বরে।
কৃষ্ণ সহ সংহারিব পার্থ ধনুর্দ্ধরে॥
গোবিন্দেরে জিজ্ঞাসেন বীর ধনঞ্জয়।
যদ্যপি আমাকে কর্ণ করে পরাজয়॥
কোন কর্ম্ম করিবা আপনি নারায়ণ।
কেমনে হইবে তবে কর্ণের নিধন॥
হাসিয়া বলেন তাহে কৃষ্ণ মহাশয়।
শুন বীর ধনঞ্জয় কহিব নিশ্চয়।
শূন্য হইতে ভ্রষ্ট যদি হন দিবাকর।
খণ্ড২ হয় যদি পৃথিবী অন্তর॥
কহিলাম এতে যদি ভাব বিপরীতে।
পারিবে না তবু কর্ণ তোমাকে জিনিতে॥
অর্জ্জুন বলেন তবে করি অহঙ্কার।
অবশ্য করিব আজি কর্ণকে সংহার॥
শংখ ভেরি দুন্দুভি সঘন ঘন বাজে।
দুই দলে মহাযুদ্ধ হয় রণ মাঝে॥
শরে শর নিবারিলা দুই বীরবরে।
চারি দিকে বীরগণ ছাইলেন শরে॥
পার্থেরে বিন্ধিল দশবাণে কর্ণ বীর।
হাসিল অর্জ্জুন তাহে অক্ষয় শরীর॥
আকর্ণ পুরিয়া পরে বীর ধনঞ্জয়।
দশ বাণ মারিলেন কর্ণের হৃদয়॥
এই মতে বাণ যুদ্ধ হইল বিস্তর।
অক্ষয় শরীর দুই মহাধনুর্দ্ধর॥
বরিষে নারাচ বাণ অতি খরশান।
অর্দ্ধচন্দ্র ক্ষুরপাদি আর নানা বাণ॥
অস্ত্রগণ পড়ে যেন পক্ষি ঝাকেং।
ভ্রুকুটি কটাক্ষে যেন বিজুলি ঝলকে॥
কর্ণকে পরশুরাম ব্রহ্ম অস্ত্র দিল।
সেই অস্ত্র কর্ণবীর সন্ধান পুরিল॥
যুগান্তের যম যেন উড়ি যায় শর।
নিবারিতে নারিলেন পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
সিংহ বেগে যায় বাণ অতি ঘোর স্বরে।
বাণাঘাতে সৈন্য অশ্ব হস্তী আদি পড়ে॥
কর্ণের প্রতাপে স্থির নহে সৈন্যগণ।
ভীম কৃষ্ণ ধনঞ্জয়ে বলিল বচন॥
উপরোধ ছাড় ভাই না করিবা হেলা।
কর্ণ বধ কর অস্ত্র ছাড় এইবেলা॥

সাবধানে মার অস্ত্র না হবে বিফল।
তব বিদ্যমানে পড়ে তব সৈন্যগণ॥
কত অস্ত্র এড়িলেন বীর ধনঞ্জয়।
মহাত্মা সে কর্ণ বীর নাহি করে ভয়॥
অন্ধকার করিলেন বাণে কর্ণবীর।
পাণ্ডবের সৈন্যগণ হইল অস্থির॥
নিরন্তর বিন্ধিলা অর্জ্জুন কলেবর।
সর্ব্ব বাণ কাটিলেন পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
বাসুদেবে বিন্ধিল নারাচ বাণ মারি।
আর যত বাণ পড়ে লিখিতে না পারি॥
সর্ব্ব লোক চিন্তিত চাহিয়া দুই জনে।
কৃষ্ণার্জ্জুনে নিবারিল কর্ণ মহারণে॥
সর্ব্বাঙ্গ হইলা ক্ষত পার্থ ধনুর্দ্ধর।
তর্জ্জুন এড়েন বাণ কর্ণের উপর॥
কর্ণ শল্য কুরুবল বাণে আবরিল।
অন্ধকার করি পরে বাণ বরিষিল॥
শল্যকে বিন্ধেন পার্থ তীক্ষ্ণ দশ শরে।
বিন্ধেন দ্বাদশ বাণ কর্ণের অন্তরে॥
রুধির পড়িছে ধারে কর্ণের শরীরে॥
মারিলেন সপ্ত বাণ কর্ণ মহাবীরে॥
সহস্র২ বাণ নিমিষে চলিল।
অন্ধকার করি অস্ত্র গগণ ভরিল॥
অর্জ্জুনের বাণ যেন বিজুলি তরঙ্গ।
ভ্রষ্ট হৈল কুরুদল রণে দিল ভঙ্গ॥
ভঙ্গ দিল কুরুদল কর্ণ একেশ্বর।
মহারথী সারথি দুর্জ্জয় কলেবর॥
জয়নাদ করিলেন অস্ত্র ধরি বীর।
দেবাসুর যুদ্ধে যার অক্ষয় শরীর॥
তবে কর্ণ বীর পার্থে বধ মনে করি।
পার্থোপরে মারিলেন অস্ত্র সারি২॥
শরজালে কর্ণবীর পুরিল গগণ।
কম্পমান হইল পাণ্ডব সৈন্যগণ॥
হেনকালে এক সর্প রাক্ষস সমান।
পাতাল হইতে সে হইল আগুয়ান॥
যুদ্ধস্থলে কর্ণ বীর পার্থের সহিতে।
দাণ্ডাইয়া কহে সর্প কর্ণের সাক্ষাতে॥
মম মাতৃবধ কৈল কুন্তীর কুমার।
এইকালে করি আমি পার্থকে সংহার॥
কোন রূপে করি আমি পার্থের সংহার।
অতি ক্রোধে সর্প তাকে বলে বারং॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

অর্জ্জুন কর্ত্তৃক কর্ণ বধ।

ত্রিপদী।

দহিতে খাণ্ডববন, মম মাতা বিনাশন,
করিলেন পাণ্ডুর নন্দন।
আজি বৈরী উদ্ধারিব, অর্জ্জুনেরে সংহারিব;
কর্ণ মনে করিব মিলন ॥
এতেক ভাবিয়া রাগ, মনেতে করিয়া রাগ,
আকাশে উঠিল সেইক্ষণ।
জননীর বৈরী শোধি, কিরূপে অর্জ্জুনে বধি,
এই যুক্তি ভাবে মনেমন ॥
আপনি সুবুদ্ধি বীর, সঙ্কুচিয়া স্বশরীর,
রণ মধ্যে করিল প্রবেশ।
মুখেতে অনল জ্বলে, উল্কা যেন ভূমিতলে,
যোগ বলে হয় বাণবেশ ॥
হেনকালে দিব্য বাণ, পূরিল কর্ণ সন্ধান,
অর্জ্জুনের বধে যত্ন করি।
সুবিখ্যাত কর্ণ বীর, ক্রোধভরে নহে স্থির,
রুদ্রবাণ নিজ করে ধরি ॥
রুদ্রবাণ লয়ে হাতে, মহাবীর অর্জ্জুনাথে,
অধিষ্ঠাতা তাহে হন সূর্য্য।
সন্ধান করিল বীর, বিনাশিতে পার্থবীর,
পরশুরামের যত বীর্য্য ॥
ভুবন কাঁপয়ে ডরে, উল্কাপাত ধরাপরে,
মহাশব্দ শুনিতে নিনাদ।
হাহাকার করে লোক, দিকপালে মনে শোক,
আজি হৈল অর্জ্জুন নিপাত ॥
বুঝিয়া বিষম কাব, নিষেধিল শল্যরাজ,
ভাগিনারে করিবারে ত্রাণ।
শুন কর্ণ বীরবর, পুনশ্চ সন্ধান কর,
শরাসন নহে পরিমাণ ॥
ক্রোধ মুখে বীরকর্ণ, নয়ন অরুণ বর্ণ,
না করিল সেই শর বৃষ্টি।
নিল আর দুই শর, বিন্ধে করে জর জর;
উপদেশে না হইল তুষ্টি ॥
মারিব অর্জ্জুন তোকে, দেখিবে সকললোকে,
এত বলি এড়িলেন শর।
আকাশে জাইসে বাণ, অগ্নি যেন দীপ্তিমান,
হইলেন ব্যগ্র দামোদর ॥
পায়ে চাপি রথবর, বসাইল ধরাপর,
আটু গাড়ি তুরঙ্গ বসিল।
প্রশংসিলা দেবগণ, সুশিক্ষিত জনার্দ্দন,
এক হস্তে পৃথিবী রহিল ॥

পার্থ মহাবীরবরে, নাশিতে না পারে শরে,
কিরীট কাটিয়া গেল বাণ।
বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাইল, নানারত্ন শোভাছিল,
যে কিরীট দেন ভগবান ॥
যেন অস্ত গিরিবর, একেশ্বর দিনকর,
গিরি হৈতে চূড়া পড়ে খসি।
এরূপ কিরীট পড়ি, ভূমে যায় গড়াগড়ি,
প্রভা উঠে গগণ পরশি ॥
পুনঃ গেল সর্পবাণ, কর্ণবীর বিদ্যমান,
বিনয়ে বলিল বহুতর।
না পাই সন্ধান যোগ, বিফল হইল ভোগ,
এড পুনঃ উল্কা সম শর ॥
কর্ণবীর জিজ্ঞাসয়, সর্প দিল পরিচয়,
পুনঃ কহে কর্ণ মহাশয়।
পূর্ব্বের সংগ্রাম যত, সকলি হইল হত,
এবে করি অর্জ্জুনের ক্ষয় ॥
জানিয়া কর্ণের দর্প, পুনঃ গেল কালসর্প,
অর্জ্জুনেরে করিতে সংহার।
মুখেতে অনল বৃষ্টি, ধাইলেক ঊর্দ্ধদৃষ্টি,
সর্ব্বলোক দেখে ভয়ঙ্কর ॥
জানিয়া সর্পের তত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণ কহেন সত্য,
সন্ধান করহ ধনঞ্জয়।
সত্বরে আইল সর্প, অগ্নি সম মহাদর্প,
শীঘ্র তারে কর পরাজয় ॥
ছয় বাণ যুড়ি বীর, কাটিল সর্পের শির,
খণ্ড খণ্ড হয় দেহ তার।
সর্পে পরাজয় করি, কৃষ্ণ দুই হাতে ধরি;
করিলেন স্যন্দন উদ্ধার ॥
পুনঃ কর্ণ ধরি ধনু, বিন্ধিল অর্জ্জুন তনু,
বাছিয়া২ এড়িবাণ ॥
বাণে নিবারিয়া বাণ ধনঞ্জয় ধনুর্ব্বাণ,
নিজ বাণ করেন সন্ধান।
কর্ণের শরীর ভেদি, রক্তে যেন বহে নদী,
সর্ব্ব গায়ে বহিছে রুধির ॥
কর্ণবীর অস্ত্র মারি, সর্ব্ব অস্ত্র নাশ করি,
পুনঃ অস্ত্র এড়িলেন বীর ॥
ভেদিল দ্বাদশ শরে, দামোদর কলেবরে,
আর বাণ মারে শীঘ্রগতি।
সন্ধান করিয়া পরে, বিন্ধিলেন পার্থবীরে,
হাসিলেন কর্ণ যোদ্ধাপতি ॥
ইন্দ্র যেন এড়ে শর, ক্রোধে পার্থ ধনুর্দ্ধর,
কর্ণের বিন্ধেন কলেবর।

ক্রুদ্ধ পরাক্রমে বীর, সঘনে ছাড়েন তীর,
রবিসুত হইল কাতর ॥
ব্যথা পান কর্ণ বীর, তিল অর্দ্ধ নহে স্থির,
মাথার মুকুট পড়ে খসি।
কাটিলেন বাণ এড়ে, মুকুট ভূমিতে পড়ে,
প্রভা উঠে গগণ পরশি ॥
দৃঢ়তর সুসন্ধানে, কটক কাটেন বাণে,
বারণে অশক্ত কর্ণবীর।
বাছিয়া মারেন শর, ধনঞ্জয় ধনুর্দ্ধর;
পুনঃ২ মারিলেন তীর।
হৈল যেন বজ্রাঘাত, কম্পে যেন দিননাথ,
কর্ণ বীর হইল অস্থির।
বাছিয়া মারিল শর, ধনঞ্জয় ধনুর্দ্ধর,
বিন্ধিলেন কর্ণের শরীর ॥
অবশ হইল তনু, খসিল হস্তের ধনু,
মুর্চ্ছিত হইল কর্ণ বীর।
কর্ণকে মুর্চ্ছিত দেখি' শ্রীকৃষ্ণ কহিল ডাকি,
ধনঞ্জয় শুন মনঃ স্থির ॥
সাবধানে কর রণ, আজি কর নিপাতন,
শীঘ্র বিন্ধ কর্ণের শরীর।
প্রকাশিয়া নিজ শৌর্য্য; কর কর্ণ বধকার্য্য
কহিলেন যাহা যুধিষ্ঠীর ॥
শুনিয়া কৃষ্ণের বাক্য, নাশিতে বিপক্ষ পক্ষ,
মারিলেন পার্থ বহু শর।
আবরিল অশ্ব রথ, ছাইল গগণ পথ,
অন্ধকার করে দিনকর ॥
যেন শত কুঞ্জতরু, জড়িত পর্ব্বত গুরু,
সেইরূপ কর্ণ মহাবল।
মহা অস্ত্র যত ছিল, সে সকল পাসরিল,
গুরু শাপে হইয়া বিকল ॥
মহামত্ত কর্ণবীর, চৈতন্য পাইয়া ধীর,
নানা অস্ত্র করি বরিষণ।
খরতর সুসন্ধানে, অশ্ব হস্তী সেনাগণে,
কর্ণ বীর করিল নিধন ॥
তিন বাণে জনার্দ্দনে, বিন্ধিলেন সেইক্ষণে
সাত বাণ মারি ধনঞ্জয়ে।
পুনর্ব্বার দশবাণে, বিন্ধিলেন সেইক্ষণে,
মহাবীর পার্থ মহাশয়ে ॥
তবে তেজোময় বাণ, পার্থ করি সুসন্ধান,
বিন্ধিলেন কর্ণ ধনুর্দ্ধরে।
অর্জ্জুনের অস্ত্র যত, নিবারিল শতশত,
শর ব্যর্থ ভাবি পার্থ বীরে ॥

কাটা গেল ধনুগুণ লজ্জিত হইয়া পুনঃ
আর গুণ দিল যুড়ি শরে।
অর্জ্জুন মারেন শর, কাটি কর্ণ ধনুর্দ্ধর;
হাসি পুনঃ বাণ নিল করে।
ধরিয়া বিজয় ধনু, দিবাকর অঙ্গজনু,
শরেতে করিল অন্ধকার।
পর্জ্জুন কাতর দেখি, শ্রীকৃষ্ণ কহেন একি,
শীঘ্র কর কর্ণকে সংহার ॥
কৃষ্ণ বাক্যে রুদ্র বাণ, পার্থ করি সুসন্ধান,
বজ্র যেন হাতে লন শক্র।
ব্যক্ত হয় ব্রহ্মশাপ, কর্ণ পান মনস্তাপ,
পৃথিবী গ্রাসিল রথচক্র ॥
ক্রন্দন করিয়া বীর, নয়নেতে বহে নীর,
অর্জ্জুনে কহিলা উচ্চৈঃস্বরে।
নহুস্তেক ক্ষমা কর, শুন পার্থ ধনুর্দ্ধর,
রথ চক্র উদ্ধারিব করে ॥
যেই জন মুক্তকেশ, প্রহারে বিকল বেশ,
শরণ নাগয়ে যদি রণে।
কবচ রহিত জনে, নাহি ধরে অশ্বগণে,
তারে মারে কাপুরুষ জনে ॥
তুমি লোকে নরোত্তম; তব কীর্ত্তি অনুপম,
ধর্ম্ম জ্ঞানে তোমাকে বাখানি।
রথের উপরে তুমি, অভাগ্যেতে আমি ভূমি,
মুহূর্ত্তেকে ক্ষমা কর জানি ॥
কৃষ্ণ হৈতে নাহি ভয়, তোমাকে সংশয় হয়,
এ কারণ সাধি হে তোমাকে।
বিধি মোরে হৈল বক্র; পৃথিবী গিলিল চক্র,
ক্ষমা কর উদ্ধার আমাকে ॥
শুনিয়া কর্ণের বাণী, কহিলেন চক্রপাণি,
বিপদ কালেতে স্মর ধর্ম্ম।
একবস্ত্রা রজস্বলা; দ্রুপদনন্দিনীবালা;
সভামধ্যে করিলা কি কর্ম্ম ॥
শকুনি কৌশলক্রমে, দুর্য্যোধন নরাধমে;
কপটেরচিল পাশাসারি।
ব্রহ্মধর্ম্ম ছাড়ি কার্য্য, কপটে লইল রাজ্য,
কোন শাস্ত্রে পাইল বিচারি ॥
সন্দেশমিশ্রিত বিষে,ভীমে খাওয়াইলেশেষে
বান্ধিয়া সকল কলেবর।
ফেলাইয়া দিল জলে; রক্ষা পায় ধর্ম্মেবলে,
সে সকল কহিতে বিস্তর ॥
যৌগৃহ নির্ম্মান করি, তাহাতে পাণ্ডব ভরি,
অগ্নি দিল কি বিচার করি।

কোন শাস্ত্রে হেন ধর্ম্ম, বিচারিয়া কহ মর্ম্ম,
দৈবে তাহা আনিল উদ্ধারি।
দ্বাদশ বৎসর বনে, বঞ্চিলেন পঞ্চ জনে,
বৎসরেক রহেন অজ্ঞাতে।
সভাতে মাগিল যবে, রাজ্য নাহি দিলতবে,
হেন ধর্ম্ম বুঝাও কি মতে॥
অভিমন্যু গেল রণে, বেড়ি মার সপ্ত জনে,
দুগ্ধপোষ্য শিশু সে কুমার।
কোন ধর্ম্মে মারি তারে, কহিবা স্বরূপ মোরে
কোথা ছিল এ ধর্ম্ম বিচার॥
শুনিয়া কৃষ্ণের কথা, অর্জ্জুনের বাড়ে ব্যথা,
পূর্ব্বের কথা মনে হয়।
বাড়িল পার্থের ক্রোধ, না মানিল উপরোধ;
রক্ত চক্ষু ওষ্ঠ কম্প হয়॥
তবে কর্ণ মহাক্রোধে; নিতান্ত মারিব বোধে
ব্রহ্মাস্ত্র এড়িল সেইক্ষণে।
অর্জ্জুন ব্রহ্মাস্ত্র মারি, কর্ণ বাণ ব্যর্থ করি,
দিব্যাস্ত্র যুড়িল শরাসনে॥
পার্থ যুড়ি অগ্নি বাণ, যেন অগ্নি দীপ্তমান,
কর্ণ পানে চান এক দৃষ্টি।
বরুণ বাণেতে কর্ণ, জলে করি পরিপূর্ণ,
অনল নিভান করি বৃষ্টি॥
অর্জ্জুনের বায়ু বাণ, মেঘে কর খান খান,
পুনঃ কর্ণ যুড়ে দুই শর।
হাহাকার দেবগণে, ভূমি কম্প ক্ষণে ক্ষণে,
বাণ এড়ি কর্ণ ধনুর্দ্ধর॥
হৃদয়ে বিন্ধিল শর, রক্ত পড়ে নিরন্তর,
আপনা বিস্মিত ধনঞ্জয়।
খসিল হাতের ধনু, স্তব্ধ হৈল সর্ব্ব তনু,
অতি ব্যগ্র কৃষ্ণ মহাশয়॥
এই প্রাপ্ত অবসর, কর্ণ মহাধনুর্দ্ধর,
রথ উদ্ধারিতে যান বলে।
না পারিল দুই হাতে, ভ্রম হৈল অঙ্গনাথে;
পুনঃ রথ প্রবেশে ভূতলে॥
সচেতন ধনঞ্জয়, দেখি কৃষ্ণ মহাশয়,
অর্জ্জুনে কহেন কুতূহলে।
আমার বচন ধর, ধনঞ্জয় ধনুর্দ্ধর,
কাটি পাড় কর্ণ মহাবলে॥
কৃষ্ণের বচন শুনি, অর্জ্জুন হৃদয়ে গণি,
গাণ্ডীবে যুড়েন খুর বাণ।
খুর প্রবেশিল চণ্ড, কাটিয়া পড়িল দণ্ড,
লজ্জান্বিত কর্ণ বলবান॥

দিব্য দিব্য অস্ত্রগণ, ছাড়ে পার্থ মতিমান,
বজ্র হস্ত যেন পুরন্দর।
সর্ব্বভূত ভয়ঙ্কর, দেখি দিব্য মহাশর,
বেগে ধায় শব্দ ঘোরতর॥
নিক্ষেপিয়া মহাশর, ভাবিলেন ধনুর্দ্ধর;
পূর্ব্ব কথা আছয়ে স্মরণে।
যদি হই পার্থ বীর, কাটি পাড়ি কর্ণ শির,
নাশিব কর্ণকে আজি রণে॥
ছেদিব কর্ণের শির, এত বলি পার্থ বীর,
মহাশর মারে কর্ণ বীরে।
সর্ব্ব লোকে ভয়ঙ্কর, দেখি যেন রুদ্র শর,
বেগে পড়ে কর্ণের শরীরে॥
সন্ধ্যায় পড়িল কর্ণ, আকাশ লোহিত বর্ণ,
সর্ব্ব লোক চাহিয়া বিস্ময়।
উঠিয়া গগণোপরে, প্রবেশিল দিনকরে,
কর্ণের যতেক তেজশ্চয়॥
কর্ণ বীর পড়ে তায়, পৃথিবী শয়ন কায়,
রথ লয়ে গেল মদ্রপতি।
কুরুবল হাহাকার, সব হয় অন্ধকার;
কর্ণ বিনা কি হইবে গতি॥
হাহা কর্ণ বীরবর; মোর প্রাণ সম শর,
হারাইয়া ভুবন দুর্জ্জয়ে।
এত বলি দুর্য্যোধন, শ্বাস ছাড়ে ঘনে ঘন,
কুরু সৈন্য ভঙ্গ দিল ভয়ে॥
ভীম করে সিংহনাদ, শুনি জয় জয় বাদ,
বিজয় দুন্দুভি বাজে দলে।
সর্ব্ব সেনাপতিগণ, আশ্বাসিয়া ঘনে ঘন,
নাচে গায় সবে কুতূহলে।
সিংহ যেন মারে গজ, কর্ণ মারি কপিধ্বজ,
প্রতিজ্ঞা পুরান বাহুবলে।
উৎসব সকোলাহল, উল্লাসিত পাণ্ডুদল,
নানা বাদ্য বাজে কুতূহলে॥
শল্য মুখে রাজা শুনি, কর্ণের নিধন বাণী;
দুর্য্যোধন করি পত্রপাত॥
হাহাকর্ণ বীরবর, আমি এবে একেশ্বর,
সঘনে হৃদয়ে করাঘাত॥
কোপে রাজা দুর্য্যোধন, আদেশিল সৈন্যগণ
কর গিয়া পাণ্ডব সংহার।
যুদ্ধ করি সর্ব্ব জন, কৃষ্ণার্জ্জুন দুই জন
বিনাশিতে করিবে বিচার॥
রাজার আদেশ পায়ে, সৈন্যগণ গেল ধেয়ে;
সাগর কল্লোল শব্দ করে।

গদা হস্ত বৃকোদর, ক্রোধে অতি ভয়ঙ্কর,
বধিলেন বহু সৈন্য পরে ॥
আপনি ভূপতি সাজে, নিষেধিলা শল্যরাজে
আজি ক্ষমা কর নরবর।
পড়িয়াছে বীর কর্ণ, সৈন্যগণ ছিন্নভিন্ন,
নাহি হয় যুদ্ধ অবসর॥
আকর্ষিল কর্ণশোকে, শান্ত হইল রাজ্যলোকে
শিবিরে চলিল দুর্য্যোধন।
দেব ঋষি গেল ঘর, হরষিত পাণ্ডুবর,
শিবিরে গেলেন সর্ব্বজন ॥
ধনঞ্জয়ে গিয়া কোল, গোবিন্দ বলেন বোল
তোমাতে সদয় পুরন্দর।
কাটীলে কর্ণের শির, ত্রিভুবন মধ্যে বীর,
ধন্য তুমি ভুবন ভিতর॥
শিবিরেতে গেলা সব, কর্ণ বীর পরাভব
সবাই কহিলা যুধিষ্ঠিরে।
কর্ণের মরণ শুনি, আনন্দিত নৃপমণি;
প্রশংসা করিল অর্জ্জুনেরে ॥
রথে চড়ি যুধিষ্ঠীর, দেখিলেন কর্ণবীর,
পুত্র সনে পড়িয়াছে রণে ॥
চন্দ্র সমে যেন ভানু, তেজ যেন বৃহদ্ভানু
বার বার দেখেন নয়নে॥
গোবিন্দে করেন স্তুতি, যুধিষ্ঠীর নরপতি,
আজি মম বড় সুখী মন।
তুমি যার সুসারথি, ভাগ্যবান সেই রথী;
জিনিতে পারয়ে ত্রিভুবন ॥
আমি আজি রাজ্য পাব, আজি নরপতি হব
আজি সে সফল পরিশ্রম।
কর্ণ বীর মহাবল, পড়িল অবনীতল,
সংগ্রামে সাক্ষাত ছিল যম।
হেনমতে মনোরঙ্গে, রাজা যুধিষ্ঠীর সঙ্গে
সর্ব্ব লোক শিবিরে আইল।
আনন্দিত পাণ্ডদলে, নৃত্য গীত কুতূহলে,
যে যার শিবিরে প্রবেশিল ॥
ইহকালে সুখভোগ, পরকালে স্বর্গভোগ;
ভারতের পুণ্য কথা শুনি।
শ্রবণেতে পাপক্ষয়, সংগ্রামে বিজয় হয়;
কাশীদাস বিরচিল শুনি॥

কর্ণপর্ব্ব সমাপ্ত।

মহাভারত

শল্যপর্ব্ব।

শল্যের সেনাপতিত্ব।

বলিলেন মুনি শুন নৃপতি তনয়।
সমরে পড়িলা যদি কর্ণ মহোদর॥
দুই দিন যুদ্ধ করি মারি সেনাগণ।
অর্জ্জুনের অস্ত্রে কর্ণ হইল নিধন॥
কর্ণ যদি পড়িলা আকুল দুর্য্যোধন।
হাহাকার শব্দে তাহে করয়ে রোদন॥
মহানাদে রোদন করিল সেনাগণ।
শল্যে চাহি বলিতে লাগিল দুর্য্যোধন॥
কি করিব কহ শল্য ইহার বিচার।
কারে করি সেনাপতি কে করিবে পার॥
তোমা বিনা যোদ্ধাপতি না দেখি আমার।
কেবল ভরসা করি এক্ষণে তোমার॥
সেনাপতি হয়ে আজি তুমি যাও রণে।
তুমি মোরে ধরে দেও কুন্তীর নন্দনে॥
পাণ্ডবে করিয়া ক্ষয় তুমি লও জয়।
ইহা শুনি কহিলেন শল্য মহাশয়॥
দর্প করি কহিলেন নির্ভয় শরীর।
কোন প্রয়োজন ইহা মন কর স্থির।
শুন রাজা চিন্তা নাই স্থির থাক তুমি।
একেলা পাণ্ডবগণে বিনাশিব আমি॥
কোন কর্ম্ম হেতু চিন্তা কর মহাশয়।
আমি সব বিনাশিবা জানিবে নিশ্চয়॥
এত শুনি দুর্য্যোধন হরষিত মন।
শল্যরাজে দিল বহু মান আর ধন॥
বিজয়ী দুন্দুভি বাজে মৃদঙ্গ কাহাল।
ঝাঁঝরী মহুরী বাজে কাংস করতাল॥
ভেয়ুরী ভুরঙ্গ বাজে শত জগঝম্প।
রবক খবক বাজে কোটি২ ডম্ফ॥
শংখনাদ সিংহনাদ মাতঙ্গ গর্জ্জন।
ধ্বজ পতাকায় সব ঢাকিলা গগণ॥
বাদ্যের নিনাদে ধন কম্পে বসুমতী।
সর্ব্ব সৈন্য সমাবেশ করিলা ভূপতি॥
কর্ণের মরণ দুঃখ সব গেল দুর।
সাজিল কৌরবসেনা সমরে অসুর॥
প্রলয় অনল যেন মহাযোদ্ধাচয়।
ততোধিক সেনাগণ প্রলয় দুর্জ্জয়॥
এতেক জানিয়া কৃষ্ণ কহিলা তখন।
সাজিল কৌরবসেনা সমুদ্র যেমন॥
দেখ রাজা যুধিষ্ঠির কুরুসৈন্য ধায়।
সৈন্য সমাবেশ করি কুরুক্ষেত্রে যায়॥
সাজিলেন শল্য শীঘ্র না কর বিলম্ব।
কুরুক্ষেত্রে গিয়া কর সমর আরম্ভ॥
বিকল করিয়া শল্যে নাহি কালাকাল।
সাহায্য করুন আসি বিরাট পঞ্চাল॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আদি বিনাশিল রণে।
কি করিতে পারে শল্য যুদ্ধ তার সনে।
শত্রুকে আত্মীয় জ্ঞান না করিবে মনে।
নিরাশ করিবা শল্যে আজিকার রণে।
এত শুনি যুধিষ্ঠীর আনন্দিত মন।
অর্জ্জুনেরে ডাক দিয়া কহিলা রাজন॥
সমযোগে ধনঞ্জয় কর যুদ্ধক্রম।
তবে সে জানিব আমি তোমার বিক্রম॥
হেনমতে যুধিষ্ঠির বলিলা বচন।
শুনিয়া অর্জ্জুন বীর কহিল তখন॥
কি কারণে চিন্তা তুমি কর মহাশয়।
কেবল ভরসা কৃষ্ণ সংগ্রামের জয়॥
যুধিষ্ঠীর আজ্ঞা দান দিল যোদ্ধাগণে।
বাজায় বিবিধ বাদ্য না যায় লিখনে॥
ঢক ঢোল কাড়া পড়া দুন্দুভি বিশাল।
খমক ঠমক বাজে কাংস্য করতাল॥
বাদ্যের নিনাদে আর সৈন্য কোলাহল।
শব্দ শুনি কম্প হৈল সব চলাচল॥
দুই দলে মিশামিশি হৈল মহারোল।
প্রলয় কালেতে যেন সমুদ্র কল্লোল॥
করিল বিচিত্র ব্যূহ শল্য মহারাজে।
ভুজঙ্গম ব্যূহ হয় পাণ্ডব সমাজে।
ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসিল সঞ্জয়ে বিশেষে।
উভয় দলেতে সৈন্য কিবা আছে শেষে॥
শল্য দুর্য্যোধন তবে কি কর্ম্ম করিল।
আপন বুদ্ধিতে পুত্র সব হারাইল॥

ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আদি যে নাশিল রণে।
হেন জন সঙ্গে যুদ্ধ করে কি কারণে॥
সঞ্জয় বলেন রাজা বাক্যে দেও মন।
আত্ম শেষ সৈন্য লয়ে যুঝে দুর্য্যোধন॥
একাদশ সহস্র অযুত আছে রথ।
তিন কোটি মত্ত হস্তী সমান পর্ব্বত॥
দুই পদ্ম অশ্ব আছে রণে অনিবার।
পবন গমন জিনি গমন যাহার॥
তিনকোটি পদাতিক আছে যম সম।
সৈন্যের সহিত যুঝ করিয়া বিক্রম॥
পাণ্ডবের শেষ সেনা আছে মহামতি।
আছয়ে গগণে রাজা সহস্রেক হাতী॥
অশ্ব আছে এক লক্ষ লক্ষ পদাতিক।
ন্যূন নহে ইহা হৈতে বরঞ্চ অধিক॥
যুধিষ্ঠির যোদ্ধাপতি পাণ্ডব বাহিনী।
দুই দলে মহাযুদ্ধ শুন নৃপমণি॥
যুধিষ্ঠির পরাক্রমে সৈন্য পলায়ন।
দেখি শল্য মহাবীর অগ্রসর হন॥
দিব্য রথে সাজিয়া আইল সেইক্ষণে।
বলিলেন সেনাগণ যুঝ এক মনে॥
নকুলের যুদ্ধ কর্ণ পুত্র চিত্রসেনে।
কাটিল নকুল ধনু চিত্রসেন বাণে॥
সারথি কাটিয়া রথ করিল বিরথি।
বাণে ফুটি চিন্তিলেন নকুল সুমতি॥
খড়্গ চর্ম্ম হস্তে শত্রু রথে চড়ি বীর।
চিত্রসেনে ধরিয়া কাটিল তবে শির॥
নকুলের পরাক্রম ধন্যং ধ্বনি।
সত্যসেন সুষেণ আইল বীর মণি॥
নকুল সহিত যুদ্ধ করি বীরবর।
দুই বীরে মহাযুদ্ধ সংগ্রাম ভিতর॥
সত্যসেন শক্তি তবে সহিল নকুল।
নিজ শক্তি মারি তারে করিল আকুল॥
সত্যসেন পড়িল সুষেণ যুঝে বেগে।
নকুলের অশ্ব রথ কাটিলেন আগে॥
বিরথী হইয়া তবে মাদ্রীর নন্দন।
শীঘ্রগতি অন্য রথে করিল গমন॥
সন্ধানেতে কাটিলেন সুষেণের শির।
সিংহনাদ করিল নকুল মহাবীর।
শুন মহারাজ তব বাহিনী সকল।
দলিয়া চলিল সব পাণ্ডবের দল॥
দেখি শল্য অগ্রসর ধরিয়া ধনুক।
পরাক্রম দেখি কেহ না রহে সম্মুখ॥

যুধিষ্ঠির রাজা সহ হইল মিলন।
পরস্পর করিলেন বাণ বরিষণ॥
যুঝিল নকুল ভীম রাজার পাছে তে।
যোদ্ধাগণ অগ্রে যুঝে রথ রথী সাতে॥
কৃপ চার্য্য কৃতবর্ম্মা আদি মহাবীর।
শল্যের নিকটে যুদ্ধে হইলা অস্থির॥
গদা হাতে ভীমসেন হন অগ্রসর।
মহাক্রোধে যান যেন অগ্নি অবতার॥
নিবারিতে না পারেন শল্য ভীম হাতে॥
রথের সারথি ভীম মারিল আঘাতে।
লাফ দিয়া শল্য গিয়া চড়ে অন্য রথে।
অটল পর্ব্বত প্রায় ভীম গদা হাতে॥
শল্য বলিলেন ভীম বড়ই সাহস।
অকস্মাৎ গদা হানি চাহ নিজ যশ॥
সহত আমার অস্ত্র দেখি পরাক্রম।
এত দিনে আজি তোরে লইলেক যম॥
এত বলি শক্তি ছাড়ি দিল শল্যরাজ।
পড়িল নির্ভয় গিয়া ভীম বক্ষ মাঝ॥
বুক হৈতে ভীম শক্তি নিলেন কাড়িয়া।
শল্য প্রতি মারিলেন হুহুঙ্কার দিয়া॥
বাজিয়া মূর্চ্ছিত তাহে মদ্র অধিপতি।
অন্তর করিয়া রথ রাখিল সারথি॥
কোপে শল্যরাজা গদা নিল তার পর।
মাতুল বলিয়া ডাক দিল বৃকোদর॥
আত্মপক্ষ ত্যাগ করি পর পক্ষ গিয়া।
ঐ অপরাধে মৃত্যু লইলে মাগিয়া॥
গদা যুদ্ধে জানি তুমি বিক্রমে বিশাল॥
তোমার সহিতে যুদ্ধ বাঞ্ছি চিরকাল।
এত বলি দুই বীরে হয় বোলচাল।
গদায় গদায় যুদ্ধ বিক্রমে বিশাল॥
কুম্ভকার চক্র প্রায় ফেরে দুই গদা।
ঘূর্ণাকার দেখিয়া লোকের লাগে ধান্ধা॥
গদাযুদ্ধে বিষারদ দুই মহাবীর।
বদন ভ্রূকুটি নাদে বাহিনী অস্থির॥
গদাঘাতে কম্পমান দোহাকার অঙ্গ।
ইন্দ্র বজ্রাঘাতে যেন ভাঙ্গে গিরি শৃঙ্গ॥
প্রথমে বিহ্বল দোহে সম দেখি বল।
প্রশংসা করেন তাহে অমর সকল॥
ধরণী কম্পিতা হয় ভীম সিংহনাদে।
কৃপ আদি যোদ্ধাগণ পড়িল প্রমাদে॥
গদা এড়ি ধনু নিলা মদ্রপতি রাজা।
মহাযুদ্ধ বিক্রমে বিশাল বড় তেজ॥

তবে বৃকোদর বীর রথে চড়ে গিয়া।
দেখি কৃপাচার্য্য বীর আইল ধাইয়া॥
হইল তুমুল যুদ্ধ নাহি পরিমাণ।
দুর্য্যোধন শল্যরাজা আর চেকিতান॥
মহাঘোর যুদ্ধ হয় না যায় বর্ণন।
অশ্ব গজ রক্তে ভাসি যায় সর্ব্বজন॥
শল্য সহ যুদ্ধ যত প্রধান পাণ্ডব।
মহাযুদ্ধ হৈল যেন উথলে অর্ণব॥
চন্দ্রসেন মন্দ্রসেন হয় আগুয়ান।
যুধিষ্ঠির সহ যুঝে অতি সাবধান॥
যুদ্ধ করি চলিলেন শমন সদন।
ধনুঃ ধরি শল্য আসি করিলেন রণ॥
ভীমসেন সাত্যকিরে করিয়া পশ্চাৎ।
শল্যোপরি করিলেন বহু বাণাঘাত॥
নিজ অস্ত্রে কাটি লন শল্য মহাবীর।
পুনঃ আসি উপস্থিত যথা যুধিষ্ঠির॥
উভয়ত মহাযুদ্ধ বলে অপ্রমিত।
বৃষ্টিধারা যেন পড়ে দেখি চতুর্ভিত॥
কাটিল শল্যের ধ্বজ ধর্ম্ম নরপতি।
ধর্ম্ম ধনুঃ কাটিলেন শল্য শীঘ্রগতি॥
আর ধনুঃ লইয়া যুঝেন যুধিষ্ঠীর।
নিবারিল যুদ্ধে রত শল্য মহাবীর॥
ক্রোধে যান চতুর্ভিতে বাহিনী বিনাশে।
দেখি যুধিষ্ঠীর রাজা ভাবিল বিশেষে॥
আপন ভাগিনা বধ করে মদ্রপতি।
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ যাহে না হইল কৃতী॥
ভীম সংহারিল দুর্য্যোধন সহোদর।
মদ্রপতি বিনাশন হইল দুষ্কর।
শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা আছে শল্যের নিধনে।
প্রলয় দেখায় শল্য আজিকার রণে।
হারিলে কি গতি হবে পাব মহালাজ।
এইমত ভাবিয়া কহিল ধর্ম্মরাজ॥
চক্রব্যূহ করিয়া আমার দল রাখ।
সহদেব নকুল দক্ষিণ বামে থাক॥
দক্ষিণেতে ধৃষ্টদ্যুম্ন সহিত সাত্যকি।
ভীমসেন ধনঞ্জয় প্রধান ধনুকি॥
বিনাশিব শল্য আজি মাতুল প্রবল।
শুনি চারিদিকে রহে সৈন্য অনুবল॥
হইল প্রলয় যুদ্ধ ধর্ম্মরাজ ভাগে।
শল্যের সহায় দ্রৌণি রহিলেন আগে।
সহিতে না পারি ভঙ্গ দিল সর্ব্বজনে।
দক্ষিণে মারিল ভীম কৌরব প্রধান॥

কৃপাচার্য্য নিবারেন বীর ধনঞ্জয়।
এই রূপে মহাযুদ্ধ হইল প্রলয়॥
যুধিষ্ঠির শল্য যুদ্ধ সমান সন্ধান।
সর্ব্বাঙ্গে রুধির পড়ে উভয়ে সমান॥
যুধিষ্ঠীর কম্পমান দেখি শল্য রণে।
চারিদিকে যুদ্ধ রঙ্গ করে সৈন্যগণে॥
গোবিন্দ সহায় পাছে বলেন ডাকিয়া।
মাতুলেরে বধ কর দেখ কি লাগিয়া॥
কৃষ্ণের বচনে যুধিষ্ঠির সাবধান।
আকর্ণ পুরিয়া বাণ করিল সন্ধান॥
ধর্ম্মরাজ ধর্ম্মমতি যুদ্ধ ধর্ম্মপথে।
অন্যায় সমরে রুচি নহে কোন মতে॥
অনুক্রমে বিশিখ ছাড়েন মহামতি।
কাটিয়া পাড়েন শল্য ধর্ম্ম ক্রুদ্ধমতি॥
কাটিল শল্যের অস্ত্র মারি সাতবাণ।
রথধ্বজ সহ ছত্র হয় খান খান॥
রথ লণ্ডভণ্ড দেখি ক্রোধ মদ্রপতি।
সুসজ্জ করিয়া রথ আনি শীঘ্রগতি॥
বলিলেন ভাগিনাসুবুদ্ধি ধর্ম্মবীর।
যুদ্ধেতে এমন কেন দেখি যুধিষ্ঠির॥
আত্মমত বলে দেখি বুদ্ধি যত যার।
কতক্ষণে রণে তুমি অগ্রেতে আমার॥
ধর্ম্মরাজ বলিলেন করি উপরোধ।
সব জানি মাতুল অতুল মহাযোগ॥
বিধিমত রণ আজি তোমার সংহতি।
তোমাকে জিনিলে হয় রণে পূর্ণাহুতি॥
ক্ষত্রকুলে ধর্ম্ম বল বিজয় ঘোষণা।
যম সম শত্রু আর না করি গণনা॥
মম ভাগ্য হেতু তুমি হৈলো রিপুগত।
ক্ষত্রধর্ম্ম রাখিবারে সব হয় হত॥
এখনি মাতুল তবহইবেবিনাশ।
শমন ভবনে যাও হইয়া নৈরাশ॥
অপরাধ না লইবা অস্ত্রের ঘাতন।
আশীর্ব্বাদ কর মামা যাবৎ জীবন॥
শল্যরাজা বলিলেন ধর্ম্মই প্রধান।
তোমার বিজয় সত্য না হবে এড়ান॥
পূর্ব্বে তব দরশনে ইচ্ছা মম ছিল।
পথে দুর্য্যোধন আত্ম পক্ষ আসি নিল॥
সে সব বৃত্তান্ত তুত কহে তব আগে।
অতএব হইলাম দুর্য্যোধন ভাগে॥
ক্ষত্রধর্ম্ম রাখিলে উভয় নাহি দোষ।
সুস্বজ্ঞের উপরোধে দূর কর রোষ॥

কহিতেং দোঁহে করি বাণবৃষ্টি।
প্রলয়ের মেঘ যেন মজাইতে সৃষ্টি॥
ছাড়িল অসংখ্য বাণ যেন জলধারা।
খসিয়া পড়য়ে যেন আকাশের তারা॥
ধর্ম্মরাজ ডাকিয়া বলেন যোদ্ধাগণে।
শল্য প্রতি বাণ মার বিশিষ্ট সন্ধানে॥
ন্যায় রণ বিনা ধর্ম্ম নাহি অন্য মতি।
বাণেং অন্ধকার তুল্য দিবা রাতি॥
দুই বীরে মহারণ হয় বহুতর।
দোঁহে দোঁহা বিন্ধিয়া করিলা জর জর॥
এড়িলেন মহাবাণ বজ্র ধর্ম্মসুত।
ধনুঃ কাটি শল্যের কাটেন অশ্বযুত॥
আর ধনুঃ লয়ে শল্য হন অগ্রসর।
হইল প্রলয় রণ বাণে অন্ধকার॥
ধনুঃ কাটাকাটি পুনঃ হয় পরস্পর।
পুনঃ ধনুঃ নিল দোঁহে করিতে সমর॥
দোঁহে দোঁহা বাণবৃষ্টি সমর ভিতর।
বাণে বাণ নিবারেন ধর্ম্ম নৃপবর॥
সমান সন্ধান দোঁহে সমান সন্ধানী।
দোঁহে দোঁহা বিনাশিব এই মনে জানি॥
অসিমুখ বাণ শল্য এড়িলেন কোপে।
বুকে বাজি রহিলেন ধর্ম্ম মৃতরূপে॥
ক্ষণে মূর্চ্ছা ভঙ্গ হয়ে উঠি ধর্ম্মকারী।
বাণ টানি ফেলিল আঁটিয়া করে ধরি॥
ভীম ধনঞ্জয় আর সাত্যকী প্রভৃতি।
নাশিল কৌরব সেনা করিয়া দুর্গতি॥
যুধিষ্ঠিরে অবসন্ন দেখি ভীম বীর।
শল্যের সম্মুখে যুদ্ধে হইল অস্থির॥
ভীমের কবচ কাটি পাড়ে শল্য বাণে।
শল্য অশ্ব কাটি ভীম ফেলিল সন্ধানে॥
তাহা দেখি শল্য বীর মহাক্রোধ মনে।
পঞ্চবাণ ভীম সনে মারিল সন্ধানে॥
শল্য বাণে ভীমসেনে করিল জর্জ্জর।
নিবারিতে না পারেন বীর বৃকোদর॥
তাহা দেখি পুনঃ যুধিষ্ঠির মহারাজ।
সন্ধান পুরিয়া বান সংগ্রামের মাঝ॥
বাণেতে পীড়িত শল্য দেখি যদুপতি।
ধর্ম্মরাজে ডাকিয়া বলিল শীঘ্রগতি॥
বিনাশিয়া ফেল শল্যে কেন কর ব্যাজ।
যুদ্ধকালে উপরোধ নাহি ধর্ম্মরাজ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশীকহে শুনিলে তরয়ে ভববারি॥

যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক শল্য বধ।

যুধিষ্ঠির বলিলেন মাতুল পিতৃত।
প্রহারের কাল কৃষ্ণ এ নহে উচিত॥
গোবিন্দ বলেন রিপু পাবে যবে পাশ।
কালাকাল নাহি চাহি করিবে বিনাশ॥
যাহার মরণে ভদ্র দেখি মহারাজ।
তাকে বিনাশিলে দোষ নাহি যুদ্ধমাঝ॥
গোবিন্দ বচনে শক্তি লয়ে যুধিষ্ঠির।
বলিলেন আত্মরক্ষা কর মদ্রবীর॥
শুনি শল্য ধনুকে যোড়েন বাণ বেগে।
ভীম আদি বাণ কাটি দিল চারিদিগে॥
হুঙ্কারে ছাড়েন শক্তি ধর্ম্মের নন্দন।
লক্ষ্মণেরে শক্তি যেন এড়িল রাবণ॥
গোবিন্দ রহিল গিয়া শক্তিশেল মুখে।
গমনে আগুন উঠে ঝলকে ঝলকে॥
তাহা দেখি শল্য বীর বাণেতে তৎপর।
শক্তি নিবারিতে বাণ এড়িল সত্বর॥
শক্তিতে ঠেকিয়া বাণ খণ্ড খণ্ড হয়।
বুঝিলেন শল্য আজি জীবন সংশয়॥
পড়িলক গিয়া শক্তি শল্যরাজ বুকে।
শক্ত্যাঘাতে শল্যরাজা পড়িল সম্মুখে॥
বিষম প্রকারে প্রাণ ছাড়িল সত্বর।
ভূমিতলে নিপতিত শল্য নৃপবর॥
বাহু পসারিয়া অধোমুখে শল্যরাজ।
ছিন্ন হয়ে বৃক্ষ যেন পড়ে ক্ষিতি মাঝ॥
জীবন ছাড়িল শল্য পাইয়া বেদনা।
সমরে পড়িল শল্য কটকে ঘোষণা॥
শল্যরাজানুজ আসি শোকেতে মিলিল।
ধর্ম্মরাজ সহিতে সংগ্রামে প্রবেশিল॥
বাণবৃষ্টি করি ধর্ম্মরাজে আচ্ছাদিল।
চতুর্দ্দিকে শরবৃষ্টি আলো বিনাশিল॥
দোঁহে বাণ কাটাকাটি দোঁহে বলবান।
বজ্রবাণ দুই পক্ষে পুরিয়া সন্ধান॥
বাণ দেখি মনেং চিন্তিত হইয়া।
এড়িলেন যুধিষ্ঠির রণে বিশেষিয়া॥
নিভরে পড়িল গিয়া বিপক্ষ উপরে।
শল্যের অনুজ বীর পড়িল সমরে॥
মদ্ররাজ ধর্ম্ম হস্তে রণেতে পড়িল।
পাণ্ডু পক্ষে বীরগণ জয়ধ্বনি দিল॥
সমরে পড়িল শল্য হয় কলরব।
কৌরব বাহিনী ভঙ্গ আনন্দ পাণ্ডব॥

পাণ্ডব দলেতে সবে করে সিংহনাদ।
তাহা শুনি কুরুদলে হইল বিবাদ।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

উভয় দলে পরস্পর যুদ্ধ।

ত্রিপদী।

পড়িলেন শল্য রণে, ভঙ্গ দিল কুরুগণে,
বিমুখ হইয়া রণ মাঝে।
বিজয় দুন্দুভি বাজে, আনন্দিত ধর্ম্মরাজে,
দেখি ক্রোধে ব্যস্ত কুরুরাজে॥
বলিল না কর ক্ষমা, কৃপাচার্য্য অশ্বত্থামা,
কৃতবর্ম্মা কর গিয়া রণ।
শুনিয়া যতেক রথী, বেড়িল পাণ্ডব পতি,
আগুলিয়া রাখে যোদ্ধাগণ॥
কৃতবর্ম্মা মহাবীর, রণে পায়ে যুধিষ্ঠির,
ছিন্নভিন্ন করে বাণাঘাতে।
তবে যুধিষ্ঠির রথ, সন্ধানিয়া অস্ত্রগণে,
রথধ্বজ কাটিলা পশ্চাতে॥
অশ্ব লয়ে কৃতবর্ম্মা, যুঝয়ে সহিত ধর্ম্মা,
বাণে বাণ কাটি ধর্ম্মরাজ।
দেখিয়া সমর দুর্গ, আইল অমর বর্গ,
ধন্য ধন্য করি সভামাঝ॥
গুরুপুত্র অশ্বত্থামা, কৃত কৃতবর্ম্মা নামা,
সকলে বেষ্টিত যুধিষ্ঠির।
দেখি ক্রোধে ভীমসেন, ধাইলেন যম যেন,
দম্ভে বাণ এড়িলেন বীর॥
দেখিয়া ভীমের বাণ, অশ্বত্থামা ক্রোধে বান,
বাণে বাণ করিলেন ক্ষয়।
তাহা দেখি ভীমসেন, ক্রোধে হুতাসন যেন,
বেগে বাণ ছাড়ি অতিশয়॥
অন্য অন্য বীরগণ, করিল প্রলয় রণ,
যেন বৃষ্টি হয় বিপরীত।
দেখি বড় বিসম্বাদ, দুই দলে কি প্রমাদ,
সকলে হইল চমকিত॥
অশ্বত্থামা মহাবীর, গম্ভীর সংগ্রাম ধীর,
বাণ এড়ি রাজার উপরে।
তাহা দেখি ভীমসেন, ক্রোধে হন অগ্নি যেন,
বাণে বাণ কাটেন সত্বরে॥
মধ্যাহ্নকালের বেলা, সৈন্যবিনাশিতে গেলা,
দুই দলে না ছাড়িয়া রণ।
সঞ্জয় বলেন বাণী, শুন অন্ধ নৃপমণি,
সব নষ্ট তোমার কারণ।
শল্য হয় রণে হত, লইয়া সত্বর রথ,
কৌরব প্রধান আগুয়ান।
চড়িয়া কুঞ্জরোপর, যেন শোভে পুরন্দর,
কৃপ আদি ছিল পাছুয়ান॥
যুধিষ্ঠির বেড়ি আসি, বাণবৃষ্টি অহর্নিশি;
অন্ধকারে কিছু নাহি দেখি।
শকুনি হইল আগু, রহ রহ ডাকে লঘু;
আশ্বাসিয়া যোদ্ধাগণে রাখি॥
কেহ নাহি শুনে বোল, সবে করে মহাগোল,
আসি কহে রাজার নিকটে।
ভাঙ্গে সেনা প্রাণ ভয়, নিবারণ নাহি হয়,
কি করিব বিষম সঙ্কটে॥
শুনি তাহা কুরুপতি, কহিল সঞ্জয় প্রতি;
কি কর্ম্ম করিল দুর্য্যোধন।
সঞ্জয় কহেন বাণী, অবধান নৃপমণি,
পুনঃ যুদ্ধ নহে নিবারণ॥
মহাভারতের কথা, বিচিত্র ভারত গাঁথা,
সর্ব্ব দুঃখ শ্রবণে বিনাশ।
কমলাকান্তেরসুত, হেতু সুজনের প্রীত,
বিরচিল কাশীরাম দাস॥

শকুনি ও দুর্য্যোধনে কথোপকথন।

মাতুল বচন শুনি দুর্য্যোধন রাজা।
সেনাভঙ্গ দেখিয়া ধাইল মহাতেজা॥
মহাযুদ্ধ করি ডাকে করিয়া আশ্বাস।
কি করিয়া যাব সবে করিয়া বিনাশ॥
মাতুল বুঝায় তুমি সব সেনাগণে।
ত্যাগ করি কেন যাও অসমাপ্ত রণে॥
সমর করিবে সবে না করিবে ভয়।
সংগ্রামে মরিলে বীর স্বর্গ গতি হয়॥
জন্মিলে মরণ আছে এড়াবার নয়।
রণে ভঙ্গ দিয়া কেন হও নিন্দাশ্রয়॥
পলাইয়া প্রাণ রাখে লজ্জা নাহি ছাড়ে।
স্থির হৈয়া যুদ্ধ কর যশঃ কীর্ত্তি বাড়ে॥
সাহস করিয়া সবে যুদ্ধ কর সার।
জীবন মরণ ধন্য পাপে হবে পার॥
আপনি যুঝিয়া আজি মারিব পাণ্ডবে।
দেখিয়া কৌতুক পরে দাঁড়াইলা সবে॥
আশ্বাস পাইয়া সেনা হইল প্রবল।
কাল প্রাপ্ত মৃত্যু আসি হইল নিশ্চল॥
শুনিয়া শকুনি বলে শুনে কুরুরাজ।
ভয় নাহি দেখি আমি ছাড় রণ কায॥

আরম্ভ হইতে হৈল রণ যত দিন।
দিনং সেনাগণ হইতেছে ক্ষীণ॥
একাদশ অক্ষৌহিণী বাহিনী গণিত।
অধিক হইবে কত না হয় লিখিত॥
সকল বিনাশ হৈল অল্পমাত্র শেষ।
দেখিয়া না দেখ রাজা না বুঝ বিশেষ।
অসাধ্য প্রয়াসে তাত নহি প্রয়োজন।
অতঃপর যুদ্ধ ক্ষমা দেও দুর্য্যোধন॥
দৈববলে কুন্তী পুত্র হইল বলিষ্ঠ।
যাহার গোবিন্দ সখা সবাকার ইষ্ট॥
পাণ্ডবের তেজ দেখি সেনার আকুল।
দিনেং দেখ সেনা হইল নির্ম্মূল॥
নিষ্ফল আরম্ভ দম্ভ আর নাহি সাজে।
অমাত্য বান্ধব নষ্ট হৈল এই কাযে॥
দেখি ক্ষমা দেও যদি তুমি কুরুরাজ।
শেষ ক্ষমা করি থাক যুদ্ধে নাহি কায॥
কর্ণ আদি করি দর্প কি করিল তব।
অগ্র পাছু না গণিয়া নষ্ট কর সব॥
পাণ্ডবের মূল হরি সাত্যকি পঞ্চাল।
কি কর্ম্ম সাধিলা তুমি হইয়া বিশাল॥
কত যুদ্ধ করিল আচার্য্য ভীষ্ম কত।
কি সাধিল তব কার্য্য সব হৈল হত॥
বৃথা অভিলাষ কর চেষ্টা বিধিমতে।
কি না হইল কার্য্য কাল বিপরীতে॥
কৃষ্ণ আদি করি সবে করিল বারণ।
না শুনিয়া তাহা বিধি ঘটায় তেমন॥
ভয়ে যারা পলাইয়া গেল নানা স্থান।
হইল পাণ্ডব এরে সবার প্রধান॥
বিধির নির্ব্বন্ধ কভু না যায় খণ্ডন।
অতঃপর ক্ষমা দেও নাহি কর রণ॥
ইন্দ্র দেবরাজ রিপু বলি মহাবল।
কৃষ্ণ তারে কালক্রমে দিল রসাতল॥
তুমি যদি অনুমতি দেও এইক্ষণ।
আসিয়া ভজিবে পঞ্চ পাণ্ডুনন্দন॥
যে হইল সে হইল করিয়া বিচার।
আপনার শেষ রাখ না কর সংহার॥
মাতুলের বচনে কহিল কুরুরাজ।
বুঝিলাম পাইয়াছ তুমি ভয় লাজ॥
এই যুদ্ধে মৃত্যু যদি না হয় তোমার।
তবে বুঝি কদাচিত মৃত্যু নাহি আর॥
মরণের হেতু ভয় কিসের কারণ।
কালপ্রাপ্তে সুবুদ্ধি হারায় সাধুজন॥
ভাবিয়া দেখিলে মনে কিসে হয় ভ্রম।
সংগ্রামে দেখাও তুমি নিজ পরাক্রম॥
নিশ্চয় যদ্যপি থাকে নিশ্চয় মরণ।
কি মতে বাঁচিবে তবে গান্ধারনন্দন॥
নীতি নাহি শুন তুমি কর মৃত্যু ভয়।
সমর করিব আমি ভাগ্যে যাহা হয়॥
এতেক বলিল রাজা মাতুলের প্রতি।
শুনিয়া রহিল মৌনে গান্ধার সন্ততি॥
অনন্তরে কহিলেন সারথির প্রতি।
রথ সাজি আন যুদ্ধে যাব শীঘ্রগতি॥
শুনিয়া রাজার বাক্য সারথি সত্বর।
রথ সাজি আনি শীঘ্র করিল গোচর॥
আজ্ঞামাত্র সারথি সাজায় রথখান।
মণিময় মহারথ বিচিত্র নির্ম্মাণ॥
রথে আরোহিল রাজা সংগ্রামের বেশে।
শকুনি জানিল মৃত্যু হইবে বিশেষে॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

শকুনি বধের উপক্রমে নানা যুদ্ধ।

সেনাগণে কহিলেন রাজা দুর্য্যোধন।
অগ্র হয়ে যুদ্ধে শত্রু করিব নিধন॥
জয় পরাজয় মৃত্যু দৈবের ঘটন।
যথা ধর্ম্ম তথা জয় বেদের লিখন॥
এত বলি কুরুপতি রথ আরোহণে।
শীঘ্র আসি ভেটিলেন ভীমসেন সনে॥
দুই মত্ত হস্তী যেন করিছে গর্জ্জন।
দুই সিংহে মেলি যেন করে মহারণ॥
ভীম বলিলেন এসো কুরু কুলাধম।
করিলে সকল নাশ করি পরাক্রম॥
তব বল বুদ্ধি কর্ণ এড়ি গেল কোথা।
দুঃশাসন দুর্ম্মতি মরিল দুষ্ট ভ্রাতা॥
দেখিয়া না দেখ চক্ষে তুমি দুষ্টমতি।
কুলান্তক তোমাকে সৃজল প্রজাপতি॥
রণে ক্ষমা দিয়া এবে ভজ ধর্ম্মরাজে।
জীবনের আশা রাখ কি করিবে লাজে॥
নতুবা চলিবা যথা ভীষ্ম কর্ণ দ্রোণ।
দুই পথ কহিলাম যাহা লয় মন॥
দুর্য্যোধন বলিলেন সহ পরিবারে।
শমন সদনে আজি পাঠাব তোমারে॥
বারেং অপমান কৈলে নামামতে।
এখন পুরিল কাল যাবি যমপথে॥

দ্রৌপদীর অপমান পাসরি কেমনে।
কিরাত সমান হয়ে ফিরিল কাননে॥
শুনি ভীম বলিলেন জানি দুর্য্যোধন।
গন্ধর্ব্বে বান্ধিয়া তোরে লইল যখন॥
নিজ বল পরাক্রম কি জানাব তোমা।
ভজ ধর্ম্মরাজে তিনি করিবেন ক্ষমা॥
আপনাকে রাখহ অন্ধ পিতা মাতা।
হিত বাক্য কহিলাম না কর অন্যথা॥
শুনি দুর্য্যোধন রাজা কহিলেন বাণী।
যুদ্ধ করি সংহারিব পাণ্ডব বাহিনী॥
মহাযুদ্ধ বাধিল তুমুল হেনকালে।
প্রলয় কালেতে যেন সমুদ্র উথলে॥
বাণ বৃষ্টি করি সৈন্য করিলা অস্থির।
আষাঢ় শ্রাবণে যেন বরিষয়ে নীর॥
ভীমের নারাচ বাজে দুর্য্যোধন বুকে।
ব্যাকুল সারথি রথ ফিরায় বিমুখে॥
গদা হাতে ভীমসেন ধান শীঘ্রগতি।
ক্ষণমাত্রে সংহারিলা যত যোদ্ধাপতি॥
আখালি পাখালি বীর মারি গদা বাড়ি।
সহস্র সহস্র রথ চূর্ণ হয়ে পড়ি॥
গদা হাতে ধান বীর সমরে প্রচণ্ড।
বজ্র হাতে ইন্দ্র যেন ধান কালদণ্ড॥
সম্মুখে বিমুখ নাহি মারে খেদাড়িয়া।
পলায় সকল সৈন্য রণে ভঙ্গ দিয়া॥
দূরে থাকি ধায় সব পাইয়া তরাস।
পাছুহ ধান বীর করিয়া বিনাশ॥
যত যুদ্ধ করিলেন তত বল বাড়ে।
তাহা দেখি কুরু সৈন্য রণস্থল ছাড়ে॥
একা ভীম সংহারিলা সহস্র সঙ্ঘাতি।
তুরঙ্গ সহস্র পঞ্চ সহস্রেক হাতী॥
সম্বিত পাইয়া পরে রাজা দুর্য্যোধন।
আশ্বাসিয়া বলে ভয় নাহি যোদ্ধাগণ॥
অর্জ্জুন সহিত যুদ্ধে ধায় যোদ্ধাগণ।
কুঞ্জর সহিতে ধান রাজা দুর্য্যোধন॥
উভয়েতে মহাযুদ্ধ বাণ বরিষণ।
আকাশেতে প্রশংসেন যত দেবগণ॥
কৌরবের যোদ্ধাপতি শাল্য নৃপবর।
হস্তীতে চড়িয়া ধান সংগ্রাম ভিতর॥
হস্তীর বিনাশে বাণ এড়িল পঞ্চাল।
প্রহারে পড়িল রণে মাতঙ্গ বিশাল॥
ক্রোধে বীর লাফ দিয়া ভূমিতে নামিল।
দেখিয়া সাত্যকি পরে সম্মুখে মিলিল॥
কাটিল শাল্যের ধনু করি খণ্ড খণ্ড।
তাহা দেখি কৃতবর্ম্মা হইল প্রচণ্ড॥
দুই জনে বাণ বৃষ্টি ঘোর অন্ধকার।
মহা প্রলয়েতে যেন ব্রহ্মাণ্ড সংহার॥
সাত্যকি এড়িলা বাণ কৃতবর্ম্মা বীরে।
সেই বাণ বাজে তার বক্ষের উপরে॥
বাণেহ আচ্ছাদিলা কৃতবর্ম্মা বীর।
রথ ফিরাইল তবে সারথি সুধীর॥
পুনঃ শাল্য সাত্যকির বাধিল সমর।
দোঁহে দোঁহা বিন্ধিয়া করিল জরহ॥
সাত্যকির বাণে শাল্য ত্যজিল জীবন।
তাহা দেখি কৃতবর্ম্মা আইল তখন॥
শাল্য বীর পড়িল দেখিয়া মহাবীর।
কৃতবর্ম্মা আসি রণে হইলা সুস্থির॥
পুনরপি কৃতবর্ম্মা সাত্যকিতে রণ।
দোঁহাকার সংগ্রামেতে কি দিব তুলন॥
উভয়ে হইল রণ নাহি পাঠান্তর।
রথে চড়ি ধান দুই মহাধনুর্দ্ধর॥
ধ্বজ ছত্র কাটা গেল দেখি বিপরীত।
অশ্ব কাটা গেল রথ গমন রহিত॥
ভূমিতলে কৃতবর্ম্মা হইয়া বিরথী।
দেখি কৃপ নিজ রথে নিলা শীঘ্রগতি॥
পুনরপি দুর্য্যোধন যুঝে ক্রোধ মনে।
করিলেন বাণে রণ পাণ্ডবের সনে॥
চতুর্দ্দিকে ভঙ্গ দিল পাণ্ডব বাহিনী।
ধর্ম্মরাজ সহ রণে জিনিল শকুনি॥
মুহূর্ত্তেকে হইল সমর ঘোরতর।
দোহাকার বাণে দোহে শরীর জর্জ্জর॥
ধর্ম্মের সারথি রথ কাটিল তখনি।
পায়ে লাজ ধর্ম্মরাজ নামিল ধরণী॥
হেনকালে সহদেব ত্বরিতে আসিয়া।
আপনার রথে ধর্ম্ম লইলা তুলিয়া॥
পুনঃ দিব্য রথ আনি যোগায় সারথি।
ধনু ধরি উঠিলেন রথে মহামতি॥
সুসজ্জ হইয়া রাজা রহিলা তথায়।
শকুনি বধিতে আজ্ঞা দিলেন ত্বরায়॥
চতুর্দ্দিকে সেনাগণ সহ সাবধান।
শকুনি মারিয়া কর যশের আখ্যান॥
সহস্র সামন্ত পঞ্চ সহস্র তুরঙ্গ।
সপ্ত শত মত্ত করী চলে তার সঙ্গ॥
গদাতি সহস্র ত্রিশ চলিল প্রধান।
সহদেব এ সবার কর্ত্তা আগুয়ান॥

জানিয়া সমরে ধায় গান্ধারি নন্দন।
অনুবল পাছে থাকি দেখে দুর্য্যোধন ॥
ষাটি শত অশ্ব রথ আছিল বিভাগে।
পদাতিক পঞ্চাশ কোটি সহস্রেক লাগে ॥
সকল যোদ্ধার মাঝে শকুনি প্রধান।
দুই দলে মিশামিশি সংগ্রাম বিধান ॥
প্রতিজ্ঞা আছয়ে পূর্ব্ব শকুনি বিনাশে।
সেই হেতে সহদেব অধিক আক্রোশে ॥
সহদেব শকুনি হইল মিশামিশি।
বাণে অন্ধকার নাহি জানি দিবানিশি ॥
অবিশ্রামে সংগ্রাম বাধিল দুই জনে।
উভয়ের বাণ বৃষ্টি বিশাল গর্জ্জন ॥
রথে রথে গজে গজে তুরঙ্গ২।
বাধিল তুমুল যুদ্ধ দেখি যোদ্ধাভঙ্গ ॥
কেশাকেশী মুখামুখী ভুজে যায় তাড়ি।
চরণে চরণ ছান্দি যায় গড়াগড়ি ॥
হেনমতে যোদ্ধাগণ করে মহারণ।
মার মার শব্দ করি করয়ে গর্জ্জন ॥
বাণে অন্ধকার হৈল সংগ্রামের স্থলী।
রথী২ মহাযুদ্ধ সবে মহাবলী ॥
বহিল শোণিত নদী অতি ভয়ঙ্কর।
হস্তী ঘোড়া ভাসি চলে সংগ্রাম ভিতর ॥
শ্বান শিবা কলরব পিশাচের ঘটা।
নানা বর্ণে পক্ষি উড়ে যেন মেঘ ছটা ॥
বিষম সমরে বহু পড়িল বাহিনী।
সপ্তশত অশ্ব শেষ রহিল শকুনি ॥
রাজ অনুমতি মতে পরম সাহসে।
পাণ্ডববাহিনী ভঙ্গ দিল চারি পাশে ॥
সহাস্যে শকুনি যুদ্ধে ধরিয়া ধনুক।
বাণাঘাতে পাণ্ডু সেনা নাহি বান্ধে বুক ॥
হস্ত পদ বক্ষ কারু করে খণ্ড খণ্ড।
কুণ্ডল সহিত কারু কাটি পাড়ে মুণ্ড ॥
যুদ্ধ করি শকুনি বাহিনী বিনাশিল।
তাহা দেখি সহদেব বিস্ময় হইল ॥
বাহিনী দুর্গতি দেখি কৃষ্ণ মহাশয়।
ভাবিয়া বলেন কেন সেনা ভঙ্গ হয় ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আদি সমুদ্রে ভাসিয়া।
শকুনির যুদ্ধে কেন মজিলা আসিয়া ॥
শকুনিরে মার আজি অনর্থের মূল।
যার দোষে ক্ষত্রকুল হইল নির্ম্মূল ॥
শুনিয়া অর্জ্জুন ক্রোধে গাণ্ডীব ধরিয়া।
সিংহ যেন ধায়ে যায় মৃগ খেদাড়িতে ॥

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

সহদেব হস্তে শকুনি বধ।

গাণ্ডীব ধরিয়া পার্থ যুঝেন তখন।
ছিন্ন ভিন্ন করিলেন কুরু সেনাগণ।
কেহ ডাকে মাতা পিতা কেহ চাহে জল।
সাহসে শকুনি যুঝে বাহিনী বিকল ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন সহ যুঝে রাজা দুর্য্যোধন।
মহাঘোর যুদ্ধ হয় ঘোর দরশন ॥
করিলেন সৈন্যোপরি বাণ বরিষণ।
বাণে কাটি পাড়িলেন রাজা দুর্য্যোধন।
সন্ধান পুরিয়া পরে ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর।
অর্দ্ধচন্দ্রে কাটিলেন সারথির শির ॥
পঞ্চ বাণে ধনু কাটে ধ্বজ ছত্র আর।
খণ্ড২ রথ চূর্ণ করিল রাজার ॥
সহিতে না পারি ভঙ্গ দিলা দুর্য্যোধন।
লাফ দিয়া সৈন্য মধ্যে পড়িল তখন ॥
ভঙ্গ দিয়া তুরঙ্গে চড়িয়া মহামতি।
পাছু নাহি চাহিয়া চলিল শীঘ্রগতি ॥
অপমান নিয়া ধর্ম রাজা দুর্য্যোধন।
শকুনির কাছে আসি দিলা দরশন ॥
তবে রাজা কৃতবর্ম্মা মহাবলবান।
ভীমসেন যুদ্ধ রস্তে হয়ে সাবধান।
ক্ষণেক রহিয়া পরে ভীম মহাবীর।
বাণেতে বিন্ধিল বহু যোদ্ধার শরীর ॥
বাণে বাণ কাটী কৃতবর্ম্মা ক্রোধ মন।
মহাকোপে আইলেন পবন নন্দন ॥
যুদ্ধস্থলে কৃতবর্ম্মা করিয়া বিক্রম।
মহাযুদ্ধ করে দোহে নাহি পরিশ্রম।
দুই জনে মহাযুদ্ধ করি বার বার।
তাহা দেখি যোদ্ধাগণ হৈল অগ্রসর ॥
ভীমসেন করিলেন অনেক বিশেষ।
নির্ম্মূল হইল সেনা অল্প অবশেষ ॥
পদ্মবন ভাঙ্গে যেন মদমত্ত হাতি।
কানন কাটিয়া যেন মৃত্তিকা করে ক্ষিতি ॥
একা ভীম সর্ব্ব সৈন্য করিলা বিনাশ।
দেখিয়া কৌরব সৈন্য পাইল তরাস ॥
সঞ্জয় বলেন রাজা শুন নিবেদন।
অশ্ব আরোহণে চলে রাজা দুর্য্যোধন।
যোদ্ধাগণ কতগুলি আছয়ে সংহতি।
দেখিয়া কহেন পার্থ গোবিন্দের প্রতি ॥

হের দেখ নির্লজ্জ অধম দুর্য্যোধন।
তবু রণে নাহি ক্ষমা বিনাশ কারণ॥
গোবিন্দ বলেন পরে পার্থ ধনুর্দ্ধরে।
অগ্র হয়ে মার শীঘ্র পাপি কুরুবরে॥
অর্জ্জুন দেখিল সেনা প্রায় ভঙ্গীয়ান।
ক্ষণকাল পরে যুদ্ধে হয়ে সাবধান॥
সঞ্জয় বলিল রাজা কি কব বিশেষ।
হইল সকল নষ্ট কিছুমাত্র শেষ॥
অবশেষ আছে তব দুই শত রথ।
ত্রিসহস্র পদাতিক অশ্ব পঞ্চ শত॥
কৌরব বাহিনী রাজা এই মাত্র শেষ।
ইহা জানি অর্জ্জুনে কহিল হৃষিকেশ॥
মহাধনুর্দ্ধর পার্থ রণে অনিবার।
তোমা হৈতে ক্ষত্র সব হইল সংহার॥
ভুজবলে যুধিষ্ঠির আজি অধিকারী।
রহিল তোমার যশ ভুবন প্রচারী॥
আজি যুধিষ্ঠিরের উপরে রাজ্যভার।
আজি হৈল কুরুকুল বংশের সংহার॥
অর্জ্জুন বলিল প্রভু তব প্রসাদত।
করিলা বিজয়ী মোরে জগত বিখ্যাত॥
কহিতে কহিতে যুদ্ধস্থলে ধনঞ্জয়।
বাণেং করিলেন অন্ধকার ময়॥
মহাপরাক্রম পার্থ যেন ধনুর্ব্বেদ।
করিলেন সুশর্ম্মার অগ্রে শিরচ্ছেদ॥
তাহার তনয় কোপে রণে প্রবেশিল।
পার্থের নারাচ বাণে শীঘ্র কাটা গেল॥
তবে ক্রোধে বীরদ্বয় ছাড়ে সিংহনাদ।
যুঝিয়া সমরে বীর না পান বিষাদ॥
দক্ষসেন বীর গেল সমরের মুখে।
তাহারে বধিলা পার্থ পরম কৌতুকে॥
তাহার অনুজ ছিল সমরে দুর্জ্জয়।
তাহারে মারিল বীর পবন তনয়॥
শকুনি সহিত যুঝে সহদেব বীর।
বাণেতে জর্জ্জর কৈল শকুনি শরীর॥
সম্বিত পাইয়া উঠি হইয়া চেতনা।
সিংহনাদ করে যেন পড়িল ঝঞ্ঝনা॥
ভয় ক্রমে ভঙ্গীয়ান দেখি কুরুদলে।
দুর্য্যোধন আশ্বাসিয়া রাখিল সকলে॥
দেব অবতার বীর সহদেব রোষে।
বিশ্রান্ত ক্ষান্ত নাহি বাণাঘাতে শোষে॥
শকুনির ধনু কাটি ফেলিলেন হেলে।
অন্য ধনু লয়ে যুদ্ধ করে সেইস্থলে॥
শকুনির নন্দন উলুক নাম ধরে।
পিতার সাহায্য হেতু আইল সমরে॥
ভীমের সহিত যুদ্ধ করে অনিবার।
ক্ষুর বাণে ভীম তারে করিল সংহার॥
পুত্রশোকে যুঝে বীর মরমে মরিয়া।
নির্ভয়েতে ধনুর্গুণ সন্ধান পুরিয়া॥
বাণে আচ্ছাদন কৈল মাদ্রীর নন্দনে।
গলিত রুধির অঙ্গে ভয় নাহি মনে॥
মাদ্রীপুত্র মহাবীর মহাকোপ ভরে।
শকুনির ধনুর্ব্বাণ কাটিলেন পরে॥
কোপে শক্তি লয় তুলি গান্ধার কুমার।
নিক্ষেপ করিল তবে করিতে সংহার॥
দৃষ্টিমাত্র কাটিলেন সহদেব বীর।
শক্তি ব্যর্থ গেল দেখি শকুনি অস্থির॥
ভিন্দিপাল শক্তি ভল্ল পরশু তোমর।
শেল শূল জাঠি আঠা যতেক প্রখর॥
সন্ধান পুরিয়া বাণ শকুনি মারিল।
মাদ্রীসুতে কোন রূপে তবু না পারিল॥
করিলেন সহদেব রথ লণ্ড ভণ্ড।
তীক্ষ্ণ বাণে কাটিলেন তুরঙ্গের মুণ্ড॥
বিরথী হইয়া দুষ্ট রহে দাণ্ডাইয়া।
পরাক্রম গেল সব আতঙ্ক পাইয়া॥
রথ হৈতে লাফ দিয়া পড়ি ভূমিতলে।
সমরে বিমুখ হৈয়া পিষ্ঠ দিয়া চলে॥
চঞ্চল হইল মন নাহি বুদ্ধি বল।
করতালি দিয়া হাসে পাণ্ডবের দল॥
ধিকং ক্ষত্র হৈয়া পলাইল রণে।
ইহার অধিক ভাল সংগ্রাম মরণে॥
অবলার প্রায় গেলি ভঙ্গ দিয়া রণে।
এড়াইলি মৃত্যু হেন না করিস মনে॥
অপমান বাক্য শুনি পুনশ্চ আসিল।
মরণ মানিয়া পুনঃ রণে প্রবেশিল॥
রণভূমে নিপতিত অস্ত্র ভিন্ন নাই।
প্রাণ পণে করে যুদ্ধ লইয়া তাহাই॥
যত অস্ত্র মারে সব কাটিলেন বীর।
অবলম্বন হয়ে থাকে গান্ধার সুধীর॥
অগ্র হয়ে মাদ্রিপুত্র চুলে ধরি আনে।
শকুনি দুঃখের মূল সর্ব্বলোকে জানে॥
পশুর সদৃশ করি চুলে দিল টান।
কম্পমান কলেবর হইল অজ্ঞান॥
সহদেব বলিলেন দুষ্টের প্রধান।
এই হেতু তোর প্রতি নাহি ক্ষমবান॥

পাশায় যতেক দুঃখ দিলি দুষ্টমতি।
উপহাস করিলি যে রাজার সংহতি॥
ভুঞ্জার তাহার ফল আজিকার রণে।
যে হাতে ধরিলি পাশা কপট বিধানে॥
সেই হাত অগ্রে কাটি অন্য তার পরে।
আজি খেলা শিক্ষাইব নরাধম তোরে॥
শকুনি কহিল মোরে মার দিব্য বাণ।
বধ কর কিন্তু না করিবা অপমান॥
বিধির নির্ব্বন্ধ কভু খণ্ডন না যায়।
কাটি পাড় মুণ্ড যদি ক্ষমা নাহি তায়॥
এত শুনি দর্প করি সহদেব বীর।
পূর্ব্ব দুঃখ মনে করি হইল অস্থির॥
অঙ্গুলি পর্য্যন্ত কাটি পাড়ি বাহুমূল।
পূরিল প্রতিজ্ঞা আজি শুনহে মাতুল॥
কাতর শকুনি বীর করে ছটফটি।
ক্রোধে সহদেব বীর তার মাথা কাটি॥
কর্ম্ম অনুরূপ ফল বলে সর্ব্বলোকে।
পূর্ব্বের বিধান ফল পাইল প্রত্যক্ষে॥
সময় পাইলে কর্ম্ম অবশ্যই ফলে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম ফল যেন ভুঞ্জে এককালে॥
শকুনি পড়িল রণে হৈল সিংহনাদ।
কুরু সৈন্য ভঙ্গ দিল গণিয়া প্রমাদ॥
পলাইতে নারে সবে যে পড়ে সম্মুখে।
প্রাণের সহিত মারে যারে অগ্রে দেখে॥
সৈন্যগণ ভঙ্গ দিল যেবা ছিল শেষ।
একা দুর্য্যোধন রাজা মাত্র অবশেষ॥
একাদশ অক্ষৌহিণী সেনাগণ নাশি।
শোক অভিমানে দুর্য্যোধন হত হাসি॥
হইল পৃথিবী শূন্য জানি মহামতি।
অশ্ব ছাড়ি ভূমিতলে করিলেন গতি॥
ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন কহ পরিশেষ।
পাণ্ডবের সেনা কত আছে অবশেষ॥
সঞ্জয় বলিল শুন কুরুবংশপতি।
আছয়ে পাণ্ডবদলে দ্বিসহস্র রথী॥
তুরঙ্গ অযুত শত সহস্র মাতঙ্গ।
আছে লক্ষ পদাতিক পাণ্ডবের সঙ্গ॥
যত সৈন্য ছিল সব বিনাশ হইল।
কৌরবের শেষ এই এখন রহিল॥
কৃপ অশ্বত্থামা কৃতবর্ম্মা দুর্য্যোধন।
সর্ব্ব নাশে অবশিষ্ট এই চারি জন॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুন পুণ্যবান॥

দুর্য্যোধনের দ্বৈপায়ন হ্রদে প্রবেশ।

সঞ্জয় বলেন রাজা কর অবগতি।
আপন সমর শেষ দেখি মহীপতি॥
কুরুবলে সিংহ যেন ছিল মহারাজ।
দাবানলে দহে যেন শুষ্ক বন মাঝ॥
অগাধ শুষিল যেন মদোদধি দল।
পাণ্ডব শুষিল তেন কৌরবের দল॥
আমাত্য বান্ধব যত সব হৈল হত।
সমর সমাজে অনুকূল ছিল যত॥
লোক লাজে অভিমানে না দেখি উপায়।
শূন্য হৈল বসুমাতা জানিয়া নিশ্চয়॥
জয় পরাজয় কর্ম্ম বিধির ঘটন।
আপনার শক্য নহে কর্ম্ম নিবন্ধন॥
এত ভাবি দুর্য্যোধন চলিল সত্বর।
গদা হস্তে যান যেন মত্ত করীবর॥
সর্ব্ব শূন্য অবশেষ দেখিয়া বিমন।
দ্বিতীয় বান্ধব নাহি সঙ্গে এক জন॥
চিন্তা যুক্ত দুর্য্যোধন করিল গমন।
কেহ না দেখিল কোথা গেল দুর্য্যোধন॥
দৈবাৎ সঞ্জয় পথে আসিয়া মিলিলা।
দেখি ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকিরে আদেশিলা॥
দেখহ কৌরব পক্ষে আইল সঞ্জয়।
রাখিয়া কি কার্য্য এরে শীঘ্র কর ক্ষয়॥
তাহা দেখি সাত্যকি লইল খড়্গ করে।
বিনাশিতে সঞ্জয়ে আইল ক্রোধ ভরে॥
অকস্মাৎ আইলেন ব্যাস তপোধন।
সাত্যকিরে ডাকিয়া করিলা নিবারণ॥
সঞ্জয় আসিতেছিল ফিরিয়া নগরে।
দেখিলেন পরে অতি দীন কুরুবরে॥
গদা হাতে দুর্য্যোধন অতি হীন বেশ।
নেত্রনীর ঝরে মুখে নাহি বাক্য লেশ॥
দেখিয়া সঞ্জয় জিজ্ঞাসিল কুরুরায়।
কে আছে জীবিত বল আমার সহায়॥
সঞ্জয় কহিল তাহে এই মাত্র সার।
কৃপাচার্য্য কৃতবর্ম্মা দ্রোণের কুমার॥
এতেক শুনিয়া রাজা ছাড়িল নিশ্বাস।
অচেতন হয়ে পড়ে মুখে নাহি ভাষ॥
গদ গদ ভাবে রাজা কহিল করুণে।
এমন করিবে বিধি নাহি ছিল মনে॥
জন্মিলে মরণ আছে না হবে অন্যথা।
অপমান যত কিছু সেই কাটা মাথা॥

সঞ্জয়ে কহিল জান কি কহিব আর।
বিধি বিড়ম্বিল মোরে মজিল সংসার॥
সর্ব্বনাশ করিলেন দারুণ বিধাতা।
জনকের স্থানে গিয়া কহিবা এ কথা॥
কিছু না রহিল সেনা আমার সমাঝ।
ত্বরিত গমনে যাও যথা অন্ধরাজ॥
আমার দৈবের কথা কহিবা বিশেষ।
নিস্ফল হইল কেহ না রহিল দেশ॥
বৃদ্ধকালে অন্ধ হইলেন অন্ধ তাত।
এখনআমার ভাগ্যে যে থাকে পশ্চাৎ॥
কাল প্রাপ্ত হইল লোক না শুনে বচন।
কালেতে সংহার করে দৈবের কথন॥
সুখ দুঃখ কর্ম্মভোগ বিধাতার বশ।
অনিত্য সংসার সার ধর্ম্ম কীর্ত্তি যশ॥
আমার ভাবনা তাত ছাড়িবে এখন।
পাত্র মিত্র জ্ঞাতি আর ইষ্ট বন্ধুগণ॥
সকল মরিল আমি জীবিত কেবল।
বংশ নাশ হৈল মম জীবন বিফল॥
বিফল জীবনে আর না করি বাসনা।
দৈবের নির্ব্বন্ধ এই না করি ভাবনা॥
যাও তুমি সঞ্জয় কহিও সমাচার॥
ইহ পরলোকে দেখা নাহি হবে আর।
এত বলি হ্রদ জলে করিল গমন।
প্রবেশ করিল দুঃখে রাজা দুর্য্যোধন।
তথা হৈতে আসিতে সঞ্জয় বিবাদিত।
হইল সাক্ষাত এই তিনের সহিত॥
কৃপাচার্য্য কৃতবর্ম্মা অশ্বত্থামা আর।
জিজ্ঞাসিল সঞ্জয়ে কি কহ সমাচার॥
মহারাজ দুর্য্যোধন আছেন কোথায়।
কি কহিব মন দহে না দেখি উপায়॥
শুষ্ক বন দহে যেন জলন্ত আগুনে।
কহত সঞ্জয় কোথা পাব দুর্য্যোধনে।
শুনিয়া সঞ্জয় পরে কহিল বিশেষ।
দুর্য্যোধন রাজা হ্রদে করিল প্রবেশ॥
এত শুনি তিন বীর করিয়া প্রয়াণ।
উপনীত হইলেন হ্রদ সন্নিধান॥
উদ্দেশে চলিল তারা শুনি এই কথা।
ধর্ম্মরাজ না জানেন দুর্য্যোধন যথা।
নানামতে সকলে করিল অনুমান।
কোথা গেলদুর্য্যোধন না জানি সন্ধান॥
দূত পাঠাইয়া দিল কৌরবের পুর।
আসি জিজ্ঞাসিল যথা আছেন বিদুর॥

বলিলেন নাহি জানি রণ হৈল শেষ।
কোথা গেল কুরুরাজ না জানি বিশেষ॥
দূত বলে রণ শেষ হইবেক যবে।
গদা হাতে পূর্ব্বমুখে রাজা গেল তবে॥
ইহার অধিক আমি নাহি জানি তথা।
বিস্মিত বিদুর শুনি এই সব কথা॥
সমর জিনিয়া সবে চলিল শিবির।
চিন্তান্বিত দুর্য্যোধন হেতু যুধিষ্ঠির॥
আপনি শিবিরে যান ধর্ম্ম নরপতি।
ধৃতরাষ্ট্রে কহিলেন সঞ্জয় সুমতি॥
শুনিয়া সঞ্জয় বাক্য অন্ধ নরপতি।
শোকেতে ব্যাকুল ভাবি হন ভ্রমমতি॥
হাহা পুত্র কোথা গেল রাজা দুর্য্যোধন।
কেন প্রাণ আছে মম না জানি কারণ॥
জন্মেং কত পাপ করিয়াছি আমি।
একারণে হইলাম শোক সিন্ধুগামী॥
দুর্য্যোধন বলি ডাকে কোথা দুঃশাসন।
কভু কর্ণ বলি ডাকে কভু ডাকে দ্রোণ॥
পুত্র পৌত্র বন্ধু আর অমাত্য সকল॥
পড়িল সকল বীর রণে মহাবল।
কতেক ডাকিব আর কত পড়ে মনে।
সমুদ্রের ঢেউ যেন বহে সমীরণে॥
একাদশ অক্ষৌহিণী পতি দুর্য্যোধন।
তাহার এ গতি হৈল দৈবের কারণ॥
ধৃতরাষ্ট্র শোকাকুল পড়িয়া ধরণী।
এমত করিবে বিধি মনে নাহি গণি॥
বৃদ্ধ অন্ধ মাতা পিতা না করিলে মনে।
নিষ্ঠুর হইয়া গেলে অরক্ষিত রণে॥
পুত্রহীন বৃদ্ধকালে জ্বলনে মরণ।
সহায় সম্পত্তি নাহি কি করি এখন॥
অনাথ করিয়া গেল যতেক অবলা।
অমাত্য বান্ধব পুত্র সব স্বর্গে গেলা॥
পক্ষহীন পক্ষী যেন রহিল পড়িয়া।
জলহীন মীন যেন মরয়ে পুড়িয়া॥
পুণ্যহীন দেহ যেন ফলহীন বৃক্ষ।
বিষ হীন সর্প যেন ধন হীন যক্ষ॥
হস্ত হৈতে রত্ন যেন গেল ছড়াইয়া।
প্রাণহীন দেহ যেন রহিল পড়িয়া॥
রাজ্যভোগ তৃণ হেন ছাড়ি গেলা তুমি।
কি গতি হইবে সদা এই চিন্তি আমি॥
কেন না লইলে মোরে সঙ্গেতে করিয়া।
বৃদ্ধ পিতা মাতা কেন গেলে বিসর্জ্জিয়া॥

বধূগণ অনাথিনী হারাইয়া কুল।
কেমনে ধরিবে প্রাণ হইয়া আকুল॥
সুরাসুর জয়ী যেই গঙ্গার নন্দন।
শিখণ্ডীর হাতে হৈল তাহার নিধন॥
ভগদত্ত বীর আদি যত যোদ্ধাগণ।
কর্ণ মহাবীর সেই সংগ্রামে শমন॥
তাহাকে মারিল পার্থ সংগ্রামে দুর্জ্জয়।
শত পুত্র মারে মম পবন তনয়॥
যার যত পরাক্রম কহিল সকল।
কার্য্যহীন হতু তাহা হইল বিফল॥
কতেক কহিব দুঃখ কহা নাহি যায়।
ভাবিতে চিন্তিতে মম হৃদয় শুকায়॥
ভীমের বচন আর সহিতে না পারি।
শোকেতে জর্জ্জর হৈল গান্ধার কুমারী॥
শুনহ সঞ্জয় মম এই দৃঢ় আশ।
অনলে পশিব নহে যাব বনবাস॥
সঞ্জয় বলেন শুন অন্ধ নরপতি।
কালবসে দুর্য্যোধন পাইল দুর্গতি।
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আদি সমরে দুর্জ্জয়।
একেই বিনাশিল বীর ধনঞ্জয়॥
যাহার সহায় কৃষ্ণ কমললোচন।
তাহার সর্ব্বদা বশ এ তিন ভুবন॥
কতেক মন্ত্রণা কৈল পাণ্ডব কারণ।
জৌগৃহ করিলেক বধিতে জীবন॥
তথা হৈতে নিজ দেশে আসে পুনর্ব্বার।
রাজসূয় যজ্ঞ কৈল পৃথিবীর সার॥
সম্পদ দেখিয়া তার দুঃখী হৈল মন।
পাশা খেলাইলে পুনঃ হিংসার কারণ॥
পাশায় হারিয়া পুনঃ গেল বনবাস।
ধন ছিল রাজ্য ছিল সকলি নিরাশ॥
কাম্য বনে বসতি করিল কত দিন।
দুঃখের না ছিল সীমা হয়ে ধনহীন॥
কত দিনে দুর্য্যোধন গেল সেই বনে।
যোগ যাত্রা করি গেল প্রভাসের স্নানে॥
গন্ধর্ব্বের সনে তথা হইল সমর।
গন্ধর্ব্বে বান্ধিয়া নিল স্বর্গের উপর॥
যুধিষ্ঠির নিকটে আইল যত রাণী।
সবিনয় বচনে তুষিল ধর্ম্ম মণি॥
সন্তুষ্ট হইয়া ধীর কহিল পার্থেরে।
গন্ধর্ব্বে জিনিয়া আন দুর্য্যোধন বীরে॥
আজ্ঞা মাত্র ধনঞ্জয় আনে সেইক্ষণ।
গন্ধর্ব্ব সহিতে আনে রাজা দুর্য্যোধন॥
যুধিষ্ঠির রাজা দেখি বলিল বিস্তর।
হেন কর্ম্ম কদাচিত না করিহ আর॥
সোহারে বিদায় করি দিল যুধিষ্ঠির।
অভিমানে গেল সবে আপন মন্দির॥
তবে কত দিনান্তরে রাজা দুর্য্যোধনে।
জয়দ্রথে পাঠান দ্রৌপদী অন্বেষণে॥
শূন্য পথে জয়দ্রথ সদা ফিরে বনে।
রথ আরোহণ করি সদা চিন্তে মনে॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু না যায় খণ্ডন।
শূন্য বন দেখি দুষ্ট হরিল তখন॥
দ্রৌপদী হরিয়া লয়ে যায় দুষ্টমতি।
রথেতে ক্রন্দন করে কৃষ্ণা গুণবতী॥
হেনকালে আসিলেন তথা বৃকোদর।
তথা হৈতে শুনিলেন দ্রৌপদীর স্বর॥
দ্রৌপদীকে নিয়া যায় জয়দ্রথ বীর।
দেখি তবে দুই ভাই হইল অস্থির॥
কপিধ্বজ রথে চড়ি ধরিল তাহারে।
অনেক ভৎসনা দিল বিবিধ প্রকারে॥
যথা ধর্ম্ম তথা জয় বেদের বচন।
যথা ধর্ম্ম তথা কৃষ্ণ আছে নিরূপণ॥
এই রূপে কহিল সঞ্জয় মহামতি।
শুনিয়া নিঃশব্দ হন অন্ধ নরপতি॥
এই রূপে শোকাকুল অন্তঃপুর যত।
বিদুরাদি সকলে রোদনে মৌনব্রত॥
তথা যুধিষ্ঠির রাজা করেন ভাবনা।
দুর্য্যোধন কোথা গেল কহ সর্ব্ব জনা॥
হেথা দুর্য্যোধন রাজা দ্বৈপায়ন হ্রদে।
সকল নাশিয়া গিয়া রহিল বিষাদে॥
একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য মম ছিল।
একেই ভীম সব সংহার করিল॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
আমার কি শক্তি ইহা বর্ণিবারে পারি॥
শ্রুত মাত্র কহে কাশী রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার॥

শল্যপর্ব্ব সমাপ্ত।

মহাভারত

গদাপর্ব্ব।

সসৈন্য যুধিষ্ঠিরের হ্রদের নিকটে গমন।

মুনি বলিলেন শুন নৃপতি নন্দন।
লুকাইল দ্বৈপায়ন হ্রদে দুর্য্যোধন ॥
পাণ্ডবের সৈন্যগণ দেখিয়া বেড়ায়।
দুর্য্যোধন রাজাকে দেখিতে নাহি পায় ॥
আপন শিবিরে যান ধর্ম্ম নরবর।
দুর্য্যোধনে দেখিতে পাঠান অনুচর ॥
সমর জিনিয়া যুধিষ্ঠির নরপতি।
বিচিত্র মন্দিরে গিয়া নৃত্য গীত মতি ॥
পরাজয় শোকে অপমানে কোপ মন।
প্রবেশিল দ্বৈপায়ন হ্রদে দুর্য্যোধন।
গদার প্রহারে বীর জলকে বিদারি।
জল মধ্যে প্রবেশিল হাতে গদা করি ॥
ভ্রাতৃ বন্ধু সহিত ভূপতি যুধিষ্ঠির।
দুর্য্যোধন অন্বেষণে যান মহাবীর ॥
দেখিলেন বন উপবন নানা দেশ।
না পাইয়া দুর্য্যোধনে ভাবিল বিশেষ ॥
বিপক্ষ মারিয়া কিবা করিলাম কার্য্য।
পুনরপি দুর্য্যোধন লইবেক রাজ্য ॥
পুনর্ব্বার আসিয়া করিবে মহারণ।
পলাইয়া গিয়া কোথা আছে দুর্য্যোধন ॥
ধর্ম্মরাজ বলিলেন কি হইবে পাছে।
চলি যান তি নবীর দুর্য্যোধন কাছে ॥
অশ্বত্থামা কৃতবর্ম্মা কৃপ সুপণ্ডিত।
হ্রদের নিকটে গিয়া হন উপস্থিত ॥
জলস্তম্ভে দুর্য্যোধন আছেন নির্জ্জনে।
হ্রদের উপরে থাকি ডাকিল সঘনে ॥
উঠ রাজা যুদ্ধে আর না হও বিমুখ।
যুধিষ্ঠীরে জিনিয়া ভুঞ্জাও রাজ্য সুখ ॥
পলাইয়া কেন তুমি যাবে অধোগতি।
রণেতে কাতর নহে ক্ষত্রিয় এমতি ॥
পাণ্ডবের সৈন্য সব করিব সংহার।
রাখিতে না পারিবেন কৃষ্ণ সখা তার ॥
আমাদিগে সাজ করি কর তুমি রণ।
আমাদের জিনে হেন আছে কোনজন ॥

ইহা শুনি বলিলেন রাজা দুর্য্যোধন।
বড় ভাগ্য সংগ্রামে তারল তিনজন ॥
যে বলিলা সম্ভবে সে তোমা সবাকার।
সহকারে যুদ্ধে জয়ী হইব এবার ॥
পড়িল আমার সৈন্য নাহি একজন।
পাণ্ডবের সৈন্য সব করে মহারণ ॥
একেশ্বর সমর না হয় সমুচিত।
বলবন্ত সহিতে সংগ্রামে নাই হিত ॥
তবে অশ্বত্থামা বহু দর্পের আগার।
করিলেন প্রতিজ্ঞা করিয়া অহঙ্কার ॥
এই আমি মারিব সকল পরদল।
উঠ দুর্য্যোধন না হইব হীনবল ॥
পঞ্চালক সোমবংশ করিব সংহার।
আমার প্রতিজ্ঞা এই শুন সারোদ্ধার ॥
ইহা না পারিলে অস্ত্র বজ্জন করিব।
অকারণ কেন ব্যর্থ শরীর ধরিব ॥
এ নহে ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম শুন মহারাজ।
প্রাণ পণে চেষ্টায় সাধিব নিজ কায ॥
শুন মহারাজ তুমি নাহি কর ভয়।
চারি বাণে মারিব বিপক্ষ দুরাশয় ॥
এই তিন থাকিতে তোমার কেন ডর।
পুনরপি চারি বীর করিব সমর ॥
যদি ধনঞ্জয় জিনি পুন রাজ্য পাব।
নহে বা সমরে পড়ি সদ্য স্বর্গে যাব ॥
হেন জানি দুর্য্যোধন রণ দেও মন।
চারি মহাবীরেতে করিব মহারণ ॥
ইহা শুনি বলিলেন রাজা দুর্য্যোধন।
শুন মহারথী সবে আমার বচন ॥
প্রাণেতে পীড়িত আমি শুন মহাবীর।
অস্ত্রাঘাতে মগ্ন মম সকল শরীর ॥
রণ জিনিবারে যদি করিয়াছ মন।
আজি নিশি বঞ্চিয়া করিব কালি রণ ॥
দুর্য্যোধন বচন শুনিয়া দ্রোণ সুত।
আত্মশ্লাঘা দম্ভবাক্য বলিল বহুত ॥
এই কথা আলাপে আছেন চারিজন।
পক্ষী মারিবারে ব্যাধ গেল সেই বন।

ভীমের তোষণ লাগি মৃগয়া করিয়া।
সেই হ্রদ জল পানে গেল মৃগ নিয়া॥
সেই ব্যাধ শুনিল সকল সমাচার।
ব্যাধ বলে বড় কর্ম্ম হইল আমার॥
যাহাকে চাহেন সদা রাজা যুধিষ্ঠির।
হ্রদে পলাইয়া আছে সেই কুরুবীর॥
যুধিষ্ঠিরে কহিলে এ সব বিবরণ।
আনন্দিত হইবেন পাণ্ডুর নন্দন॥
এত ভাবি ব্যাধ সেহ হরষিত মনে।
দ্রুত গিয়া নিবেদিল ভীমের চরণে॥
হইলেন ভীমসেন হরষিত মন।
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরে কহিল তখন॥
জল মধ্যে আশ্রয় লইল দুর্য্যোধন॥
কুলের কলঙ্ক পাপ নিতান্ত দুর্জ্জন॥
ভীমের বচন শুনি রাজা যুধিষ্ঠীর।
ভ্রাতা বন্ধু সহ রাজা আনন্দে অস্থির॥
যথা আছে জলমধ্যে রাজা দুর্য্যোধন।
সেই স্থানে সর্ব্ব বীর করিল গমন॥
কৃষ্ণ অগ্রে করি সবে তথা গেল চলি।
পাণ্ডবের দলবল বলে মহাবলী॥
লোকের কল্লোল মহাগোল কোলাহল।
ডিম ডিম বাদ্য বাজে বাড়ে কুতুহল॥
সৈন্য সহ চলিলেন রাজা যুধিষ্ঠীর।
যথা জল মধ্যে স্থিত দুর্য্যোধন বীর॥
কটকের নিনাদ হইল বিপরীত।
শব্দ শুনি চারি বীর হইলেন ভীত॥
কৃতবর্ম্মা বলিলেন হইল অকায।
সৈন্য সহ আইলেন বুঝি ধর্ম্মরাজ॥
কি করিব মহারাজ কি করি উপায়।
কি আজ্ঞা করিবা কর শীঘ্র কুরুরায়॥
দুর্য্যোধন বলিলেন তোমা সবা কর।
মায়া করি থাকি আমি জলের ভিতর॥
রাত্রি অনুসারেতে হইব একস্থান।
যুধিষ্ঠিরে মারি পুনঃ সাধিব সম্মান॥
রাজার বচনে চলি গেল তিন বীর।
পুনরপি ডুবাইলা সলিলে শরীর॥
তিন জন বন মধ্যে করিল নিবাস।
রাজাকে স্মরিয়া মন ছাড়িল নিশ্বাস॥
নানা শোক সন্তাপ করিল তিন বীর।
হেনকালে তথা গেল রাজা যুধিষ্ঠীর॥
হ্রদ তীরে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণে জিজ্ঞাসেন।
জল মধ্যে দুর্য্যোধন কি মতে আছেন॥
ধর্ম্মরাজ বাক্য শুনি বলিল শ্রীহরি।
মায়াবান দুর্য্যোধন আছে মায়া করি॥
মন্ত্রের প্রভাবে জলে দুষ্ট দুরাচার।
উপায়েতে রাজা দেখ পাইবে তাহার॥
মায়া করি ইন্দ্র সব দানবে দলিলা।
বামন হইয়া হরি বলিরে ছলিলা॥
উপায়েতে কার্য্য সিদ্ধি করে বিজ্ঞজনে।
চিন্তা কর সদুপায় আমার বচনে॥
তোমা হৈতে অভিমানী বড় দুর্য্যোধন।
সহিতে না পারে কভু নিন্দিত বচন॥
মহাভারতের কথা সমান পীযুষ।
কাশীরাম দাস কহে হয় নিষ্কলুষ॥

দুর্য্যোধনের প্রতি যুধিষ্ঠিরের ভৎসনা।

এত শুনি যুধিষ্ঠীর বলিল রাজাকে।
জলের ভিতরে কেন আছ মায়া পাকে॥
ভ্রাতৃ বন্ধু বান্ধবেরে মারিয়া পামর।
আপনার প্রাণ লাগি হইলা কাতর॥
উঠ উঠ নরাধম দুষ্ট কুরুবর।
ভয় পরিহরি কর আসিয়া সমর॥
দেশে দেশে গেল তব পৌরুষ সুখ্যাতি।
সব পরিহরি কেন এলে দুষ্টমতি॥
নিজ বাহুবলে তুমি শাসিলা সংসার।
এক্ষণে হইলে কেন কুলের অঙ্গার॥
সবাকারে তর্জ্জন গর্জ্জন বার বার।
তবে কেন লুকাইলে জলে দুরাচার॥
আপনি পণ্ডিত বট জান ধর্ম্মাধর্ম্ম।
ভূপতির যোগ্য নহে পলায়ন কর্ম্ম॥
সমর সাগরে যেই নাহি হয় পার।
মনে ভাবি দেখ তার জীবন অসার॥
ইষ্ট বন্ধু সখা সব সম্বন্ধী মাতুল।
সবারে মারিয়া তুমি করিলা নির্ম্মূল॥
মরিয়াছে মহাযোদ্ধা উনশত ভাই।
আর কেন জীবনাশা কর মম ঠাঁই॥
রিপুকে দেখিয়া কেন পরিহর রণ।
যত দর্প করিলা সকলি অকারণ॥
উঠিয়া পুনশ্চ রণ কর নৃপমণি।
আপনার বীরত্ব না বুঝ মনে গণি॥
হইলে যে ধর্ম্ম ছাড়ি অধর্ম্ম আচারি।
প্রাণ লয়ে পলাইলে রণ পরিহরি॥
কর্ণ শকুনির যত শুনিলা বচন।
তার ফল ভুঞ্জ এবে পাপী দুর্য্যোধন॥

এতেক কটুক্তি যদি বলিলেন ধর্ম্ম।
শুনি কোপে জ্বলিলেক দুর্য্যোধন মর্ম্ম ॥
ধিক মম বীরত্ব নিস্ফল ভুজ ভার।
হেন নিন্দা বাক্যবাণ না সহে আমার ॥
ইহা বলি দুর্য্যোধন কম্পিত শরীর।
বলিলেন শুন কহি রাজা যুধিষ্ঠির ॥
সুরাসুর মনুষ্য সবার আছে ভয়।
স্বরূপ জানিবা রাজা এ কথা নিশ্চয় ॥
সংগ্রামে সারথি পদাতিক সব হত।
বন্ধু বান্ধবাদি যত হইলা বিগত ॥
যোদ্ধাগণ নিপাত হইল মিছা কাযে।
হেন সখা নাহি যে আসিবে যুদ্ধ মাঝে ॥
নাহি ভয় আমার জীবনে নাহি আশ।
সংগ্রামে সকল গেল হইয়া হুতাশ ॥
সেই হেতু আসিলাম জলে ধর্ম্মরাজ।
সমর করিব পুনঃ লইয়া সমাজ ॥
তুমি বা তোমার চারি অনুজ উন্নত।
আর সব রথীগণ যুঝিতে উদ্যত ॥
যে যুঝিবে তার সঙ্গে করিব সংগ্রাম।
মুহূর্ত্তেক মাত্র কর সমরে বিশ্রাম ॥
এত শুনি বলিল নৃপতি ধর্ম্মরাজ।
পাবে তুমি পাত্র মিত্র পদাতি সমাজ ॥
যদ্যপি পাণ্ডব রণে জিনিবে আপনি।
তবে পুনর্ব্বার তুমি লইবে ধরণী ॥
সমরেতে হত যদি হও নরপতি।
তবে রাজা চলি যাবে অমর বসতি ॥
এত শুনি বলিলেন কুরু মহাবীর।
তুমি জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ বলিষ্ঠ্য যুধিষ্ঠির
পৃথিবীকে শাসিবা তোমরা পঞ্চ ভাই।
গুণাগুণ বলাবল ইহাতে না চাই ॥
ভাই হৈতে যুদ্ধ ভঙ্গ নহে অন্য ঠাঁই।
পড়িল সমরে মম উনশত ভাই ॥
ধনে জনে সম্পূর্ণ পাইলা মহীতল।
হত হৈল সকল ক্ষত্রিয়া মহাবল ॥
সুশোভন ভূমি হৈল বিধাতা সদৃশ।
রাজ্য করিবারে মম না হয় হরিষ ॥
যদ্যপি করিব রণ জিনিব সকল।
পাণ্ড সুত পঞ্চাল সম্যক যত বল ॥
দ্রোণ সেনাপতি মম রণে হৈল হত।
কহিবারে না পারি কর্ণের বল যত।
পাণ্ডব যতেক তার অগ্রে কাপে ডরে।
হেন কর্ণে মারিয়াছ অন্যায় সমরে ॥
তাহাদের শোকে কেন জীবন না যায়।
ছার রাজ্য সুখ মম অরণ্যের প্রায় ॥
অশ্ব গজ সৈন্য গেল বান্ধব সকল।
ইহা দেখি আমার বাড়য়ে শোকানল ॥
তপস্যা করিতে যাব ব্রত অনুসারি।
আপনি ভূপতি ভুঞ্জ লইয়া সুন্দরী ॥
এত শুনি করিলেন হাস্য যুধিষ্ঠির।
ঘোরতর বাক্য যেন জলদ গম্ভীর ॥
এবে দুর্য্যোধন তোর চিত্তে ক্ষমা হৈল।
এতেক বিবেক তোর আজি দেখা গেল ॥
শৃগাল না পারে কভু মৃগেন্দ্র ধরিতে।
না পারিল করিতে জানিল বিপরীতে ॥
শকুনির বাক্যেতে করিলে সৈন্য ক্ষয়।
না পারিয়া ধর্ম্ম কথা কহ দুরাশয় ॥
আপনার অংশ রাজ্য চাহিতে বিশেষ।
মধ্যস্থ হইয়া যান স্বয়ং হৃষীকেশ ॥
তবু এক গ্রাম নাহি দিলে কুলাধম।
এবে রাজ্য ছাড়িলি নিকটে দেখি যম ॥
আপনি হইলি তুই প্রাণেতে কাতরে।
সসাগরা পৃথিবী এক্ষণে দিলি মোরে ॥
তোর বাক্য শুনিয়া মনেতে হয় লাজ।
কত বার করিলিরে হাস্যাস্পদ কায ॥
বলিলাম যবে রাজা বুঝি কার্য্য কর ॥
না বুঝিয়া প্রতিজ্ঞা করিলে নরবর ॥
তীক্ষ্ণ সূচি অগ্রে যত ভূমি ভর করে।
তত ভূমি কদাচ না দিব পাণ্ডবেরে ॥
এত বলি প্রতিজ্ঞা করিলে কতবার।
এবে কেন পৃথিবী করিলে পরিহার ॥
রাজা হয়ে তপস্যা করিতে চাহ যোগ।
পুনরপি রণ জিনি কর রাজ্যভোগ ॥
জলে বাস কর যদি বহুকালে সমা।
তথাচ মারিব আমি না করিব ক্ষমা ॥
তোরে না মারিলে ক্ষমা না হবে আমার।
হেন জানি যুদ্ধ আসি কর দুরাচার।
যুধিষ্ঠির বলিলেন যদি কুবচন।
নারিল সহিতে তাহা রাজা দুর্য্যোধন ॥
গর্ব্বিত স্বভাব রাজা বলে বহাবল
সহিতে নারিল নিন্দা বচন সকল ॥
ঘনশ্বাস ছাড়িয়া বলিল কোপমনে।
নিষ্পাণ্ডবা পৃথিবী করিব আজি রণে ॥
শুন যুধিষ্ঠির তুমি সৈন্যেতে বেষ্টিত।
একেশ্বর আমি আছি পদাতি রহিত ॥

একাকী করিব রণ শুন ধর্ম্মরায়।
অনিয়ম সমর করিলে পাপ তায়॥
একাকী সংগ্রাম করিবারে নাহি ভয়।
আসুক তোমার ভীম কিবা ধনঞ্জয়॥
অপর তোমার যত ভূপতি সকল।
একেশ্বর পাইল বধিব পরদল।
এত শুনি ধর্ম্মরাজ বলেন বচন।
আপনিত রাজনীতি জান দুর্য্যোধন॥
তব ভুজ পরাক্রম জানয়ে সবায়।
নৃপতি লক্ষণ শুন কহা নাহি যায়॥
সাধু সাধু দুর্য্যোধন বীর শিরোমণি।
তোমার বীরত্ব গুণে ঢাকিল মেদিনী॥
একাকী উঠিয়া রণ কর দুর্য্যোধন।
দেবাসুর মনুষ্য দেখুক সর্ব্বজন॥
পুনরপি বলিলেন দুর্য্যোধন বীর।
শুন মম বচন ভূপতি যুধিষ্ঠীর॥
হয় হস্তী রথ রথী পত্তি হীন সদা।
সবে মাত্র মম হস্তে আছে এক গদা॥
গদাযুদ্ধ করিবারে কর নিরূপণ।
আমার সহিতে বল কে করিবে রণ॥
এত শুনি পুনশ্চ বলেন যুধিষ্ঠির।
উঠিয়া সমর কর দুর্য্যোধন বীর॥
গদা লয়ে রাজা তুমি করহ সমর।
যাহার সহিতে ইচ্ছা পুনঃ যুদ্ধ কর॥
তারে যদি পরাজিবা পুনঃ হবে রাজ।
নহে রণে পড়িয়া যাইবে স্বর্গমাঝ॥
বলিলেন দুর্য্যোধন পাইয়া প্রবোধ।
গদা যুদ্ধ করিবেন ভীম মহাযোধ॥
অর্জ্জুন নকুল সহদেব যুধিষ্ঠির।
পারিবে না এ গদা সহিতে কোন বীর॥
একাকী গদার যুদ্ধে ভীমেরে বধিব।
রিপুকে মারিয়া রণে সত্য উদ্ধারিব॥
এত শুনি তাহাকে বলিল নরবর।
উঠ শীঘ্র ভীম সঙ্গে গদাযুদ্ধ কর॥
এত শুনি দুর্য্যোধন হরিষ বদন।
হাতে গদা করি নাচে আনন্দিত মন॥
সুবর্ণ সাজোয়া রাজা হৃদয়েতে ধরি।
দীপ্তিমান কুরুরাজ যেন হেমগিরি॥
ভুজবলে বিদারিয়া জল গুণনিধি।
উঠিলেন মৈনাক যেন হইতে জলনিধি॥
করে ধরি লইলেন গুরুতর গদা।
বীরে দেখি রিপুগণ ক্ষুব্ধভাব সদা॥

অত্যন্ত কঠিন গদা লোহার গঠিত।
স্থানে স্থানে শোভা করে কনক রচিত॥
হাতে গদা দীপ্ত যেন সূর্য্যের উদয়।
পাণ্ডব দেখিয়া তারে গণিল প্রলয়॥
ধর্ম্মরাজ বলিলেন শুন নারায়ণ।
অসদৃশ সাহস করিল দুর্য্যোধন।
মম চিত্তে না ছিল যুঝিবে কুরুবর॥
তাহাতেই বলিলাম এত কটুত্তর॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন মানি দুর্য্যোধন তায়।
কটু বাক্য তার মনে সহ্য নাহি পায়॥
ক্রোধেতে আইল রাজা একাকী সমরে॥
অন্যের কি সাধ্য তার সহ যুদ্ধ করে॥
অসম্ভব কথা রাজা সাহসে কহিল।
দুর্য্যোধন সম যুদ্ধ একক চাহিল॥
তোমা আদি করিয়া যতেক বীরচয়।
দুর্য্যোধন সহ যুঝে নাহি মহাশয়॥
অন্য সহ যুদ্ধ যদি চাহিত দুর্জ্জন।
তবে তুমি কি করিতে কহত রাজন॥
ভাগ্যে ভীম আক্রমিল রাজা দুর্য্যোধন।
ইহাতেই কতক্ষণ রক্ষার কারণ॥
ভীম বিনা পাণ্ডবেতে নাহি কোন বীর।
দুর্য্যোধন গদা যুদ্ধে রণে হয় স্থির॥
মহাপরাক্রান্ত ভীম বিখ্যাত সমরে।
সুরাসুর গন্ধর্ব্ব কম্পিত যার ডরে॥
তথাপিও নহে ভীম তাহার সদৃশ।
দুর্য্যোধন গদাযুদ্ধে অধিক সরস॥
যদি যথোচিত মতে করিবে সমর।
তবে জয় না পাইবে ধর্ম্ম নরবর॥
শুন কহি ধর্ম্মরাজ পাণ্ডুর কুমার।
বুঝিলাম রাজ্যভোগ না হবে তোমার॥
বলিলেন ইহা যদি দেব গদাধর।
বিনয়ে কহিলা পরে ভীম বীরবর॥
পাণ্ডবের দীক্ষা শিক্ষা বল বুদ্ধি হরি।
তুমি মহাবিপদ সাগরে আছ তরি॥
তুমি যদি পাণ্ডবের প্রতি দয়াময়।
সেবক বৎসল তবে না কর সংশয়॥
আজি মম বীরত্ব দেখিবা দামোদর।
সমরে বধিব আজি দুষ্ট কুরুবর॥
দারুণ দুর্ব্বার মম গদার প্রহারে।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর সুরাসুরে শঙ্কা করে।
সমর করিব প্রভু যাহে ঘুচে রিষ্ট।
এত শুনি শ্রীহরি হইলা মনে হৃষ্ট।

ভীমসেন কহিলেন করি শ্যাম্বাকার।
রিপু পরাজিয়া রাজ্য রাখ আপনার॥
অর্জ্জুন নকুল সহদেব পাণ্ডুসুত।
ভীমসেন বহু পূজা করিল বহুত॥
হরির চরণে মতি করি ভীমসেন।
যুধিষ্ঠির নৃপতিকে বিনয় করেন॥
হৃদয়ের শিলা উদ্ধারিব যুদ্ধ মুখে।
ধর্ম্মরাজ রাজ্য তুমি ভুঞ্জ নিজ সুখে॥
এত বলি ভীমসেন গদা ধরি ধায়।
ইন্দ্র যেন বৃত্রাসুরে ধরিবারে যায়॥
ভীমদেখি সম্মুখে আইল কুরুবীর।
মাথায় ফিরান গদা প্রকাণ্ড শরীর॥
গদা ধরি দুই বীর হইল সম্মুখ।
চাহিতে না পারে কেহ ভয়ঙ্কর মুখ।
ভীমসেন বলিলেন অরে দুর্য্যোধন।
দেখিতেছি আজি তোর নিকট মরণ॥
পতিব্রতা সতী সেই পঞ্চালকুমারী।
সভামধ্যে তাঁহারে আনিলি পাপাচারী॥
শকুনির বাক্যেতে করিলি ব্যতিক্রম॥
তার ফল ভুঞ্জ এবে আর কুলাধম॥
ভীষ্ম দ্রোণ ভূরিশ্রবা আর সোমদত্ত।
কর্ণ বীর প্রভৃতি বলিল জান তত্ত্ব॥
ইহা শুনি কহিতে লাগিল দুর্য্যোধন।
ওরে ভীমা রণে তোর দর্প অকারণ॥
দেখ রণে আজি তোর প্রাণ যদি থাকে।
তবে সে করিস দর্প লোক যেন দেখে॥
সম্মুখ সংগ্রামে আজি প্রতিজ্ঞা করিয়া।
পাণ্ডব বিনাশ হেতু মুষ্টা ধরিয়া॥
যদি তোর বল থাকে কর আসি রণ।
নহে দর্প মিথ্যা সব হবে অকারণ॥
যথোচিত বচন বলিল দুর্য্যোধন।
শুনিয়া প্রশংসা দিল সর্ব্ব রাজগণ॥
একেশ্বর দুর্য্যোধন মনে ক্রোধ করি।
ভীমসেন সম্মুখে দাঁড়ান গদা ধরি॥
সম্মুখ হইল ভীম রাজা দুর্য্যোধনে।
মহাক্রোধে দুই বীর গর্জ্জিলেন রণে॥
রাজাগণে বেষ্টীত দেখেন যুধিষ্ঠীর।
হরিষেতে দেখিতে লাগিল যত বীর॥
গদা হস্তে দাণ্ডাইল বীর দুই জন।
হেনকালে শুন রাজা অপূর্ব্ব কথন॥
মিলিলা দেখিতে যুদ্ধ শূন্যে দেবগণ।
হেনকালে আসিলেন রেবতীরমন॥

তীর্থযাত্রা করি রাম পৃথিবী ভ্রমিয়া।
দ্বৈপায়ন হ্রদ উপনীত হন গিয়া॥
মহাভারতের কথা সমান পীযুষ।
কাশীরাম কহে নর হয় নিষ্কলুষ॥

বলদেবের তীর্থযাত্রা বিবরণ।

জন্মেজয় বলিলেন কহ মুনিবর।
তীর্থযাত্রা করিলেন কেন হলধর॥
বলিলা বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন।
তীর্থযাত্রা কথা কহি যোগ কর মন॥
নৈমিষ কাননে সৌনকাদি মুনিগণ।
বসিয়া করেন সবে পুরাণ শ্রবণ॥
শ্রীযুত গোস্বামি গ্রন্থ করেন পঠন।
মুনি ষাটি সহস্রেক করেন শ্রবণ॥
ব্যাসাসনে বসিয়া কথক সুত মুনি।
কহেন পুরাণ কথা বিজ্ঞ মধ্যে গণি॥
এইকালে সে স্থানে গেলেন বলরাম।
মুনিগণে সমাদরে করিলা প্রণাম॥
মুনিগণে দিলা তাঁরে দিব্য কুশাসন।
পরস্পর হইল কুশল জিজ্ঞাসন॥
সুত মুনি বসি তথা আসন উপর।
রামে অভ্যর্থনা না করিল মুনিবর॥
ভাবিলেন সর্ব্ব মুনি নিত্য মোরে সেবে।
সকলে প্রণাম করে আসি বলদেবে॥
বিশেষত আছি আমি ব্যাসাসনোপর।
মম সমাদর যোগ্য নহে হলধর॥
এত চিন্তি রহিলেন বসিয়া আসনে।
সমাদর না করিলা রেবতীরমনে॥
বলরাম জানিয়া সুতের অহঙ্কার।
মনে মনে করিলেন এমত বিচার॥
কোন ছার সূত না করিল সম্বর্দ্ধনা।
মারিব উহাকে দেখি রাখে কোনজনা॥
নীচ জাতী হয়ে নাহি সমাদর করে।
ডাকিয়া কহিল রাম অতি ক্রোধভরে॥
অরে সূত নরাধম অতি নীচ জাতি।
জানিলাম আমি তোর অধম প্রকৃতি॥
সমাদর আমাকে না কর অহঙ্কারে।
মনে কর বসিয়াছ আসন উপরে॥
এখনি মারিব তোরে সবার সাক্ষাতে।
নিজ কর্ম্ম দোষেতে ঠেকিলি মম হাতে॥
বলিলেন সূত শুন বচন আমার।
অপরাধ করিলাম কি অগ্রে তোমার॥

ব্যাসের আসনে আমি পঠনে বসিয়া।
কিরূপে উঠিব বল তোমাকে দেখিয়া ॥
ব্যাসাসনে বসিয়া উঠিলে হয় দোষ।
এই হেতু ক্ষম নাথ আমাকে আক্রোশ ॥
সুত যদি এতেক বলিল হলধরে।
কম্পমান হইয়া উঠেন ক্রোধভরে ॥
কাদম্বরি পানেতে ঘূর্ণিত দ্বিলোচন।
প্রভাতের ভানু যেন শোণিত শোভন ॥
যুগল অধর কোপে কাঁপে থর থর।
কদম্ব কুসুম যেন হৈল কলেবর ॥
বসিয়াছিলেন রাম দিলা এক লম্ফ।
দেখিয়া রামের কার্য্য সবাকার কম্প ॥
প্রলয়ের মেঘ জিনি দারুণ গর্জ্জন।
ক্ষিতি টলমল করে কাঁপে নাগগণ ॥
দিগ্‌গজ কাতর হৈল সমুদ্র উথলে।
সকল পর্ব্বত নড়ে রাম কোপানলে ॥
সঘনে উৎপাত হয় রক্ত বরিষণ।
অমর সহিত কম্প সহস্রলোচন ॥
হলে আকর্ষিয়া সুতে আনিয়া নিকটে।
খড়্গ দিয়া মস্তক কাটেন এক চোটে ॥
দেখি হাহাকার করি যত মুনিগণ।
কি হৈল বলিয়া সবে করেন রোদন ॥
হাহাকার করিলেন তপস্বী সমাজ।
বলিলেন রাম না করিলা ভাল কাজ ॥
ব্রহ্মবধ তোমাতে হইল মহাশয়।
করিলা দারুণ কর্ম্ম পাপে নাহি ভয় ॥
পরম পণ্ডিত সুত সর্ব্ব ধর্ম্ম জ্ঞান।
সকল পুরাণ পাঠে ব্যাসের সমান ॥
ব্রহ্মণ্য দিলেন ব্যাস দেখি জ্ঞানবান।
হেন জনে বধ করে অযুক্ত বিধান ॥
তোমার না শোভে হেন কর্ম্ম কদাচার।
ব্রহ্মবধ কর রাম কি বলিব আর ॥
সুতের কারণে মুনিগণ মনে দুঃখ।
লজ্জাতে মলিন রাম হন অধোমুখ ॥
অন্তর্যামি ব্যাস পরাশরের নন্দন।
অকস্মাৎ আইলেন নৈমিষ কানন ॥
তাঁরে দেখি সৌনকাদি মুনির সমাজ।
পাদ্য অর্ঘ্য আসনে পূজিলা মুনিরাজ ॥
রাম আসি প্রণমেন মুনির চরণে।
আশীর্ব্বাদ করিলেন মুনি শান্তমনে ॥
দেখিয়া রামের কর্ম্ম ব্যাস তপোধন।
লাগিলেন কহিবারে করুণা বচন ॥

সুতে বধ করি রাম কি কার্য্য করিলা।
সুতের নিধনে রাম ব্রহ্মবধি হৈলা ॥
অষ্টাদশ পুরাণ করিয়া আমি সার।
দিলাম সে সকলের পাঠ অধিকার ॥
চৌদ্দশাস্ত্র চারিবেদ আর যত শাখা।
ব্রহ্মণ্য সুতেরে দিয়া করিলাম পাকা ॥
আগম প্রভৃতি আর আছে তন্ত্র যত।
আমার বাহিরে সুত ছিল অবগত ॥
অকারণে বধ রাম করিলে তাহারে।
ব্রহ্মহত্যা মহাপাপ হইল তোমারে ॥
বলরাম বলিলেন ক্রোধের ঘটনা।
এ পাপ হইতে কর উদ্ধার মন্ত্রণা ॥
কেমনে হইব পার এ পাপ হইতে।
মোরে আজ্ঞা কর আমি করি সেইমতে ॥
কহিলেন ব্যাস যত তীর্থ পৃথিবীতে।
অনুক্রমে পার যদি ভ্রমণ করিতে ॥
যদি পার ব্রহ্মচর্য্য আরম্ভ করিয়া।
চান্দ্রায়ণ করি তীর্থ আইস ভ্রমিয়া ॥
কর যজ্ঞ হোম আর ব্রাহ্মণ ভোজন।
নানা দান দিবে দ্বিজে অতিথি সেবন ॥
ইত্যাদি কহিয়া ব্যাস গেলেন স্বস্থান।
তীর্থ যাত্রা হেতু রাম করেন বিধান ॥
সুতের তনয় ছিল নাম তাঁর সৌতি।
ডাকিয়া আনেন তাঁরে রেবতীর পতি ॥
কহিলেন কর পিতৃ শ্রাদ্ধাদি তর্পণ।
শ্রাদ্ধ করি করাইলা ব্রাহ্মণ ভোজন ॥
পুনঃ তাঁরে বলদেব করিয়া আহ্বান।
পুরাণ পাঠের হেতু করেন প্রয়াণ ॥
ব্যাসাসনে সৌতিরে বসান হলধর।
দেখি মুনিগণ হন সরস অন্তর ॥
মুনিগণে বিনয় করিয়া হলপাণি।
চলিলেন তীর্থযাত্রা করিতে আপনি ॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন।
কহিব অপূর্ব্ব কথা অতি পুরাতন ॥
কৌরব পাণ্ডব পাশা খেলা হয় যবে।
বলরাম তীর্থ হেতু চলিলেন তবে ॥
জন্মেজয় কহিলেন কহ বীবরিয়া।
কোন কোন তীর্থে রাম গেলেন ভ্রমিয়া ॥
মহাভারতের কথা অমৃত পীযুষ।
যাহার শ্রবণে নর হয় নিষ্কলুষ ॥
মনেতে ভাবিয়া ব্যাসদেবের চরণ।
কাশীরাম দাসের পয়ার বিরচন ॥

বশিষ্ঠ তীর্থ বিবরণ কথন।

বলেন বৈশম্পায়ন শুন নরপতি।
যেইং তীর্থে রাম করিলেন গতি ॥
এক মন হইয়া শুনহ নরবর।
এ সকল শ্রবণে নিষ্পাপ হয় নর ॥
গেলেন বশিষ্ঠ তীর্থে সরস্বতী তীরে।
স্নান করি করিলেন দান যথার্থিরে ॥
ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া বলরাম।
অতিথি সেবিয়া পুর্ণ করিলেন কাম।
রাজা জিজ্ঞাসিলা তীর্থ হইল কি কারণ।
বশিষ্ঠ তীর্থের কথা কহ তপোধন ॥
বলিলেন বলি তবে শুন মহারাজ।
যে হেতু বশিষ্ঠ তীর্থ কহি তার কায ॥
বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠে বিবাদ অনুক্ষণ।
পুর্ব্বে কহিয়াছি আমি সে সব বচন ॥
অত্যন্ত তেজস্বী ক্রোধী মুনি বিশ্বামিত্র।
মারিলেন যুক্তিতে বশিষ্ঠ সপ্তপুত্র ॥
সৌদাস রাজারে ব্রহ্মরাক্ষস করিয়া।
বশিষ্ঠের পুত্র মুনি দেখাইল নিয়া ॥
শক্তিকে ধরিয়া রাজা করিল ভক্ষণ।
গর্ভমধ্যে আছিলেন শক্তির নন্দন ॥
পরাশর হইলেন বংশের রক্ষণ।
তাঁর পুত্র হইলেন ব্যাস তপোধন ॥
এই বিশম্বাদ দোঁহে রাত্রি দিবা আছে।
বশিষ্ঠ করেন স্থিতি সরস্বতী কাছে ॥
পুর্ব্বকুলে বশিষ্ঠের আশ্রম সুন্দর।
তথা রহি তপস্যা করেন মুনিবর ॥
বশিষ্ঠের সঙ্গে দ্বন্দ সতত করিতে।
বিশ্বামিত্র রহিলেন পশ্চিম কুলেতে ॥
কিছুকাল উভয় থাকেন দুই পারে।
বশিষ্ঠের ইচ্ছা নাহি দ্বন্দ করিবারে ॥
কলহে আশক্ত বড় বিশ্বামিত্র মুনি।
নিরন্তর বশিষ্ঠের ছিদ্র অনুমানি ॥
অগাধ সলিল বহে নাহি পারাবার।
দুজনে দেখিতে পান আশ্রম দোঁহার ॥
বশিষ্ঠের মনে নাহি কদাচ বিবাদ।
বিশ্বামিত্র চাহেন বশিষ্ঠ অপরাধ ॥
একদিন বিশ্বামিত্র অশ্রমে বসিয়া।
সরস্বতী নদীকে ডাকিল আশ্বাসিয়া ॥
বিশ্বামিত্র ভয়ে ভীত সদা সরস্বতী।
সাক্ষাৎ হইল গিয়া ধরিয়া আকৃতি ॥
পরম তেজস্বী মুনি একান্ত জানিয়া।
বিশ্বামিত্র অগ্রে গেল বুকে হাত দিয়া ॥
বিশ্বামিত্র কহিলেন শুন সরস্বতী।
এক কথা কহি আমি কর অবগতি ॥
বশিষ্ঠে আমাতে দ্বন্দ আছে পুর্ব্বাপর।
সবিশেষ জান তুমি সর্ব্ব অন্তর ॥
বশিষ্ঠ আছয়ে যোগে বসিয়ে আসনে।
অন্তর্ব্বাহ্য জ্ঞান তার নাহি থাকে মনে ॥
জলে একাকার করি ভাসাও মুনিরে।
অবিলম্বে বশিষ্ঠেরে আনিবা এ পারে ॥
শুনি সরস্বতী ভয়ে করিল স্বীকার।
কি জানি শাপিতে পারে মুনি দুরাচার ॥
আপনার স্থানে যান নদী সরস্বতী।
নিশামধ্যে জলপুর্ণ করিলেন ক্ষিতি ॥
বশিষ্ঠের আশ্রম ভাঙ্গিয়া স্রোতজলে।
ভাসাইয়া বশিষ্ঠে আনিল পরকুলে ॥
বশিষ্ঠ আছেন ধ্যানে কিছু নাহি জ্ঞান।
উপনীত করে জলে বিশ্বামিত্র স্থান ॥
দেখি বিশ্বামিত্র বড় আনন্দে ভসিয়া।
সরস্বতী নদী প্রতি আশ্বাস করিয়া ॥
কহিলেন বশিষ্ঠেরে আন এই স্থানে।
আমি গিয়া খড়্গ আনি ইহার নিধনে ॥
ভয়ে সরস্বতী বড় হইল ফাঁফর।
অঙ্গীকার করিল করিয়া যোড় কর ॥
বিশ্বামিত্র খড়্গ আনিবারে গেল বদি।
সভয়েতে ভাবিতে লাগিল পুর্ণনদী ॥
অত্যন্ত দুর্ব্বার বিশ্বামিত্র মুনিরাজ।
বশিষ্ঠের আনিয়া নহিল ভাল কায ॥
অপনা আশ্রমে মুনি আছিল বসিয়া।
এ পারে আমার জলে আসিল ভাসিয়া ॥
আমা হৈতে মুনিরাজ ত্যজিবেন প্রাণ।
ব্রহ্ম বধি হব আমি যথার্থ বিধান ॥
ব্রহ্মবধ পাপ নাহি খণ্ডে কদাচন।
হেন কর্ম্ম করিলাম আমি কি কারণ ॥
বিশ্বামিত্র শাপে হয়ে হৃদয় আকুল।
আপন কর্ম্মের দোষে হারাব দুকুল ॥
বিশ্বামিত্র যেবা করে শাশিয়া আমার।
কৃপাবশে কোন দেব করিবা উদ্ধার ॥
ব্রহ্মহত্যা পাপ ভয়ে কম্পিত অন্তর।
মুনিকে বাঁচাই অগ্রে যা করে ঈশ্বর ॥
এত ভাবি বশিষ্ঠেরে পুনঃ ভাসাইয়া।
নিজাশ্রমে পুনর্ব্বার স্থাপিল লইয়া ॥

মুনিকে রাখিয়া সরস্বতী লুকাইল।
খড়্গ লিয়া বিশ্বামিত্র সেস্থানে আইল॥
দেখিল বশিষ্ঠ গেল আপন আশ্রমে।
সরস্বতী নদি নাহি দেখিল সম্ভ্রমে॥
ক্রোধমনে বলিলেন বিশ্বামিত্র মুনি।
আমারে হেলন তুমি করিলে পাপিনী॥
ইহার উচিত ফল দিবত তোমারে।
ব্রহ্মশাপ দিব তোরে খণ্ডাতে কে পারে॥
রক্ত জল হবি তুই দিলাম এ শাপ।
শোণিত হউক সদা তোর যত আপ॥
আজ্ঞা মাত্র সেই নদী রক্ত জল হইল।
দেখিয়া রাক্ষসগণ আনন্দ পাইল॥
প্রেত ভূত পিশাচ আনন্দ সবাকার।
অনায়াসে রক্ত পান করে অনিবার॥
রক্ত মাংসাহারী সব পৃথিবী শুনিয়া।
রহিল শোণিত বিনা উপস করিয়া॥
বিশ্বামিত্রে প্রসংশা করয়ে সর্ব্বজন।
ধন্য২ বিশ্বামিত্র মহাতপোধন॥
যাহার প্রসাদে মোরা করি রক্তপান।
সকল মুনির মধ্যে তুমি ভাগ্যবান॥
তোমার চরিত্র যত হইল বিখ্যাত।
রক্তাহারিগণে তুমি ঈশ্বর সাক্ষাত॥
রাক্ষসাদি ভীম সব পাইল আনন্দ।
রাজ ঋষি দেব ঋষিগণ নিরানন্দ॥
সরস্বতী স্নান না করেন মুনিগণ।
হাহাকার করিয়া বলেন সর্ব্বজন॥
ধর্ম্মপথ বিনাশিল বিশ্বামিত্র মুনি।
সংসারে হইল হেন কুযশ কাহিনী॥
নারদাদি মুনি গিয়া ব্রহ্মাকে কহিলা।
বিশ্বামিত্র সরস্বতী নদী বিনাশিলা॥
রক্ত জল হও বলি দিল অভিশাপ।
আদ্যোপান্ত পর্য্যন্ত শোণিত হৈল আপ।
পান তর্পণাদি নাহি হয় সবাকার।
শোণিত হইল জল রাক্ষস আহার॥
ইহার উপায় প্রভু করহ আপনি।
নারদের বাক্যেতে কহিল পদ্মযোনি॥
মহেশের সেবন করুন মুনিগণ।
উপায় না দেখি কিছু বিনা ত্রিলোচন॥
ত্রিলোচন তুষ্ট হৈলে সকল মঙ্গল।
রক্ত জল দূরে হয়ে হবে পূর্ব্বজল॥
এতেক শুনিয়া মুনি ব্রাহ্মণ বচন।
সরস্বতী তীরে গেল যথা মুনিগণ॥

ব্রহ্মার বচনে সবে কহিল সাদরে।
আজ্ঞা দিল পিতামহ শিবে সেবিবারে॥
মহেশ সদয় হৈলে হইবেক জল।
আরাধনা কর সবে সেবক বৎসল॥
সেবাতে সন্তুষ্ট যদি হন পশুপতি।
হইবেন পূর্ব্বমত জল সরস্বতী॥
ইহা কহি দেবঋষি করিল গমন।
করিলেন ব্রাহ্মণেরা শিব আরাধন॥
নীরাহারে অনাহারে হরের চরণ।
করিয়া মৃন্ময় লিঙ্গ করয়ে পূজন॥
শর্করা তণ্ডুল ঘৃত মধু পুষ্প দিয়া।
শিব শিব বলি কেহ বেড়ায় নাচিয়া॥
মুখবাদ্য করতালি ডম্বুর বাজন।
বিশ্বনাথ বিশ্বনাথ বল সর্ব্বজন॥
হর মহেশ্বর শিব অনাথের গতি।
শূলপাণি শঙ্কর পিনাকী পশুপতি॥
নীলকণ্ঠ উমাকান্ত ত্রিপুর নাশন।
পার্ব্বতীর প্রাণনাথ মদনদলন॥
অনাদি নিধন জ্ঞান যোগের ঈশ্বর।
ধুস্তুর কুসুম প্রিয় দেব জটাধর॥
প্রথম ঈশ্বর হর প্রেত ভূত সঙ্গ।
হরি হর এক তনু গৌরী অর্দ্ধ অঙ্গ॥
বৃষভ বাহন ত্রিনয়ন ভূতনাথ।
সত্ত্ব রজস্তমোগুণে তুমি অবদাত॥
করিলেন বহু স্তব যদি মুনিগণ।
হইলে প্রসন্ন প্রপঞ্চ পঞ্চানন॥
বলদ বাহন হাতে ত্রিশূল ডম্বুরু।
বিল্বপত্র ত্রিপত্র শীরেতে শোভে চারু।
রজত পর্ব্বত জিনি শুভ্র কলেবর।
জটা বিভূষণ শোভে চারু শশধর॥
শুভ্র পদ্ম জিনি আভা বেষ্টিত অমর।
ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান ভস্ম অঙ্গোপরে॥
এইরূপে সাক্ষাৎ হইল কৃত্তিবাস।
দেখি মুনিগণে বড় হইল উল্লাস॥
মহেশ কহিল বর মাগ মুনিগণ।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ যেবা লয় মন॥
মুনিগণ বলিলেন যদি কর দয়া।
ইষ্টবর মাগি দেব ছাড়ি নিজ মায়া॥
রক্ত জল হইয়াছে সরস্বতী নদী।
পূর্ব্বমত জল হয় আজ্ঞা কর যদি॥
তথাস্তু বলিয়া হর কহিলেন কথা।
তেমনি হইল জল পূর্ব্ব ছিল যথা॥

আদ্যোপান্ত হইল সলিল মনোহর।
কহিলেন তীর্থের মহিমা মহেশ্বর॥
হইল বশিষ্ঠ তীর্থ ইহার আখ্যান।
এই পুণ্য জলে যে করিবে স্নানদান॥
ব্রহ্মহত্যা সুরাপান করে যেইজন।
মিত্রদ্রোহ করে যেই স্থাপিত হরণ॥
গুরুদারা হরে যেই পাপিষ্ঠ দুর্ম্মতি।
কোন কালে নাহি তার পরলোকে গতি॥
ইত্যাদি পাতকী যদি এতে করে স্নান।
সর্ব্ব পাপ নষ্ট হবে অব্যর্থ সন্ধান॥
কোটি কোটি জন্ম পাপ খণ্ডয়ে প্রসঙ্গে।
ইহা কহি গেলেন স্বস্থানে প্রভু রঙ্গে॥
তাহাতে নীরক্ত হৈল সরস্বতী জল।
হাহাকার করি ধায় রাক্ষস সকল॥
মুনিগণে আসিয়া কহিল ক্রোধ বাণী।
আমাদের ভক্ষে সবে করিয়াছ হানি॥
দুঃখ পাব মোরা সব আহারে মরিয়া।
তপোবনে তোমা সবে খাইব ধরিয়া॥
নতুবা রাক্ষস ভক্ষ্য সৃষ্টি কর মুনি।
অকার্য্য হইবে পাছে বলি হিতবাণী॥
কহিলা রাক্ষসগণে পরে মুনিগণ।
আজি হৈতে ভক্ষ্য তব হৈল নিরূপণ॥
যজ্ঞ শেষ দ্রব্য যত উদ্বর্ত্ত হইবে।
সে সকল দ্রব্য যত তোমরা লইবে॥
পুর্যুষিত ওদন হাঁড়িতে যাহা রাখে।
সেই সব ভক্ষ্য হৈল খাও গিয়া সুখে॥
এত বলি মুনিগণ হন অন্তর্দ্ধান।
রাক্ষস সকল গেল নিজ নিজ স্থান॥
তথা উত্তরিয়া রাম করিলেন স্নান।
দ্বিজগণে ভুঞ্জাইয়া দিল বহু দান।
নানারূপে দ্বিজেরে করেন পরিতোষ।
শুনিয়া জনমেজয় পাইল সন্তোষ॥
ভারতের পুণ্যকথা সমান পীযুষ।
কাশীদাস কহে নর হয় নিষ্কলুষ॥

সোমতীর্থ প্রস্তাবে কার্ত্তিকের জন্ম কথন।

কহিলেন বৈশম্পায়ন শুন এক মনে।
সোমতীর্থে চলিলেন রাম পর্য্যটনে॥
তথা গিয়া স্নান দান করি বহুতর।
বসন কাঞ্চন গাভী দিলেন বিস্তর॥
জিজ্ঞাসিলা জন্মেজয় কহ তপোধন।
সোমতীর্থ নাম হৈল কিসের কারণ॥
কহিলেন মুনি কহি অপূর্ব্ব ইতিহাস।
এক মনে শুন রাজা করিয়া বিশ্বাস॥
পূর্ব্বকালে শিবদুর্গা কৈলাস শিখরে।
অত্যন্ত আকুল চিত্ত শয়ন মন্দিরে॥
বহুকাল দুইজনে হয় অতি রঙ্গ।
বিপরীত প্রেম বাড়ে নাহি হয় ভঙ্গ॥
মহেশের বীর্য্যপাত হয় হেনকালে।
অসহ্য দেখিয়া গৌরী দিল গঙ্গাজলে॥
সহিতে নারিয়া গঙ্গা শিব বীর্য্য তাপ।
অগ্নি তাহার হৃদয়ে ধরে তাপ॥
ভাসাইয়া দিল গঙ্গা শরবন মূলে।
ষড়মুখ কুমার তাহে জন্মিল সুকালে॥
রোহিণী প্রভৃতি ছয় নিশাকর নারী।
উত্তম কুমার দেখি নিল কোলে করি॥
সমান ধারাতে স্তন দিল ছয় মুখে।
কার্ত্তিক বলিয়া নাম রাখিলেক সুখে॥
কৃত্তিকা তাঁহাকে অগ্রে কোলে নিয়াছিল।
এই হেতু কার্ত্তিক তাহার নাম দিল॥
মহাবলবান শিশু শিবের কুমার।
দেবগণ আইলেন তারে দেখিবার॥
দেখিয়া সন্তুষ্ট মন যত দেবগণ।
মহাদেবে কহিলেন সহস্র লোচন॥
দেবসেনা কন্যা আছে পরমসুন্দরী।
কার্ত্তিকে বিবাহ দিব কহ ত্রিপুরারি॥
দেব সেনাপতি নাম হইবে ইহার।
করিবেন তারকাদি অসুর সংহার॥
অনুমতি দেহ কর হয়ে হৃষ্ট মন।
কার্ত্তিকের অধীন হইবে দেবসেন॥
দেব সেনাপতি করি করিল বরণ।
নানা অস্ত্র আনিয়া দিলেন দেবগণ॥
কার্ত্তিক হইল যদি দেব সেনাপতি।
হইলেন দেবগণ আনন্দিত মতি॥
তারকের যুদ্ধে ইন্দ্র হারিয়া আপনি।
কার্ত্তিক শরণাগত হন বজ্রপাণি॥
কার্ত্তিকেরে কহিলেন দেব সহস্রাক্ষ।
আপনি নিধন কর দৈত্য তারকাখ্য॥
ইন্দ্রবাক্যে করিলা কার্ত্তিক অঙ্গীকার।
সমরে তারকে আমি করিব সংহার॥
এতেক কহিল যদি দেব ষড়ানন।
তাঁর পরাক্রম সব জানে দেবগণ॥
সবে মিলি অস্ত্র আনি দিল কার্ত্তিকেরে।
সহস্রলোচন বজ্র দিল তার করে॥

শঙ্কর দিলেন শূল বিষ্ণু চক্রবাণ।
যাহার প্রতাপে দৈত্য বলে ধরে টান॥
উৎক্রান্তিদা শক্তিদান করিলেন যম।
বরুণ দিলেন পাশ লোকে অনুপম॥
সর্ব্ব বল যুক্ত হৈয়া যত দেবগণ।
কার্ত্তিকের সঙ্গে রণে করিল গমন॥
নানা বাদ্য বাজাইল যবে দেবগণ।
শুনিয়া তারকাসুর কোপাবিষ্ট মন॥
আপনার সেনাগণ সাজন করিয়া।
যুদ্ধ করিবার হেতু আইল ধাইয়া॥
মহাকোলাহল হৈল না দেখ অবধি।
হইল দেবতা পক্ষে অসুর বিবাদী॥
দুই দলে মহাযুদ্ধ হয় ঘোরতর।
ভয়ে পলাইয়া গেল সকল অমর॥
যুঝেন কার্ত্তিক এক মনে নাহি ভয়।
চারিদিকে দৈত্যগণ নিঃশঙ্ক হৃদয়॥
অগ্রে বাক্য যুদ্ধ তার পরে অস্ত্রাঘাত।
সংগ্রামে তারকাসুর যুঝে দৈত্যনাথ॥
অস্ত্রে অস্ত্র নিবারয়ে যার যত শিক্ষা।
গুরু স্থানে যত অস্ত্র পাইলেন দীক্ষা॥
কার্ত্তিকের বাণে কারু না হয় নিস্তার।
দৈত্যের সকল সেনা হইল সংহার॥
মন্ত্রপূত করি শক্তি লইলেন হাতে।
কার্ত্তিক মারেন তাহা তারকের মাথে॥
শক্তির আঘাতে দৈত্য চূর্ণ হয় তায়।
শেষ সেনাপতি যত সকল পলায়॥
বাণ নামে সেনাপতি তারকের ছিল।
ভয়ে পলাইয়া ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতে রহিল॥
পর্ব্বতের মধ্যে ছিল অতুল গহ্বর।
গোপনে রহিল দৈত্য তাহার ভিতর॥
না মারিল বাণে তাহা সমরে হুতাস।
কহিল অঞ্জলি করি কার্ত্তিকের পাশ॥
বাণ যদি না মরিল হইল কি কার্য্য।
কোন দিনে দেবে মারি লইবেক রাজ্য॥
এতেক কহিল যদি সর্ব্ব দেবগণ।
চলিলেন বাণেরে মারিতে ষড়ানন।
বাণ ছিল ক্রৌঞ্চ গিরি গহ্বরেতে গিয়া।
শক্তিধর শরে গিরি দিলেন ফেলিয়া॥
বাণাঘাত ভয়ে বাণ দৈত্য পলাইল।
কার্ত্তিকের নাম ক্রৌঞ্চদারণ হইল।
ব্রহ্মার বচনে সেই স্থান তীর্থ হয়।
স্নানদানে সে স্থানে অসংখ্য পাপক্ষয়॥

শুনিলেন ভূপতি কার্ত্তিক জন্ম কথা।
হলধর হইলেন উপনীত তথা॥
স্নান যজ্ঞ করিলেন দান বহুতর।
করাইলা ব্রাহ্মণাদি ভোজন বিস্তর॥
বদরপাঁচন তীর্থে গেলেন লাঙ্গলী।
স্নানদান করিলেন হয়ে কুতূহলী॥
জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় কহ তপোধন।
কেন হৈল তীর্থ নাম বদরপাঁচন॥
ভারতের পুণ্যকথা সমান পীযুষ।
কাশীদাস কহে নর হয় নিষ্কলুষ॥

বদরপাঁচন তীর্থের কথন।

বলিল বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন।
এক মন হয়ে রাজা করিবা শ্রবণ॥
ভরদ্বাজ মুনির তনয়া সুরাবতী।
পরমসুন্দরী কন্যা যেন রম্ভাবতী॥
তাহার সমান রূপ তিনলোকে নাই।
মনঃস্থির করি তারে গঠিলা গোসাঞি॥
যার পানে চাহে কন্যা হরে তার প্রাণ।
আপনার মনে কন্যা করে অনুমান॥
আমার সমান রূপ নাহি ত্রিজগতে।
মনুষ্য কি ছার হয় আমাকে বরিতে॥
দেবের দুর্ল্লভ এই আমার যৌবন।
ইন্দ্রে স্বামী করি আমি করিব বরণ॥
এই বিবেচনা করি মুনির তনয়া।
শক্রের তপস্যা করে কঠোর করিয়া॥
গ্রীষ্মকালে চতুর্দ্দিকে জ্বালিয়া আগুণি।
অধঃশির উর্দ্ধপদে থাকয়ে ভাবিনী॥
বরিষাতে তৃণময় আসন করিয়া।
জপয়ে ইন্দ্রের নাম বৃষ্টিতে বসিয়া॥
শরৎকালেতে রৌদ্র না করে বারণ।
অবিরত করে নাম সহস্রলোচন॥
প্রবল শীতের কালে জলে রহে ডুবি।
কেবল ইন্দ্রের নাম মানসেতে ভাবি॥
জলাহার বাতাহার নিরম্বু করিয়া।
অস্থি চর্ম্ম সার হৈল তপ আচরিয়া॥
শচীপতি এ সব বৃত্তান্ত জানি ধ্যানে।
বশিষ্ঠের মূর্ত্তি ধরি আইল সে স্থানে॥
পাঁচটী বদর হাতে করিয়া লইল।
সুরাবতী নিকটে আসি উত্তরিল॥
মুনিকে দেখিয়া কন্যা করে সমাদর।
পাদ্য অর্ঘ্য আসনে পূজিল বহুতর॥

বলিলেন মুনি তুমি কেন কর কষ্ট।
করিলা প্রথমকালে এ যৌবন নষ্ট॥
এ রূপ যৌবন কেন না কর বিবাহ।
কি ক্রমেতে বয়ঃক্রম করিবে নির্ব্বাহ॥
কন্যা বলে নিবেদন শুনহ গোসাঞি।
মনুষ্য লোকেতে মম যোগ্য বর নাই॥
ইন্দ্রকে বরিব করি মনে অভিলাষ।
এই হেতু তার তপ করি বারমাস॥
ছদ্মরূপী বলিলেন শুন সুরাবতী।
কদাচিত তব স্বামী হন সুরপতি॥
যাহা তব মনে হয় করহ আপনি।
আমি এক কথা কহি শুন সুবদনী॥
পাক করি দেও মোরে পাঁচটি বদর।
স্নান সন্ধ্যা করি আমি আসিব সত্বর॥
বদর দিলেন তারে দেবতার নাথ।
সুরাবতী লইলেন যুড়ি দুই হাত॥
স্নানে যাই বলি ইন্দ্র করেন পয়ান।
অন্তর্ধ্যান হইয়া গেলেন নিজ স্থান॥
হেথা সুরাবতী বনে কাষ্ঠ আহরিয়া।
বদর করেন পাক তপস্যা ত্যজিয়া॥
বনেতে যতেক শুষ্ক কাষ্ঠ সব ছিল।
একেং সুরাবতী সব পোড়াইল॥
দ্বাদশ বৎসর এই রূপে পাক করে।
পাক না হইল কন্যা ডাকে উচ্চৈঃস্বরে॥
বদরী আমারে দিয়া মুনি গেল শূন্যে।
না হয় বদরী পাক বৃথা এ জীবনে॥
দ্বাদশ বৎসর গেল না হইল পাক।
হা কৃষ্ণ দ্বারিকানাথ বলি ছাড়ে ডাক॥
বহুকাল গেল মুনি না আইল হেথা।
এক দ্বিজ সেবনেতে না হই যোগ্যতা॥
বৃথায় পরাণ ধরি কি কার্য্য জীবনে।
কাষ্ঠভাবে দুই পদ দিলেক আগুণে॥
ক্রমে ক্রমে যখন তাহার পদ পুড়ে।
অমনি আছেন কন্যা পদ নাহি নাড়ে॥
নাভিদেশ পর্য্যন্ত তাহার পুড়ে যায়।
জানি শচীপতি তথা আইল ত্বরায়॥
নিজ বেশ ধরিয়া আইল শচীনাথ।
দেখি কন্যা প্রণমিল করি যোড় হাত।
বলিলেন দেবেন্দ্র কি পাড়িলা সঙ্কটে।
এড়িয়া বদর পাক আইসহ নিকটে॥
কন্যা বলে মুনি দিল পাঁচটি বদর।
ফুরিতে না পারি পাক দ্বাদশ বৎসর॥

ইতি মধ্যে মুনিবর এ স্থানে আসিয়া।
বদর না পাইলে যাবেন শাপ দিয়া॥
না দেখি উপায় আর নারায়ণ বিনে।
মুনি কোপানলে পার পাইব কেমনে॥
বলিলেন ইন্দ্র শুন আমার বচন।
বশিষ্ঠের বেশে সে আমার আগমন॥
সে ভয় করিয়া দূর শুন বরাননী।
আপনি বাঞ্ছিত বর মাগহ এখনি॥
দুই পদ যুড়ে গিয়া হইল সংহার।
ইন্দ্রের কৃপায় পদ হৈল পুনর্ব্বার॥
সুরাবতী বলে শুন ত্রিদশ ঈশ্বর।
আমাকে বিবাহ কর মাগি এই বর॥
বলিলেন জন্মান্তরে হব তব পতি।
শচীর সমান প্রেম হবে তোমা প্রতি॥
বৃথা আর ক্লেশ কর এ নব যৌবনে।
তপস্যায় ক্ষমা দেও আমার বচনে॥
কন্যা বলে এই জন্মে না হইলে স্বামী।
কি কর্ম্ম করিব আমি আজ্ঞা কর তুমি॥
এই স্থানে আমার যে তপস্যা হইল।
মম ধর্ম্মাধীন ফল তেমনি ফলিল॥
মোরে বর দেও তবে দেব সুরেশ্বর।
এই স্থানে পাপে মুক্ত হয় যেন নর॥
ইন্দ্র বলিলেন কন্যা কর অবধান।
এই মহাতীর্থে যে করিবে স্নান দান॥
আসপ্ত জন্মের পাপ থাকে যার যত।
ক্ষণমাত্র সর্ব্ব পাপ হইবেক হত॥
বদর পাঁচন নাম হইল ইহার।
জন্মান্তরে স্বামী আমি হইব তোমার॥
এত বলি অন্তর্দ্ধান হন সুরপতি।
করিলেন সে শরীর ত্যাগ সুরাবতী॥
শুনিলেন জন্মেজয় কথা পুরাতন।
এই হেতু নাম হৈল বদর পাঁচন॥
কামপাল সেই তীর্থে করিলেন স্নান।
ব্রাহ্মণেরে বহুবিধ করিলেন দান॥
তার পর যান রাম দেবল তীর্থেতে।
দেবল মুনির স্থান ঘোষে ত্রিজগতে॥
দেবল হইল সিদ্ধ তপস্যা করিয়া।
সেই তীর্থ বলরাম পাইলেন গিয়া॥
বলিলেন রাজা সিদ্ধ কিসে হন মুনি।
বিস্তার করিয়া মোরে বলিবা আপনি॥
গদাপর্ব্ব ভারতের অপূর্ব্ব রচন।
কাশীরাম দাস কহে করহ শ্রবণ॥

দেবল তীর্থের বিবরণ কথন।

বলেন বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন।
ভারত শ্রবণে নর মোক্ষের ভাজন॥
দেবল করেন তপ করি নিরাহার।
তাঁর তপে মুনিগণে করে হাহাকার॥
একাহারী কত দিন সেই তপোধন।
কত দিন বৃক্ষপত্র করেন ভক্ষণ॥
কত কাল জলাহারে তপ আচরণ।
বাতাহারে কত কাল শরীর ধারণ॥
কত দিন উপবাসে যায় দুই পক্ষ।
মাসান্তরে ফল মূল করিলেন ভক্ষ॥
করিলেন যেই দিনে শ্রাদ্ধ ফল মূলে।
তার পর দ্বিজ সেবা অতিথি সোবলে॥
শেষ ফল মূল মুনি করিতে ভক্ষণ।
জৈগীষব্য তথায় আইলা সেইক্ষণ॥
ডাক দিয়া দেবলে কহিল মুনিবর।
ক্ষুধানলে দগ্ধ হয় আমার অন্তর॥
আমাকে যদ্যপি কিছু ভক্ষ্য পার দিতে।
তবে প্রাণ বাঁচে মম জানিবে নিশ্চিতে॥
জৈগীষব্য বচন শুনিয়া মহামুনি।
নিজ ভক্ষ ফল মূল তারে দিল আনি॥
ভক্ষণ করিয়া জৈগীষব্য মহাশয়।
আশীর্ব্বাদ করি গেল আপন আলয়॥
মাস অন্তে সেই দিন আসি জৈগীষব্য।
করিলেন ভক্ষণ দেবল দত্ত দ্রব্য॥
মুনিবর তপস্যা করেন অনাহারে।
জানেন আসিয়া জৈগীষব্য মম দ্বারে॥
ফল মূল যত কিছু প্রস্তুত করিয়া।
জৈগীষব্য হেতু মুনি রাখিল ধরিয়া॥
বিলম্ব হইল বহু না আইল তিনি।
চলিলেন তাহার উদ্দেশে মহামুনি॥
সমুদ্রের কূল গেল যথায় আলয়।
তথায় না ছিল জৈগীষব্য মহাশয়॥
সমস্ত পাতাল মুনি করিল ভ্রমণ।
কোথায় না পাইলেন তার দরশন॥
ভূলোক ভুবনলোক স্বর্গলোক আর।
অন্বেষণ করিলেন মুনির কুমার॥
তপোলোক সত্যলোক আর জনলোক।
গোলোক পর্য্যন্ত গেল আঙ্গিরার লোক॥
না দেখিল তথা জৈগীষব্য মুনিবরে।
ফিরিয়া চলিল মুনি আপনার ঘরে॥

পুনরপি জনলোক যান শীঘ্রগতি।
তথায় দেখিল জৈগীষব্য মহামতি॥
তার পরে সত্যলোক আইলেন ক্রমে।
জৈগীষব্য তথা মুনি দেখিল সম্ভ্রমে॥
তার পর ভুবলোকে করিল গমন।
দেখিল তথায় জৈগীষব্য মহাজন॥
জনলোক যান মুনি হৈয়া ত্বরান্বিত।
জৈগীষব্যে দেখিল সে স্থানে অধিষ্ঠিত॥
ভূলোকে আইল পুনঃ আঙ্গিরার সুত।
দেখিলেন জৈগীষব্য আছেন প্রস্তুত॥
অতলেতে গেলেন দেবল মহামুনি।
দেখিলেন জৈগীষব্য আছেন আপনি॥
তার পরে বিতলেতে করিলা গমন।
তথায় পাইল জৈগীষব্য দরশন॥
তার পর মুনিবর গেলেন ভূতল।
তথায় গেলেন জৈগীষব্য মহাবল॥
তার পর মহামুনি গেলা মহিতল।
জৈগীষব্য সে স্থানেও দেখিলা দেবল॥
তলাতলে দেবল করেন অগ্রসার।
জৈগীষব্যে দেখিলেন আঙ্গিরাকুমার।
রসাতল গেলেন দেবল মহাশয়।
জৈগীষব্যে দেখিলেন তথা তেজোময়॥
তার পরে পাতালে প্রবেশ করি মুনি।
জৈগীষব্য তথা বসে আছেন আপনি॥
তার পর আইলেন সমুদ্রের তীরে।
জৈগীষব্যে দেখিলেন আপন মন্দিরে॥
তবে মুনি আইলেন নিজ নিকেতন।
পাইলেন জৈগীষব্যে তথা দরশন॥
জৈগীষব্য বসিয়া সুন্দর কুশাসনে।
সম্ভ্রমে দেবল মুনি গেলা সন্নিধানে॥
প্রণাম করিয়া বহু করিল স্তবন।
কহিলা দেবল মুনি সর্ব্ব বিবরণ॥
দেবল বলেন মুনি তোমার লাগিয়া।
আসিলাম চতুর্দ্দশ ভুবন ভ্রমিয়া॥
দেখিলাম সর্ব্বত্র তোমাকে মহাশয়।
অচিন্ত্য তোমার রূপ নাহয় নির্ণয়॥
জৈগীষব্য বলিলেন নাহি যাই কোথা।
ভিক্ষার কারণ আমি বসিয়াছি হেথা॥
যে কিছু সামগ্রী আছে আন শীঘ্রতর।
জঠর অনলে মম কাপে কলেবর॥
দেবল আনিয়া দিল যত ফল মূল।
জৈগীষব্য দেবলে হইয়া সানুকূল॥

জৈগিষব্য প্রিয়ভাবে বলেন তখন।
তোমার সমান কেহ নাহি তপোধন॥
বহুকাল তপ কৈলা করি অনাহার।
বর মাগ দেবল যে বাঞ্ছিত তোমার॥
দেবল বলেন প্রভু করি এ প্রার্থনা।
মম মনে নাহি কিছু সংসার বাসনা॥
ব্রহ্মজ্ঞান দান কর মোরে মহাশয়।
অন্তে যেন ব্রহ্মজ্ঞানে ব্রহ্মে হয় লয়॥
জৈগীষব্য বলিলেন তুমি যোগ্য হও।
ব্রহ্মজ্ঞান দিব তুমি এইক্ষণে লও॥
জৈগীষব্য দেবলে যাচেন ব্রহ্মজ্ঞান।
ষষ্ঠ জীব আইলেক জৈগীষব্য স্থান॥
রোদন করিয়া সবে কহে কাকুবাণী।
আমাদের বধ ভাগী হইলা আপনি॥
দেবলের ব্রহ্মজ্ঞান তুমি দিলা যদি।
আমাদের মৃত্যু তবে ঘটাইল বিধি॥
পরম সরল চিত্ত দেবল মুনির।
সর্ব্ব জীবে দয়াবান স্বচ্ছল সুধীর॥
দেবল সমান দয়া কেহ নাহি করে।
জ্ঞান যদি পাইল দেবল মুনিবরে॥
অন্তর্ব্বাহ্য জ্ঞান নাহি রহিবে ইহার।
আমাদিগে দয়া করে কেহ নাহি আর॥
রোদন করয়ে প্রাণী হইয়া কাতর।
দেবলেরে জৈগীষব্য কহিল তৎপর॥
শুনহ দেবল মুনি কহি এক মনে।
এ চারি আশ্রম ধাতা সৃজিল যতনে॥
গৃহীবান প্রস্থ উদাসীন অবধুত।
এ চারি আশ্রম মধ্যে গৃহস্থ মহত॥
পুরাণ ভারত স্মৃতি বেদের বচন।
গৃহস্থের সর্ব্ব ধর্ম্ম শুন তপোধন॥
পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধ আর অতিথি সেবন।
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব দুঃখী করাবে ভোজন॥
নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম করিবে সংযুত।
কুটুম্ব বান্ধবে স্নেহ করিবে সতত॥
অতিথি আইলে অগ্র দিবা পিণ্ড জল।
বিনয় বচন করে হইয়া স্বচ্ছল॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজা করিবে বিনয়।
গৃহ মধ্যে যেই দ্রব্য উপস্থিত হয়॥
অতিথির নিকটে আনিবে ত্বরান্বিত।
করিবেক বিশ্রিহতে সেবা যথোচিত॥
গৃহে যদি কিছু নাহি অতিথি সেবনে।
করিবেক গিয়া ভিক্ষা প্রতিবাসি জনে॥
যদি ভিক্ষা করিলেও কিছু নাহি পায়।
অতিথি নিকটে পুনঃ আসিবে ত্বরায়॥
রোদন করিবে আসি অতিথি নিকটে।
কহিবেক তাহার নিকটে করপুটে॥
তবে ধর্ম্ম রক্ষা হয় পাপ নাহি থাকে।
সর্ব্বপাপে মুক্ত হয়ে যায় স্বর্গলোকে॥
এতেক কহিল জৈগীষব্য মহাশয়।
শুনিয়া দেবল মুনি মানিল নিশ্চয়॥
জৈগীষব্য কহিলেন দেবল সত্তম।
সকল আশ্রম হৈতে গৃহস্থ উত্তম॥
বলিলেন পরে বর মাগ মুনিবর।
বিদায় হইয়া আমি যাইব সত্বর॥
দেবল বলেন প্রভু কর অবধান।
এই ইষ্ট বর আমি চাহি তব স্থান॥
করিলাম এই স্থানে তপ বহুতর।
পূর্ণ তীর্থ হবে আজ্ঞা কর মুনিবর॥
বলিলেন তুমি সিদ্ধ হইলা দেবল।
পরম দুর্ল্লভ তীর্থ হৈল এই স্থল॥
ইহাতে আসিয়া যে করিবে স্নানদান।
যজ্ঞ ব্রত করিয়া ব্রাহ্মণে দিবে দান॥
অসংখ্য জন্মের পাপ হইবেক ক্ষয়।
সত্যই পুনঃ সত্য জানিবে নিশ্চয়॥
এত বলি জৈগীষব্য হৈল অন্তর্দ্ধান।
দেবল আপন গৃহে করিল পয়ান॥
সেই মহাতীর্থেতে গেলেন হলধর।
স্নান দান করিলেন যজ্ঞ নিরন্তর॥
অনেক ব্রাহ্মণ তথা করান ভোজন।
বস্ত্র অলঙ্কার দিয়া করিল পূজন॥
দিলেন গো অশ্ব হস্তী স্বর্ণ রৌপ্য দান।
নমুচি তীর্থেতে পরে করিল পয়ান॥
জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় শুন তপোধন।
নমুচি তীর্থের কথা কহ বিবরণ॥
গদাপর্ব্ব তীর্থ যাত্রা অপূর্ব্ব কথন।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যজন॥

নমুচি তীর্থ বিবরণ কথন।

বৈশম্পায়ন বলেন শুনহ কুরুরায়।
নমুচি তীর্থের কথা কহিব তোমায়॥
নমুচি দানব ছিল কশ্যপ তনয়।
বাল্যকালে ছিল সেই অতি তেজোময়॥
ব্রহ্মার তপস্যা আরম্ভিল দৈত্যবর।
অনাহারে তপ করে সহস্র বৎসর॥

তুষ্ট হয়ে প্রজাপতি দিল আসি বর।
কহিলেন মাগ বর দানব ঈশ্বর ॥
নমুচি বলিল শুন দিবা যদি বর।
তবে কর বর দিয়া আমাকে অমর ॥
বলিলেন ব্রহ্মবংশ মাগ অন্য বর।
অমর না হয় কেহ ভুবন ভিতর ॥
আমি সৃষ্টি করিলাম সকল ভুবন।
আমার আয়ুর দেখ আছে নিরূপণ ॥
অষ্টাদশ নিমিষেতে এক কাষ্ঠা হয়।
ত্রিংশৎ কাষ্ঠায় কলা জানিহ নিশ্চয় ॥
ত্রিংশৎ কলাতে হয় জান এক ক্ষণ।
দ্বাদশ ক্ষণেতে হয় মুহূর্ত্ত গণন ॥
ত্রিংশৎ মুহূর্ত্তে হয় এক অহোরাত্র।
পঞ্চদশ অহরাত্রে এক পক্ষ মাত্র ॥
শুক্লপক্ষ কৃষ্ণপক্ষ নিরূপণ তার।
দুই পক্ষে এক মাস সৃজন আমার ॥
বারোমাসে মনুষ্যের এক সম্বৎসর।
এক সম্বৎসরে পিতৃলোকের বাসর ॥
পিতৃলোক বৎসরে দেবের এক দিন।
ত্রিশ দিনে মাস হয় জানহ প্রবীণ ॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপরেতে কলিযুগ চারি।
এক চতুর্যুগ হয় যুগ একাকারি ॥
চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে মম এক দিন।
ত্রিশ দিনে এক মাস এতে নহে হীন ॥
দ্বাদশ মাসেতে বর্ষ জানিবা প্রমাণ।
ষাট সহস্রেক বর্ষ মম আয়ুমান।
তারপর হইবেক আমার পতন ॥
আমারি পতন তাহে তুমি কোনজন।
শরীরী ধরিলে মৃত্যু অবশ্য আছয়।
অমর না হয় কেহ জানিহ নিশ্চয় ॥
অন্য বর মাগ তুমি সম্ভব যে হয়।
আপন অভীষ্ট মাগ মনে যেবা লয় ॥
নমুচি বলিল প্রভু শুনহ বচন।
যুদ্ধস্থলে যেন মম না হয় মরণ ॥
যুদ্ধে যেন কেহ মোরে জিনিতে না পারে।
মম মনোনীত বর দেহ প্রভু মোরে ॥
কপট করিয়া যদি কেহ আসি মারে।
মম মুণ্ড দুঃখ দিবে প্রচুর তাহারে ॥
পিতামহ তুমি মোরে দেহ এই বর।
তথাস্তু বলিয়া ব্রহ্মা গেল নিজ ঘর।
নমুচি আপন গৃহে দিল দরশন।
সর্ব্বদেব জিনি সেই হইল রাজন ॥

ইন্দ্র আদি দেবগণ হইয়া বিকল।
মনুষ্য আকার হয়ে স্থিত মহীতল ॥
এইরূপে তথা দেখে দীর্ঘকাল যায়।
নিজমনে বিচার করিল দেবরায় ॥
নমুচি থাকিতে মম না হবে কল্যাণ।
ছল করি ইহার লইব আজি প্রাণ ॥
নমুচি সহিত প্রীতি করি পুরন্দর।
বহু প্রীতি দুইজন একি কলেবর ॥
এইরূপে বহুকাল দোহে কাটাইল।
দৈবে ইন্দ্র এক দিন একান্তে পাইল ॥
পথ মাঝে মুণ্ড কাটি করি দুইখান।
স্কন্ধ পড়ে মুণ্ড ধায় অগ্নির সমান ॥
মুখ প্রসারিয়া মুণ্ড যায় গিলিবারে।
প্রাণ ভয়ে দেবরাজ পলান সত্বরে।
ভ্রমিল পাতাল সপ্ত ভয়ে পুরন্দর।
পাছে খেদাড়িয়া যায় মুণ্ডবর ॥
সপ্ত স্বর্গ ক্রমে ক্রমে করিল ভ্রমণ।
বেগে গিয়া কহিলেন ব্রহ্মার সদন ॥
রক্ষা কর পিতামহ নহিল মরণ।
ত্বরায় করহ রক্ষা দেব বেদানন ॥
ছল করি নমুচিরে করিলাম বধ।
নমুচির মুণ্ড মম ঘটায় আপদ ॥
সপ্তস্বর্গ ভ্রমি আর পাতাল বেড়াই।
চতুর্দ্দশ ভুবনেতে রক্ষা নাই পাই ॥
কি রূপে পাইব রক্ষা কহ মহাশয়।
নমুচির মুণ্ড মোরে গিলিবে নিশ্চয় ॥
অতএব কর প্রভু ইহার উচিত।
ব্রহ্মা বলিলেন ইন্দ্র যাও ত্বরান্বিত ॥
সরস্বতী স্নান গিয়া কর সুরপতি।
পতন হইবে মুণ্ড ঘুচিবে দুর্গতি ॥
এই কথা ইন্দ্রকে কহিল পদ্মাসন।
হেনকালে মুণ্ড তথা করিল গমন ॥
বিকৃতি আকার মুণ্ড মুখ পরিসর।
প্রলয় কালেতে যেন দীপ্ত বৈশ্বানর ॥
দেখিয়া পলান ইন্দ্র বিগলিত কেশ
ইন্দ্রের দুর্গতি দেখি দুঃখী সর্ব্বদেশ ॥
বেগে ধাইলেন পাছুপানে নাহি চান।
নমুচি দৈত্যের মুণ্ড হয় আগুয়ান ॥
কতক্ষণে উত্তরিল নদী সন্নিধানে।
অতি বেগে উপনীত মুণ্ড সেই স্থানে ॥
নিস্তার পাইল ইন্দ্র মহাপাপ হৈতে।
মুনিগণে সম্বোধিয়া লাগিল কহিতে ॥

তোমরা শুনিলা যত মহামুনিগণ।
করিলাম আমি তবে তীর্থের সৃজন॥
বলিয়া নমুচি তীর্থ এবে সর্ব্বজন।
ইহার স্নানের কথা শুন দিয়া মন॥
কোটি২ জন্মেতে যতেক পাপ হয়।
ইহার স্নানেতে সর্ব্ব খণ্ডিবে নিশ্চয়॥
করিলেন তীর্থ নিরূপণ দেবরায়।
কহিলাম এ তীর্থের কাহিনী তোমায়॥
তথা উপনীত হয়ে রোহিণী নন্দন।
স্নান করি তুষিলেন ভোজনে ব্রাহ্মণ॥
যজ্ঞ হোম করিয়া ব্রাহ্মণে দিয়া দান।
তথা হৈতে করিলেন যুবনী পয়ান॥
বৃদ্ধ কন্যা আশ্রমে হইল উপনীত।
জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় মুনিকে ত্বরিত॥
বৃদ্ধ বলি বলিয়া তথাচ বল কন্যা।
আশ্চর্য্য হইল কন্যা শুনি বৃদ্ধগণ্যা॥
বিস্তারিয়া সব কথা কহ তপোধন।
শুনিবারে ইচ্ছা বড় ইহার কারণ॥
গদাপর্ব্ব তীর্থযাত্রা অপূর্ব্ব কথন।
পাঁচালী প্রবন্ধে কাশীরাম বিরচন॥

বৃদ্ধকন্যা তীর্থের বিবরণ।

বলিলেন বৈশম্পায়ন শুন নৃপবর।
বৃদ্ধকন্যা উপাখ্যান অতি মনোহর॥
গর্গ মুনির কন্যা অতি রূপবতী।
তার তুল্য রূপবতী না দেখি সংপ্রতি॥
যৌবন সময়ে কন্যা ভাবিল হৃদয়।
তপ করি দেব ভর্ত্তা লইব নিশ্চয়॥
এত চিন্তি প্রতিদিন থাকি অনাহার।
বহুকাল তপ করে অস্থি চর্ম্ম সার॥
অনেক কঠোর তপ নাহি পরিমাণ।
দেখিয়া তাহার তপ সবে কম্পমান॥
যুবা কাল গেল তার বার্দ্ধক্য সময়।
তথাপিও তপ করে নাহি কোন ভয়॥
আইল নারদ মুনি কন্যার নিকটে।
দেখি কন্যা মুনিকে প্রণমে করপুটে॥
নারদ বলেন কন্যা কি কর্ম্ম করিলে।
তপস্যা করিয়া রূপ লাবণ্য হারিলে॥
বিনাশিলে বৃথা এ যৌবন কি কারণ।
তপ করি হইলেন মোক্ষের ভাজন॥
বৃদ্ধ হৈল যুবকাল গেল নিবড়িয়া।
এ সময়ে কে তোমাকে করিবেক বিয়া॥
বিবাহ নহিলা তার নহে কোন গতি।
বিবাহ হইলে হয় স্বর্গেতে বসতি॥
শুনিয়া মুনির বাক্য কন্যা বিধুমুখী।
মুনির চরণে ধরে উপায় না দেখি॥
আমার উপায় কর মুনি মহামতি।
বিবাহ নহিলে স্বর্গে না হইবে গতি॥
কে আমাকে বিবাহ করিবে মহাশয়।
আপনি নির্ব্বুদ্ধি মোরে বলিলা নিশ্চয়॥
নারদ বলেন কন্যা আর কিবা বল।
কে করিবে বিবাহ যৌবনকাল গেল॥
তপোবনে আছে বহু তপস্বী সন্তান।
কর গিয়া পাও যদি করিয়া সন্ধান॥
এত বলি নারদ গেলেন নিজ ঘর।
বিবাহ কারণে কন্যা অন্বেষয়ে বর॥
তপোবনে ছিল এক মুনি শৃঙ্গবান।
তাহার নিকটে কন্যা করিল প্রস্থান॥
অনেক বিনয় স্তুতি করে শৃঙ্গবানে।
কহিতে লাগিল কন্যা করুণ বচনে॥
বৃথা মম জন্ম যায় শুন তপোধন।
আমাকে বিবাহ কর তপস্বী নন্দন॥
শৃঙ্গবান বলিলেন না কহিলে ভাল।
বার্দ্ধক্য হইল তব গেল যুবাকাল॥
বিবাহ করয়ে যুবা যুবতী দেখিয়া॥
তোমাকে বিবাহ করি বল কি লাগিয়া॥
যৌবন বিহীন রামা হয় হতাদর।
যৌবন থাকিলে স্বামী করয়ে আদর॥
বিবাহ কি মতে আমি করিব তোমাকে।
করি যদি পিতৃলোক পড়িবে নরকে॥
বিবাহ না করিতে হইলে ঋতুমতী।
রজস্বলা বিবাহেতে কুযশ অখ্যাতি॥
ঋতুমতী বিবাহ করয়ে যেই জন।
কন্যা পিতা তার পিতা নরকে গমন॥
বিশেষ কন্যার যদি থাকে যুবদশা।
পুরুষ বিবাহ করে যৌবনের আশা॥
কদাচিত শৃঙ্গবান না হয় সম্মত।
পুনঃ২ হইল তাহার পদানত॥
তাহাকে কহিল মুনি আর কটুভাষে।
হেনকালে দৈববাণী হইল আকাশে॥
দৈব বশে দৈববাণী কেহ নাহি শুনে।
দেবগণ ডাকিয়া কহেন শৃঙ্গবানে॥
শুন শৃঙ্গবান মুনি আকাশ ভারতী।
পরম পবিত্র কন্যা পতিব্রতা সতী॥

তপ সিদ্ধ হইল নাহিক কোন দোষ।
বিবাহ করিয়া এরে জামাও সন্তোষ॥
ইহা শুনি শৃঙ্গবান ভাবিল হৃদয়।
অঙ্গীকার করিলেন করি পরিণয়॥
কিন্তু এক রাত্রি আমি তোমার সংহতি।
বঞ্চিব বাসরে এই শুন রসবতী॥
এতে যদি অভিলাষ পুরয়ে তোমার।
করহ আমার অগ্রে সত্য অঙ্গীকার॥
কন্যা বলে যে আজ্ঞা করিলে মহাশয়।
মম নিরূপণ এই জানিবা নিশ্চয়॥
পুনঃ তথা আইলেন নারদ আপনি।
উভয়ের বিবাহ দিলেন মহামুনি॥
অনন্তর নারদ গেলেন নিজ ঘর।
বৃদ্ধকন্যা শৃঙ্গবানে করেন বাসর॥
তপো বলে হয় কন্যা পরম রূপসী।
বদন সুন্দর যেন শরদীয় শশী॥
নয়ন হেরিয়া হারে কুরঙ্গ বালক।
ভ্রূযুগ ধনু ধরে কুসুম শায়ক॥
চামর জিনিয়া কেশ শুক চঞ্চু নাসা।
শ্রবণ বিষম ফান্দ পিক জিনি ভাষা॥
সুপক্ক দাড়িম্ব বীজ জিনিয়া দশন।
কম্বু জিনি যুগস্কন্ধ বিধি নিরূপণ॥
মৃণাল জিনিয়া দুই ভুজ মনোহর।
কদম্ব কোরক জিনি দুই পয়োধর॥
কূপ নিন্দি নাভি মাঝ মৃগপতি জিনি।
কনক কলস দুই নিতম্ব ধারিণী॥
করিকর জিনি উরু অতি অনুপম।
কিবা চারু পদযুগ কোকনদ সম॥
দশ নখে দ্বিতীয়ার চন্দ্র বিরাজিত।
রূপেতে না হয় সীমা মদন মোহিত॥
নানা অলঙ্কার অঙ্গে অনঙ্গ মোহিনী।
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী যেন দেবেন্দ্র নন্দিনী॥
বিচিত্র কুসুম শয্যা করিয়া রচন।
বৃদ্ধ কন্যা শৃঙ্গবান করিল শয়ন॥
নানা ভক্ষ দ্রব্য রাখি শয়নের ঘরে।
বঞ্চিলা সুরতি সুখে কুসুম বাসরে॥
ভ্রমর ভ্রমরী গায় মধুর সঙ্গীত।
এক ফুলে মধু পীয়ে নহে বিচলিত॥
কোকিল সঘনে ডাকে মধুর সুস্বর।
সুশীতল সমীরণ বহে নিরন্তর॥
বসন্তঋতু এক কালে হৈল উপনীত।
ভাহুক ভাহুকী ধ্বনি করে সুললিত॥
চাতক চাতকী ডাকে জলের আশ্বাসে।
মন্দ মন্দ মেঘগণ ডাকয়ে আকাশে॥
মাতিল দোঁহার মন অনঙ্গ আবেশে।
অবশে আকুল চিত্ত মন্দ মন্দ হাসে॥
এই রূপে প্রভাত হইল বিভাবরী।
পূর্ব্বমত বৃদ্ধরূপা হইলা সুন্দরী॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া শেষে ভীত শৃঙ্গবান।
এ প্রতিজ্ঞা কেমনে করিব আমি আন॥
যদি কন্যা আমাকে করয়ে অনুমতি।
একত্র নিবাস করি ইহার সংহতি॥
জিজ্ঞাসিল কন্যাকে ডাকিয়া মুনিবর।
কি কর্ম্ম করিব প্রিয়ে কহ অতঃপর॥
কন্যা বলে শুন প্রভু তপস্বী গোসাঞি।
তোমার সহিতে মম আর দেখা নাই॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া বিয়া করিলা আমাকে।
আমার কি শক্তি আছে রাখিতে তোমাকে॥
আমার প্রতিজ্ঞা জান তোমার সাক্ষাতে।
হইবে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ রাখিব কি সাথে॥
করিলাম তোমাকে বিদায় মহামুনি।
তোমাকে রাখিলে হবে কুযশ কাহিনী॥
শৃঙ্গবান বিদায় হইল তপোবনে।
নারদ আগত শেষে কন্যার সদনে॥
তুষ্ট হয়ে বলিল নারদ তপোধন।
ইষ্ট বর মাগ কন্যা যাহা লয় মন॥
বৃদ্ধকন্যা বলে অবধান মুনিবর।
এই বর মাগি আমি তোমার গোচর॥
করিলাম বহুকাল তপস্যা এ স্থানে।
বৃদ্ধকন্যা আশ্রম বলিবে সর্ব্বজনে॥
পূর্ণ তীর্থ বলি এই থাকে পুণ্যাবন।
এতে আসি করিবেক স্নান যেই জন॥
অসংখ্য জন্মের পাপ যাবে সেইক্ষণ।
আজ্ঞা কর এই বর মাগি তব স্থান॥
তথাস্তু বলিয়া মুনি হৈল অন্তর্ধান।
যোগবলে বৃদ্ধকন্যা ত্যজিলেন প্রাণ॥
বিষ্ণুলোক গেল বৃদ্ধকন্যা গুণবতী।
সেই তীর্থে উপনীত রেবতীর পতি॥
স্নান দান করিলেন তথা বহুতর।
করাইল ব্রাহ্মণ ভোজন হলধর॥
ভিক্ষুকেরে বহু দান করিলেন অর্থ।
তথা হৈতে যান রাম দধিচি তীর্থ॥
শুনিয়া বলিল রাজা শুন তপোধন।
দধিচি তীর্থের কথা কহ বিবরণ॥

গদাপর্ব্ব ভারতের অপূর্ব্ব কথন।
কাশীরাম দাস কহে পয়ার রচন॥

দধীচি তীর্থের বিবরণ।

বলিল বৈশম্পায়ন শুন কুরুরায়।
দধীচি তীর্থের কথা শুনাব তোমায়॥
ত্বষ্টা নামে মুনি ছিল বিরিঞ্চি নন্দন।
মহাতেজোময় তপে সেই তপোধন।
অসুরের এক কন্যা করি পরিণয়।
ত্রিশিরা নামেতে পুত্র তাহে জন্ম লয়।
তিন মুণ্ড হৈল তার দেখিতে সুন্দর।
এক মুখে বেদ পাঠ করে নিরন্তর॥
আর মুখে রামনাম করে অহর্নিশি।
অন্য মুখে মদ্যপান করে মহাঋষি॥
মুনি পুত্র যজ্ঞ করে যখন যেখানে।
লুকাইয়া যজ্ঞ ভাগ দেয় দৈত্যগণে॥
মাতামহ কুলে তার বড় সমাদর।
দেবগণ জানিল সকল ভাবান্তর॥
ইন্দ্রকে কহিল শুন দেবতার পতি।
দেখ ত্বষ্টা মুনিপুত্র করয়ে অনীতি॥
লুকাইয়া যজ্ঞ ভাগ দেয় মাতামহে।
কহিল এতেক ইন্দ্রে দেবতা সমূহে॥
শুনিয়া কোপিল ইন্দ্র অগ্নির সমান।
দেবগণ সম্য বাক্য নাহি সমাধান॥
খড়্গ দিয়া ত্রিশিরার কাটিলেন মাথা।
শুনিয়া সন্তুষ্ট হৈল সকল দেবতা॥
ত্বষ্টামুনি পাইল সকল সমাচার।
শচীপতি প্রতি কোপ করিল অপার॥
করিলেন মুনি যজ্ঞ ইন্দ্রে কোপ করি।
সমনে অমরগণে কম্পে থরহরি॥
যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিতে জন্মিল নন্দন।
বৃত্রাসুর নাম তার অতি সুলক্ষণ॥
পরম তেজস্বী হৈল বৃত্র দুরাশয়।
ত্রিভুবনে কোন জন নাহি করে ভয়॥
বিষ্ণু পরায়ণ হৈল পরম বৈষ্ণব।
তার কর্ম্ম দেখি ভয়ে কাঁপয়ে বাসব॥
মিলিল অনেক সেনা বৃত্রের সংহতি।
ইন্দ্রত্ব লইল খেদাড়িয়া সুরপতি॥
সকল অমরগণে লণ্ডভণ্ড করে।
স্বর্গের দেবতাগণ লুকাইল ডরে।
পলাইয়া গেল যবে ব্রহ্মার সদন।
ব্রহ্মাকে কহিল গিয়া সব বিবরণ॥
বৃত্রাসুর লইল সকল অধিকার।
আপনি ইহার প্রভু কর প্রতিকার॥
প্রজাপতি বলিলেন শুন দেবগণ।
দেবের অবধ্য ত্বষ্টা মুনির নন্দন॥
নারায়ণ স্থানে সবে করিয়া গমন।
নিজ নিজ দুঃখ কথা কর নিবেদন॥
এত বলি দেবগণ লইয়া সংহতি।
নারায়ণ সমীপে গেলেন প্রজাপতি॥
গোলোক ধামেতে যথা দেব নারায়ণ।
উপনীত হইলেন সহ দেবগণ॥
প্রণাম করিল গিয়া নিকটে অমর।
করিলেন আদেশ বসিতে বিশ্বম্ভর॥
আদেশ পাইয়া সবে বসি সন্নিধানে।
কহিল চতুরানন বিনয় বচনে॥
শুন প্রভু নারায়ণ মম পরিহার।
নিবেদন করি কিছু চরণে তোমার॥
গদাপর্ব্ব ভারতের অপূর্ব্ব কথন।
কাশীরাম দাসের পয়ার বিরচন॥

দেবগণ কর্ত্তৃক বিষ্ণুর স্তব।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

ব্রহ্মা আদি সুরগণ, একান্ত একাগ্র মন,
স্তুতি করে হরির চরণে।
শুন প্রভু নারায়ণ, যতেক দেবতাগণ,
নিবেদন করি এক মনে।
হে মধু কৈটভারি, আমরা ভয়েতে মরি,
বৃত্রাসুর কৈল অধিকার।
বৈসে ইন্দ্র সিংহাসনে, খেদাড়িয়া দেবগণে,
অমরের না দেখি নিস্তার॥
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব লয়, পাইলেন ইন্দ্র ভয়,
অমরের নিল রাজ্যখণ্ড।
দেবতা ছাড়িল ধর্ম্ম, লইয়া অগ্নির কর্ম্ম,
বরুণে করিল লণ্ডভণ্ড॥
পবনের অধিকার, করিলেক অনিবার,
চন্দ্রার্কের কি কব দুর্গতি।
রুদ্র করে পরাভব, এখন দেবতা সব,
মনুষ্য সমান ভ্রমে ক্ষিতি।
দারুণ দৈত্যের ভয়, প্রাণ নাহি স্থির হয়,
দেবতার না হয় নিস্তার।
তুমি ত্রিলোকের পতি, সকল দেবের গতি,
চিন্তহ ইহার প্রতিকার॥
দুর্ব্বল দেবতা সবে, তুমি না রাখিলে তবে,
কে করিবে বিষাদ উদ্ধার।

প্রকাশি সময় মন, শুন শ্রীমধুসূদন;
বধ তারে করিয়া প্রকার।
রজগুণে দিয়া দৃষ্টি, আপনি করিলা সৃষ্টি;
সত্ত্বগুণে করিলা পালন।
সৃজন পালন নাশ, তব কর্ম্ম সুপ্রকাশ,
তমোগুণে কর সংহারণ॥
ইত্যাদি অনেক স্তব, করিল দেবতা সব,
শুনিয়া দুঃখিত ভগবান।
সম্বোধিয়া দেবগণে, কহিল সরস মনে,
দেবগণে কর অবধান॥
ভারত মঙ্গল কথা, শুনিলে খণ্ডয়ে ব্যথা,
সকলের কলুষ বিনাশ।
গদাপর্ব্ব সুধাধার, ব্যাসের বচন সার,
পাঁচালী রচিল কাশীদাস॥

দধিচির অস্থিতে বজ্র নির্ম্মাণ।

গোবিন্দ কহেন শুন সকল দেবতা।
খণ্ডিবে সকল দুঃখ দুর কর ব্যথা॥
আমার অবধ্য বৃত্র শুন দেবগণ।
আমার পরম ভক্ত জানিবা বচন॥
দধীচি মুনির অস্থি আন সর্ব্বজন।
তাহাতে করিবা বজ্র অস্ত্র সুগঠন॥
সেই অস্ত্রে বৃত্রাসুর হইবে নিধন।
এই তার বধোপায় আছে নিরূপণ॥
শুনি ইন্দ্র চলিলেন দধীচি গোচর।
মুনিবরে নিবেদন বিষ্ণুর উত্তর॥
ইন্দ্রের এতেক বাণী শুনি মুনিরাজ।
আমি যদি মরি তবে সিদ্ধ হবে কায॥
না ছাড়িব প্রাণ আমি নিশ্চিত বিচার।
শুনিয়া সবার মনে লাগে চমৎকার॥
ইন্দ্র আদি দেবগণ বিমুখ হইয়া।
ক্ষিতিতে গেলেন সবে মৌনেতে রহিয়া॥
ত্রাসে কারু মুখে নাহি বচন নিঃসরে।
সদয় হৃদয় মুনি জানিল অন্তরে॥
কহিতে লাগিল মুনি করুণ বচন।
ভয় ত্যজ শুন কহি সর্ব্ব দেবগণ॥
আমি মৈলে রক্ষা পান দেবতা সমাজ।
এছার শরীরে তবে আর কিবা কায॥
অবশ্য মরিব আমি দেবের কারণ।
মম অস্থি নিয়া ইন্দ্র সাধ প্রয়োজন॥
পৃথিবীতে যতযত করিলাম পুণ্য।
আমার সার্থক জন্ম হইল সে ধন্য॥
আশ্বাস পাইয়া ইন্দ্র করি যোড় কর
কহিলেন মুনিবরে যতেক অমর॥
তোমার অস্থিতে হবে বজ্র বলবান।
এ তোমার মৃত্যু নহে জীবন সমান॥
এতেক শুনিয়া মুনি করিল স্বীকার।
যোগাসনে বসি প্রাণ দিল আপনার॥
ইন্দ্রাদি দেবতাগণ হন উল্লাসিত।
পুষ্পবৃষ্টি মুনি শিরে দিল অপ্রমিত॥
নাচিতে লাগিল দেবগণ ঊর্দ্ধকরে।
কার্য্যসিদ্ধি দেখি সব আনন্দ অন্তরে।
শঙ্খ ভেরী আদি বাদ্য বাজয়ে বিশাল।
বীণা ডম্ফ যন্ত্র বাজে সহিত কাহাল॥
তেয়াই কাঁসর শানি বাজে মধুরিম।
মৃদঙ্গ পটহ ঢাক বাজয়ে ডিণ্ডিম॥
মধুর সুনাদ বাঁশী বাজে শত শত।
উৎসব করয়ে আসি অমরাদি যত॥
মেনকা উর্ব্বশী রম্ভা আর তিলোত্তমা।
জানপদী সহ কন্যা রূপে অনুপমা॥
নানা রঙ্গে নৃত্য করে যত বারাঙ্গনা।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর গায হরষিত মনা॥
মাহা মহোৎসব হৈল না পারি বর্ণিতে।
ডাক দিয়া দেবরাজ লাগিল কহিতে॥
হরিষ বিষাদে পরে দেব আখণ্ডল।
কহিলেন পুণ্যতীর্থ হৈল এইস্থল॥
দধীচির তীর্থ নাম করি নিরূপণ।
আমার ভারতী এই শুন দেবগণ॥
অনন্ত জন্মের পাপ খণ্ডিবে ইহাতে।
স্নানদান করে যেই দধীচি তীর্থেতে॥
চলিলেন তথাস্তু বলিয়া দেবগণ।
দধীচির অস্থিলয়ে সহস্রলোচন॥
ডাকি বিশ্বকর্ম্মাকে কহেন শীঘ্রগতি।
বজ্র নির্ম্মাইয়া মোরে দেও মহামতি॥
আজ্ঞামাত্র বিশ্বকর্ম্মা বজ্র নির্ম্মাইয়া।
সকল অস্ত্রের তেজ তাহে সমর্পিয়া॥
হইল অব্যর্থ অস্ত্র বিশ্বকর্ম্মা দেখি।
বাসবেরে সমর্পিল হইয়া কৌতুকী॥
ব্রহ্মার নিকটে লয়ে গেলেন মঘবা।
করিলেন প্রণতি করিয়া নতগ্রীবা॥
বজ্র দেখি হরষিত হয়ে পদ্মযোনি।
ব্রহ্মমন্ত্রে অভিষিক্ত করিল তখনি॥
জীবন্যাস দিয়া ইন্দ্রে বলিল বচন।
এই অস্ত্র লয়ে কর দানব মর্দ্দন॥

ইন্দ্র বজ্র পাইয়া হইল আনন্দিত।
ব্রহ্মারে প্রণাম করি চলিল ত্বরিত ॥
দেব সৈন্য সমস্ত করিয়া সমাবেশ।
নিজ রাজ্য প্রাপ্ত হেতু উদ্যোগী সুরেশ ॥
যুঝিতে চলিল বৃত্র সুরের সংহতি।
পাইলেক ইন্দ্রের নিনাদ দৈত্যপতি ॥
নিজ সৈন্য সাজিয়া চলিল দৈত্যবর।
দুই দলে মহাযুদ্ধ লয় ঘোরতর ॥
রথী রথী অগ্রে মহাযুদ্ধ বাণে বাণে।
পদাতি পদাতি যুদ্ধ হয় নানা স্থানে ॥
ঘোড়ায় ঘোড়ায় যুদ্ধ হয় মহামার।
বাণে বাণে গগণে হইল অন্ধকার ॥
অনল বায়ব্য বাণ দুই পক্ষে রণে।
দুই বাণ নষ্ট হয় দোঁহাকার বাণে ॥
মুখ মেলি দৈত্য ইন্দ্রে গিলিবারে যায়।
বৃত্রে দেখি পুরন্দর পাইলেন ভয় ॥
ইন্দ্র পালাইল দূরে লয়ে সব দেবে।
লইলেন বিষ্ণুর শরণ গিয়া সবে ॥
কহিলেন সমাচার দেব নারায়ণে।
বলিলেন বিষ্ণু ইন্দ্র শুন সাবধানে ॥
বিষ্ণুতেজ নাহি কিছু তোমার শরীরে।
এই মম তেজ ধর দিলাম তোমারে ॥
বিষ্ণু তেজ পাইয়া হইল বলবান।
পুনঃ যুদ্ধ করিবারে গেল মরুত্বান ॥
মহাযুদ্ধ সুরাসুরে হয় ঘোরতর।
পড়িল অনেক সেনা সংগ্রাম ভিতর ॥
যুদ্ধকালে বৃত্রাসুর ইন্দ্রে বলে বাণী।
আমাকে করিবা বধ দেব বজ্রপাণী ॥
ধর্ম্ম পরায়ণ বৃত্র পরম বৈষ্ণব।
বৃত্রাসুর শক্রে করে নানাবিধ স্তব ॥
সুরপতি বলিলেন তুমি বলবান।
তোমারে ক্ষমিয়া আমি রাখিলাম বাণ ॥
বৃত্রবলে কার্য্যসিদ্ধি নহিল আমার।
ইন্দ্র মোরে ক্ষমিল করিয়া পরিহার ॥
শুন মূর্খ রণে পড়ি যায় স্বর্গলোক।
এই কর্ম্ম না করিয়া বৃথা করি শোক ॥
এত বলি বৃত্রাসুর ইন্দ্রে দেয় গালি।
শুনরে পামর ইন্দ্র তোর প্রতি বলি ॥
গুরুদারা হরিলি করিলি মহাপাপ ॥
তোরে মারি গৌতমের খণ্ডাইব তাপ ॥
এতেক কুবাক্য বৃত্র বাসবেরে বলে।
শুনি সুরপতি ক্রোধে অগ্নি হেন জ্বলে ॥

কুলিশ ধরিয়া ইন্দ্র মারিলেন তারে।
চূর্ণ হৈল বৃত্রাসুর বজ্রের প্রহারে ॥
অপর সকল সৈন্য পলাইল রণে।
ইন্দ্র পুনঃ রাজা হৈল অমর ভুবনে ॥
যার যেই কার্য্য সেই লাভিল সত্বর।
সকল অমর হৈল সুস্থির অন্তর ॥
শুনহে ভূপাল কুরুকংশ চূড়ামণি।
বলিলাম দধিচার তীর্থের কাহিনী ॥
সেই তীর্থে বলরাম হৈল উপনীত।
করিলেন স্নান দান যজ্ঞ নিয়মিত ॥
মহাভারতের কথা অমৃত পীযূষ।
কাশীদাস কহে সব হয় নিষ্কলুষ ॥

শাণ্ডিল্যাশ্রমে নারদ বলরামকে সংবাদ দেন।

জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় শুন মুনিবর।
চলিলেন কোন তীর্থে পুনঃ হলধর ॥
বলিল বৈশম্পায়ন শুনহে রাজন।
হইয়া একাগ্রমনা করিবে শ্রবণ ॥
পৃথিবীর যত তীর্থ ভ্রমণ করিয়া।
শাণ্ডিল্য আশ্রমে রাম উত্তরিল গিয়া ॥
শাণ্ডিল্য আশ্রমে সেই যমুনার তীরে।
তথায় গেলেন রাম নারদ মুনিরে ॥
তথা স্নান দান করি মনের হরিষে।
ব্রাহ্মণ ভোজন আদি করান বিশেষে ॥
নারদ সহিতে তথা হৈল দরশন।
বলদেবে মুনিবর কহেন বচন ॥
তীর্থযাত্রা হেতু তুমি গেলা দেশান্তর।
কৌরব পাণ্ডব যুদ্ধ হৈল ঘোরতর।
একাদশ অক্ষৌহিণী দুর্য্যোধন সেনা।
মরিল ভূপতি যত কে করে গণনা ॥
সপ্ত অক্ষৌহিণী পতি রাজা যুধিষ্ঠির।
তাঁহার সহায় ছিল মহা মহাবীর ॥
আপনি হইল কৃষ্ণ পার্থের সারথি।
সেই যুদ্ধে নষ্ট হয় সকল নৃপতি ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আদি পড়িল সমরে।
আর তব ভাগিনেয় অভিমন্যু মরে ॥
দুর্য্যোধন একা মাত্র কৃপ অশ্বত্থামা।
অবশেষে এই মাত্র কহিলাম তোমা ॥
পঞ্চ ভাই পাণ্ডব দ্রৌপদী পঞ্চ সুত।
অবশেষে আর কিছু না দেখি প্রস্তুত ॥
হত সেনা দেখিয়া পলায় দুর্য্যোধন।
দ্বৈপায়ন হ্রদে গিয়া প্রবেশে তখন ॥

তথাপি কৃষ্ণের মনে দয়া না হইল।
হ্রদে হৈতে রাজা দুর্য্যোধনে উঠাইল ॥
আমি দুর্য্যোধনে হবে গদার সমর।
দেখিতে বাসনা যদি থাকে হলধর ॥
এইক্ষণে যাও তথা ত্বরিত গমনে।
বঁ চাইতে পার যদি রাজা দুর্য্যোধনে ॥
চক্র করি চক্রী তারে করিবেন নাশ।
চক্রী চক্রে পড়িলে কাহার থাকে শ্বাস ॥
শুনিয়া নারদ বাক্য দেব বলরাম।
তথায় গেলেন দ্রুত না করি বিশ্রাম ॥
হইলেন দ্বৈপায়ন তীরে উপনীত ॥
উঠিলেন গোবিন্দ দেখিয়া ত্বরান্বিত ॥
যুধিষ্ঠির আদি পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
সংভ্রমে করিল সবে চরণ বন্দন ॥
গোবিন্দেরে আলিঙ্গন দেন বলরাম।
কৃষ্ণ বলরাম শোভা দেখি অনুপাম ॥
প্রেম অশ্রুজলে দোঁহে করিলেন স্নান।
প্রীতিবাক্যে জিজ্ঞাসেন সবার কল্যাণ ॥
যুধিষ্ঠির পঞ্চ জন করি আশীর্ব্বাদ।
জিজ্ঞাসেন বলরাম হরিষে বিষাদ ॥
গোবিন্দে কহেন রাম হরিষে বিষাদ।
পৃথিবীতে রাজাগণে করিলে নিপাত ॥
যতেক নৃপতিগণ হইল সংহার।
উদ্ধারিতে ক্ষিতি ভার তব অবতার ॥
উত্তর করিল তাই এতে নাহি দোষ।
এই কর্ম্মে সবাকার হইল সন্তোষ ॥
রামের বচন শুনি ভগবান তায়।
নিবেদন করিতে লাগিল অভিপ্রায় ॥
হেন কালে দুর্য্যোধন কান্দিতেং।
প্রণাম করিল রামে ব্যাকুল চিত্তেতে ॥
দুর্য্যোধনে কোল দিয়া বহে নেত্রজল।
বলরাম জিজ্ঞাসেন তাহাকে কুশল ॥
কহিলেন সর্ব্ব কথা কুরু নৃপমণি।
শুনিয়া তৎসের কৃষ্ণ দেব হলপাণি ॥
তুমি বিদ্যমানে ইহা শোভা নাহি পায়।
সামঞ্জস্য কেন নাহি করিলা দোঁহায় ॥
জগন্নাথ কহিলা করিয়া যোড়হাত।
নিবেদন করি শুন রেবতীর নাথ ॥
শিশুকালে পাণ্ডবে যে কৈল দুরাচার।
সকল আছয়ে দেব তোমার গোচর ॥
ত্রয়োদশ বৎসর না ছিলা তুমি দেশে।
যতেক করিল দুষ্ট শুনহ বিশেষে ॥

কপটে খেলিয়া পাশা নিল রাজ্যধন।
কপট পাপাতে হৈল দ্রৌপদীকে পণ ॥
শকুনির বশেতে আছিল পাসাশারি।
হারিলেন যুধিষ্ঠির রাজা নিজ নারী ॥
দুঃশাসন দ্রৌপদীকে আনে সভামাঝ।
তাহাকে আদেশ কৈল দুর্য্যোধন রাজ ॥
দ্রৌপদী হইল দাসী না করে বিচার।
শীঘ্রগতি হরিল সকল অলঙ্কার ॥
সভামাঝে দ্রৌপদীর বস্ত্র কাড়ি লয়।
কুলবধূজনে কি এমন যুক্তি হয় ॥
পরে অন্ধ বস্ত্র দিয়া কৈল পরিত্রাণ।
পুনঃ পাশা খেলিবারে করিল বিধান ॥
যে হারিবে দ্বাদশ বৎসর যাবে বন।
অজ্ঞাত বৎসর এক কৈল নিরূপণ ॥
আজ্ঞাকারি পাশা সেই ছিল শকুনির।
সেই পণে হারিলেন রাজা যুধিষ্ঠির ॥
দ্বাদশ বৎসর বনে ভ্রমিয়া পাণ্ডব।
এত দুঃখ পান বনে কি কহিব রব ॥
রহিলেন অজ্ঞাত বৎসর মৎস্যদেশে।
অজ্ঞাত উদ্ধার হৈল উপায় বিশেষে ॥
যুধিষ্ঠির চাহিলেক স্বীয় রাজ্য তার।
কদাচিত রাজ্য নাহি দিল দুরাচার ॥
যুধিষ্ঠির চাহিলেন গ্রাম পঞ্চখানি।
দুর্য্যোধন নাহি দিল হেন অভিমানি ॥
দূত হইয়া আইলাম যথা দুর্য্যোধন।
আমাকে রাখিতে চাহে করিয়া বন্ধন ॥
কটু বাক্য আমাকে কহিল দুর্য্যোধন।
বিনা যুদ্ধে রাজ্য নাহি দিব কদাচন ॥
তবে সে হইল নাথ যুদ্ধ সমাবেশ।
সেই যুদ্ধে রাজগণ হইল নিঃশেষ ॥
মম অপরাধ এতে কি হৈল গোসাঞি।
দুর্য্যোধন তুল্য দুষ্ট পৃথিবিতে নাই ॥
আমাকে যে দোষ দেন না জানি কারণ।
সকল করিল নষ্ট দুষ্ট দুর্য্যোধন ॥
উহাকে করহ শাস্ত রেবতীরমণ।
তব প্রিয় শিষ্য বটে রাজা দুর্য্যোধন ॥
যুধিষ্ঠির এখনো চাহেন পঞ্চ গ্রাম।
সামঞ্জস্য করিয়া আপনি দেন রাম।
তব আজ্ঞা যুধিষ্ঠির না হবে লঙ্ঘন।
উহারে কহিয়া দ্বন্দ্ব কর নিবারণ ॥
সকল গিয়াছে এক আছে দুর্য্যোধন।
তবু পঞ্চ গ্রামে দুষ্ট ধর্ম্মের নন্দন ॥

শুনিয়া কৃষ্ণের বাক্য রোহিণী নন্দন।
দুর্য্যোধন প্রতি পরে বলিলা বচন॥
শুন ভাই দুর্য্যোধন মম হিত কথা।
যুদ্ধ না করিবা তুমি শুনিবা সর্ব্বথা॥
সর্ব্ব সৈন্য নাশ হৈল আর নাহি কেহ।
যুদ্ধে চিত্ত ক্ষমা কর আছে মাত্র দেহ॥
হৃদ্যতা করহ তুমি পাণ্ডব সহিতে।
অর্দ্ধ রাজ্য দেও উহা আপন ইচ্ছাতে॥
এতেক কহিল যদি দেব হলধর।
কতক্ষণে দুর্য্যোধন করিল উত্তর॥
মোরে আর হিত বাণী না বল গোসাঁই।
পাণ্ডবের সহ আর মম প্রীতি নাই॥
যত দুঃখ দিলাম পাণ্ডুর পুত্রগণে।
ভয় স্নেহে প্রীতি আর হইবে কেমনে॥
সর্ব্ব দুঃখ পাণ্ডব পারিবে পাসরিতে।
অভিমন্যু শোক না ভুলিবে কদাচিতে॥
সপ্তরথী একত্র হইয়া আসি রণে।
মারিল অন্যায় যুদ্ধে সুভদ্রা নন্দনে॥
মম আর রাজ্যভার কিছু নাহি মনে।
সৌহৃদ্য করিতে দেব বল অকারণে॥
পূর্ব্বে পণ করিয়াছি সভার ভিতরে।
বিনা যুদ্ধে রাজ্য নাহি দিব পাণ্ডবেরে॥
সূচীকাগ্রে যত খানি উঠিবেক ভূমি।
বিনা যুদ্ধে তত খানি নাহি দিব আমি॥
সমরে আমারে ভীম করিবে সংহার।
যুধিষ্ঠির পাইবেন সর্ব্ব রাজ্য তার॥
শাসিলাম সসাগরা ধরা বাহুবলে।
সকল ভূপতি ছিল মম করতলে॥
ইহার ঈশ্বর হয়ে ভুঞ্জিলাম ক্ষিতি।
যুদ্ধে মরি স্বর্গে গিয়া হইব তেমতি॥
রাজত্ব আমাকে আর শোভা নাহি পায়।
যুদ্ধে মম প্রাণ পণ ক্ষমা নাহি তায়॥
এত যদি দুর্য্যোধন কহিল ভারতী।
তাহাকে কহিলা তবে রেবতীর পতি॥
যাহা ইচ্ছা মনে হয় তাহা কর তুমি।
যুদ্ধ কর দোঁহে দ্বারাবতী যাই আমি॥
গোবিন্দ বলিল দেব শুনিলেন আপনি।
পাণ্ডবের অপরাধ বুঝিলা এখনি॥
এইক্ষণে দ্বারকা গমন যুক্তি নয়।
দোঁহাকার গদাযুদ্ধ দেখ মহাশয়॥
বলরাম কহিলেন শুন দামোদর।
দেখিতে হইল তবে উভয় সমর॥
যুধিষ্ঠীরে চাহিয়া বলিলা বলরাম।
এ ভূমিতে না হইবে দোঁহার সংগ্রাম॥
সমন্ত পঞ্চক নাম কুরুক্ষেত্র জানি।
শুনিয়াছি মুনিগণ বদনে কাহিনী॥
যে স্থানেতে হয় যার সমরে বিনাশ।
চিরকাল হয় তার স্বর্গেতে নিবাস॥
হ্রদ তীরে ভাল নহে সংগ্রামের স্থান।
এইমত ধর্ম্মেরে কহিলা ভগবান॥
সাধুবাদ করিল সকলে হলধরে।
তখন গেলেন কুরুক্ষেত্র তীর্থবরে॥
সমর আরম্ভ হৈল ভীম দুর্য্যোধনে।
বসিল সকল লোক যথা যোগ্য স্থানে॥
মহাভারতের কথা সমান পিযুষ।
কাশীদাস কহে নর হয় নিষ্কলুষ॥

কুরুক্ষেত্রের বিবরণ।

জিজ্ঞাসিল মুনিবরে রাজা জন্মেজয়।
কুরুক্ষেত্রের মহিমা বলিবা মহাশয়॥
পুণ্যক্ষেত্র কেমনে হইল সেই স্থান।
আমাকে বলিবা মুনি করিয়া বাখ্যান॥
বলিলেন মুনি শুন রাজার নন্দন।
তোমাকে জানাই কুরুক্ষেত্র বিবরণ॥
তব পূর্ব্ব পুরুষ ছিলেন কুরুরাজা।
পুত্রবৎ করিয়া পালিত সর্ব্ব প্রজা॥
প্রতাপে ছিলেন রাজা মহাধনুর্দ্ধর।
সসাগরা পৃথিবীর হইলা ঈশ্বর॥
দানেতে সমান কেহ না ছিল তাহার।
ব্রাহ্মণ অদৈন্য হন দানেতে যাহার॥
বিপক্ষ দলনে মহারাজ চক্রবর্ত্তী।
পৃথিবী পূরিল যার যশ আর কীর্ত্তি॥
ধনুতে অভ্যাস ভৃগুরামের সমান।
পরম যোগীন্দ্র শুকদেব সম জ্ঞান॥
প্রভাতে উঠিয়া নিত্য করি স্নান পূজা।
সুবর্ণ লাঙ্গল এক স্কন্ধে নিয়া রাজা॥
দুই নীল বৃষ পরে যুড়িয়া লাঙ্গলে।
প্রহর পর্য্যন্ত যান মহাকুতূহলে॥
প্রহর পর্য্যন্ত বৃষ যত দূর যায়।
সেইক্ষণে চাসে ক্ষমা দেন কুরুরায়॥
তারপরে রাজকার্য্যে রত নরবর।
দরিদ্র দুঃখিকে দান করে অতঃপর॥
প্রতিদিন এই মত চলেন ভূপতি।
সহস্র বৎসর কাল চসিলেন ক্ষিতি॥

এক দিন চাসে রত আপনার মনে।
ছদ্মবেশে সহস্রাক্ষ গেলেন সে স্থানে॥
জিজ্ঞাসা করিল ইন্দ্র চাতুরী করিয়া।
মহারাজ এই ক্ষেত্র চস কি লাগিয়া॥
রাজা হয়ে কর কেন কৃষকের কর্ম্ম।
ইহার কি মর্ম্ম রাজা আছে কিবা ধর্ম্ম॥
রাজা বলিলেন স্বর্গ ইন্দ্রের শাসন।
ধর্ম্মাধর্ম্ম করয়ে যতেক রাজগণ॥
যজ্ঞ অগ্রভাগ অগ্রে পান সুরপতি।
তার অংশে যত রাজা বৈসে বসুমতি॥
পুরন্দর তুষ্ট হৈলে সর্ব্ব ধর্ম্ম হয়।
চারি বেদে এই কথা বিদিত নিশ্চয়॥
স্বর্গেতে অধিক হৈল কশ্যপের সুত।
তার অংশে রাজগণ ভুমি পুরহুত॥
নিত্য কর্ম্ম করিবেক ক্ষিতিতে রাজন।
তার ধর্ম্মাধর্ম্ম পান সহস্রলোচন॥
আপনি করিব যজ্ঞ এই ক্ষেত্র মাঝে।
অগ্রে যজ্ঞভাগেতে তুষিব দেবরাজে॥
রাজার এতেক শুনি ধার্ম্মিক বচন।
তুষ্ট হয়ে কহিলেন সহস্রলোচন॥
আমি ইন্দ্র শুন রাজা বলি পরিচয়।
বর মাগ মহারাজ যেবা মনে লয়॥
লাঙ্গল ছাড়িয়া রাজা গলে বস্ত্র দিয়া।
ইন্দ্রের চরণ যুগে পড়িলেন গিয়া॥
তুমি ছদ্মরূপধারী দেব সুরপতি।
চর্ম্ম চক্ষে চিনিতে না পারি মূঢ়মতি॥
কত দোষ করিলাম তোমার চরণে।
অপরাধ ক্ষমা কর জ্ঞানহীন জনে॥
ইন্দ্র বলিলেন রাজা নাহি কিছু পাপ।
কাকুবাদ করি কেন বাড়াও সন্তাপ॥
বর মাগ মহারাজ যেবা লয় মন।
মনোনীত বর দিব শুনহ রাজন॥
রাজা বলিলেন প্রভু কর অবধান।
মোরে বর দিয়া দেব কর সমাধান॥
সহস্র বৎসর আমি চসিয়াছি ভুমে।
কুরুক্ষেত্র বলিয়া হউক মম নামে॥
এ ক্ষেত্রের ধূলি উড়ে লাগে যার গায়।
অসংখ্য জন্মের পাপ সে জনের যায়॥
অনিচ্ছায় ইচ্ছায় বা মরে যে এ স্থানে।
পায় যেন সে নির্ব্বাণ মুক্তি সেইক্ষণে॥
পৃথিবীতে যতেক আছয়ে তীর্থগণ।
তীর্থ চূড়ামণি নামে ইহার গণন॥
এই বর দেও মারে দেব দৈত্যভেদী।
এই তীর্থ রহিবেক চন্দ্র সূর্য্যাবধি॥
তথাস্তু বলিয়া ইন্দ্র হন অন্তর্দ্ধান।
কুরুরাজ নিজ গৃহে করিল প্রয়াণ॥
এই হেতু কুরুক্ষেত্র শুন নৃপমণি।
তোমাকে জানাই কুরুক্ষেত্রের কাহিনী॥
ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন সুতের নন্দন।
কি মতে করিল যুদ্ধ ভীম দুর্য্যোধন॥
সঞ্জয় বলেন রাজা শুন মন দিয়া।
ভীম দুর্য্যোধনে যুদ্ধ কহি বিস্তারিয়া॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

ভীম কর্ত্তৃক দুর্য্যোধনের উরু ভগ্ন।

লঘু-ত্রিপদী।

ভীম দুর্য্যোধন, কুরু মহারণ;
দর্শনেতে কুতুহল।
দেখিতে সমর; লইয়া অমর,
আইলেন আখণ্ডল॥
চড়িয়া বাহন; করি আগমন,
তেত্রিশ কোটি অমর।
যার যেই বেশ, করিয়া বিশেষ,
বসিলা যুড়ি অম্বর॥
অপ্সরী অপর, কিন্নরী কিন্নর,
গন্ধর্ব্ব পিশাচ রক্ষ।
প্রেত ভুতগণ, না যায় গণন;
আসিলেক লক্ষ লক্ষ॥
হংসে পদ্মাসন, বৃষে পঞ্চানন,
পার্ব্বতী কেশরী যানে।
দেব জলেশ্বর, আইল সত্বর,
চড়িয়া নিজ বাহনে॥
হরিণে পবন, নরে বৈশ্রবণ,
মূষিকে বিঘ্ন নাশন।
হইয়া কৌতুকী, চাপি মত্ত শিখী,
আইলেন ষড়ানন॥
শমন মহিষে; পরম হরিষে,
আইল দেখিতে রণ।
অষ্টলোক পাল, সজ্জা করি ভাল,
করিলেন আগমন॥
দিবা নিশাপতি, রমণী সংহতি,
করি রথে আরোহণ।
যত সিদ্ধগণ, না যায় গণন;
আইল যুদ্ধ সদন॥

দেব ঋষি আদি, না ছিল অবধি,
নারদাদি মুনি আর।
ঊর্দ্ধরেতা যত, হয়ে উল্লাসিত,
করিলেন অগ্রসার ॥
সবে স্থানে স্থানে, বসিলেন যানে;
দেখিতে সমর রঙ্গ।
ভীম দুর্য্যোধন, দোঁহে বাধে রণ,
উঠিল রণ তরঙ্গ ॥
দুই মহাবলী, গদা স্কন্ধে তুলি,
ফিরান মণ্ডলি করি।
সঘনে গর্জ্জন, করয়ে দুজন,
যেমন দুই কেশরী ॥
যেন দুই হাতী, ধায় দ্রুতগতি,
পদভরে কাঁপে ক্ষিতি।
দুই বৃষে যেন, করয়ে গর্জ্জন,
কম্পিত সেবাহিপতি ॥
ভীম বামায়তে, ফিরে মহাসত্বে,
দক্ষিণে কৌরব পতি।
পর্ব্বত সমান, দুই বলবান,
ফিরেন পবন গতি ॥
বাক্যযুদ্ধ আগে, করি দোঁহে রাগে,
কেহ কারো নহে ঊন।
ভীম মহাযোদ্ধা, ফিরাইল গদা,
দুর্য্যোধনে পুনঃ পুনঃ ॥
সাঞ্জি সাঞ্জি ডাকে, গদা ঘনপাকে,
দুজনে ভ্রময়ে কোপে।
দুই পদভরে, থর থর করে,
সঘনে অবনী কাঁপে ॥
পুরিয়া সন্ধান; কৌরব প্রধান,
ভীমেরে মারিল ঘাত।
পুষ্পমালা প্রায়, বৃকোদর তায়,
পাতিয়া লইল হাত ॥
দুই গদাঘাত, যেন বজ্র পাত,
ঠন ঠন শব্দ শুনি।
দুর্য্যোধন অঙ্গে; ভিম মহারঙ্গে,
করিল গদা ঘাতনী ॥
মহাগদাঘাত, খায়ে কুরুনাথ,
পড়িল ধরণি তলে।
পড়ি ক্ষণমাত্র, তবে রাজপুত্র,
উঠিয়া তখনি বলে ॥
পুনঃ দুই বীরে, গদা লয়ে করে;
মণ্ডলী করিয়া ফিরে।

গদার প্রহার, করি মহামার,
দুজনে হানি, দোঁহারে ॥
রাজা দুর্য্যোধন, হয়ে কোপ মন,
গদা প্রহারিল ভীমে।
বীর বৃকোদর, কাঁপি থরথর,
সঘনে পড়িল ভূমে ॥
হয়ে অচেতন, পবন নন্দন,
ভূতলে পড়িল ঠায়।
দেখি নারায়ণে, বিনয় বচনে,
জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মরায় ॥
কহ দামোদর, কৌরব ঈশ্বর,
ভীমে গদা প্রহারিল।
ভীম মহাবল, হইয়া বিকল,
যুদ্ধে অচেতন হৈল ॥
মহাবলবন্ত, কৌরব দুরন্ত,
ভীম হৈতে বলবান।
প্রলয় সংগ্রাম, করে অবিরাম,
কহ হেতু ভগবান ॥
গোবিন্দ উত্তর, শুন নৃপবর,
দুর্য্যোধন রণে কৃতি।
জামাই তোমাতে; ভীমসেন হৈতে;
বলাধিক কুরুপতি ॥
শুনি যুধিষ্ঠির, হইয়া অস্থির,
জিজ্ঞাসেন হরিস্থানে।
দুর্য্যোধন কৃতী, বলিলা শ্রীপতি,
বুঝি জয় নাহি রণে ॥
কহিল শ্রীকান্ত, রাজা হও শান্ত,
ভয় নাহি কর মনে।
উপায় ইহার, আছে সারোদ্ধার,
কহিব দেখ এক্ষণে ॥
গোবিন্দ বচনে, স্থির হয়ে মনে,
রহিলেন ধর্ম্মসুত।
পবননন্দন, পাইয়া চেতন;
উঠিলেন অতি দ্রুত ॥
পুনঃ গদা তুলি, করিয়া মণ্ডলী,
ভ্রমি ভীম দুর্য্যোধনে।
নিজ ঊরুতলে; করাঘাত ছলে,
মারিলেন নারায়ণে ॥
পবননন্দন, ছিল বিস্মরণ,
আপন প্রতিজ্ঞা কথা।
কৃষ্ণের সঙ্কেতে; পড়িল মনেতে
ইহলেন সব জ্ঞাতা ॥

বলরাম কাছে, যুদ্ধস্থলে আছে,
না হবে অন্যায় রণ।
নাভির অধোতে, গদা প্রহারিতে,
শাস্ত্রে নাহি কদাচন॥
এই ভয় মনে, পবননন্দনে,
অন্যায় করিতে মন।
হলধর ভয়; ভাবিয়ে হৃদয়,
রাম যদি ক্রুদ্ধ হন॥
সাত পাঁচ মনে, ভাবি ক্ষণেক্ষণে,
যা করেন হলধর।
প্রতিজ্ঞা পালন, করিব আপন,
প্রহারিব উরুপর॥
এই রূপে দোঁহে, গদা লয়ে মোহে,
মণ্ডলী করিয়া ক্রমে।
দুর্য্যোধন গদা, মারিতে সর্ব্বদা,
উদ্যত করিয়া ভীমে॥
উরুর উপর, বীর বৃকোদর;
মারিতে করিল মন।
মস্তক উপর, মারিতে সত্বর,
ভাবিলেন দুর্য্যোধন॥
এক লাফ দিয়া, শূন্যতে উঠিয়া,
মারিল ভীমেরে গদা।
এই অনুমানি, কুরু নৃপমণি,
লাফিয়া উঠিল তথা॥
দৈবের কারণ, না যায় খণ্ডন,
দুর্য্যোধন লাফ দিতে।
ভীম গদাঘাতে, যেন বজ্রপাতে,
বাজে তাহার উরুতে॥
লোক দেখে রঙ্গে, দুই উরুভঙ্গে,
ভূমে পড়ি দুর্য্যোধন।
দেখি দেবগণ; চমকিত মন,
করে ভীম আস্ফালন॥
ব্যাসের বচন, ভাবি অনুক্ষণ,
পাঁচালী কৈল রচন।
গদাপর্ব্ব বাণী, অপূর্ব্ব কাহিনী,
কাশীদাসের কথন॥

দুর্য্যোধনের মস্তকে ভীমের পদাঘাত।

পড়ে যেন গিরিবর ইন্দ্র বজ্র ঘাতে।
উরু ভঙ্গে কুরু বীর পড়িল ভূমেতে॥
কুরুপতি উরুযুগ দেখিয়া নয়নে।
কামের অধীন হয়ে ভজে নারিগণে॥
হেন উরুভঙ্গেতে পড়িল কুরুপতি।
মহাশব্দে কাঁপিতে লাগিল বসুমতী॥
সমরেতে অন্যায়ে পড়িল কুরুসুত।
উৎপাত হইল বড় দেখিতে অদ্ভুত।
বিপরীত বাত বহে দেখিতে সদৃশ।
শিবাগণ কান্দে রক্তবৃষ্টি যে অদৃশ্য॥
দুর্য্যোধনে চাহি ভীম বলিল বচন।
শুন ওরে কুলাঙ্গার মূঢ় দুর্য্যোধন॥
যাজ্ঞসেনী দ্রৌপদীর কৈলি অপমান।
তার ফল ভুঞ্জ এবে শুনরে অজ্ঞান॥
এত বলি তার মাথে মারিলেন লাথি।
উরুভঙ্গে মানভঙ্গে স্তব্ধ কুরুপতি॥
রাজার মুকুট মণি ভাঙ্গিয়া চরণে।
পাষাণ হৃদয় ভীম দয়া নাহি মনে॥
হেট মাথা করিয়া আছেন মহাবীরে।
বামপদে ভীম লাথি মারিলেন শিরে॥
কৃপাসিন্ধু যুধিষ্ঠির বড় সাধুজন॥
অশেষ বিলাপ করি বলিল বচন।
অরে ভীম কি করিলি কর্ম্ম বিগর্হিত।
এত অপমান কর্ম্ম করা অনুচিত॥
সমস্ত পৃথিবী পতি রাজা দুর্য্যোধন।
জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র রাজার নন্দন॥
কেন তারে চরণে হানিলে কুলাধম।
কুরুনাথে মারিলে করিয়া অনিয়ম॥
সসাগরা পৃথিবীর রাজ চক্রবর্ত্তী।
তাহারে এমন কেন করিলে দুর্গতি॥
মৃগমদ চন্দন সুগন্ধি সুবাসিত।
পদ্মমালা শোভে শিরে কাঞ্চন রচিত॥
ভাস্বর মুকুট মণি দিনকর প্রায়।
দুর্য্যোধন শিরোমণি ধরণী লোটায়॥
অরে দুষ্ট ভীমসেন বড় দুরাচার।
কেমনে করিলি বাম চরণে প্রহার॥
কৃপাশীল যুধিষ্ঠির করিল ক্রন্দন।
দেখিয়া বিস্মিত হন যত সভাজন॥
আপনি মরিলে ভাই বান্ধবে মারিলা।
নিজ কর্ম্মদোষে ভাই রাজ্য হারাইলা॥
সসাগরা পৃথিবীর ছিলা অধিকারী।
ভূমিতলে পড়িয়াছ রণস্থলে হারি॥
ইন্দ্রের সমান তব প্রচণ্ড প্রতাপ।
সিংহাসন ছাড়ি ভূমে এই বড় তাপ॥
মহারাজগণ নাহি পান দরশন।
রাজ্যেশ্বর হয়ে কেন ভূমিতে শয়ন॥

সহস্রেক বিদ্যাধরী তব সেবা করে।
মোহন পুরুষ তুমি সংসার ভিতরে॥
হেন গতি হইল পড়িয়া ভূমিতলে।
পৃথিবী শাসিলা ভাই নিজ ভুজ বলে॥
মাগিলাম পঞ্চ গ্রাম কৃষ্ণ পাঠাইয়া।
পাপিষ্ঠ শকুনি বাক্যে না দিলে ছাড়িয়া॥
ভাই হয়ে চণ্ডাল হইলে মহারাজ।
এতেক করিয়া ভাই সাধিলা কি কায॥
রাজার ক্রন্দন দেখি সকল সমাঝ।
পঞ্চালক সোম আর যত মহারাজ॥
কান্দয়ে সকল লোক যুধিষ্ঠির সনে।
ভূমে গড়াগড়ি যায় রাজা দুর্য্যোধনে॥
কান্দিলেন যুধিষ্ঠির শোকে মনোদুঃখে।
জানুপরে শির দিয়া স্থিত অধোমুখে॥
ভ্রাতৃবধ তাপে চিত্ত ধরা নাহি যায়।
ভাইং বলি রাজা কান্দিল তথায়॥
খাট পাট সিংহাসন সকল ত্যজিয়া।
ভূমিতে লোটায় ভাই জ্ঞান হারাইয়া।
কুবুদ্ধি লাগিলা ভাই না শুনিলে বোল।
গুরু বাক্য না শুনিয়া যমে দিলা কোল॥
রাজার লক্ষণ ভাই আছিল তোমাতে।
তোমা হেন সত্যবাদী নাহি পৃথিবীতে॥
সমর সাগর ঘোর দেখি লাগে ভয়।
একাকী করিলে রণ তুমি মহাশয়॥
তব যশ ঘুষিবেক এ তিন ভুবনে।
পুত্রশোক ধৃতরাষ্ট্র সহিবে কেমনে॥
কি বলিয়া প্রবোধিব গান্ধারী জননী।
কি বলিয়া আশ্বাসিব যতেক রমণী॥
এতেক বিলাপে মূর্চ্ছ ধর্ম্ম নরপতি।
যুধিষ্ঠিরে প্রবোধেন আপনি শ্রীপতি॥
কি কারণে ক্রন্দন করহ গুণনিধি।
এই দুর্য্যোধন রাজা দুষ্টের জলধি॥
যে কালে এ দুষ্ট না ধরিল কার বোলে।
এইত সে মহাতাপে মৃত্যু দিল কোলে॥
এক বস্ত্র রজস্বলা দ্রুপদ কুমারী।
সভামধ্যে আনে তারে উপহাস করি॥
জতুগৃহে পোড়াইল তোমা পঞ্চ জনে।
ভীমে বিষ দিল দুষ্ট নিধন কারণে॥
বহু মিত্র বান্ধব মারিল কুরুরায়।
দুর্য্যোধন কুচরিত্র কহা নাহি যায়॥
অনেক প্রবন্ধে রিপু গেল রসাতল।
হেন ছারে বল ধর্ম্ম কিসে ভাই বোল॥

এতেক বলিলা যদি দেব নারায়ণ।
শুনি দুর্য্যোধন রাজা হন ক্রুদ্ধ মন॥
বাহুযুগ পৃথিবীতে পাতি দিলা ভর।
আটু আরোপিয়া বসি বলিলেক পর॥
কহিতে লাগিলা চাহি কৃষ্ণের বদন।
বুঝিলাম নিজে মন্ত্রী তুমি নারায়ণ॥
কহিলা অর্জ্জুনে তুমি উপদেশ বাণী।
ভীমে জানাইলা পার্থ চক্ষু কোণে হানি॥
তোমার আদেশ মতে পাপী পাণ্ডুসুত।
অন্যায় সমরে বীর মারিল বহুত॥
কর্ণ ভূরিশ্রবা সোমদত্ত গুরু দ্রোণ।
সমরেতে অন্যায় মারিলা নারায়ণ॥
তোমার চরিত্র আমি ভালমতে জানি।
পাণ্ডবের পক্ষ তুমি চিন্ত মম হানি॥
ধিক ধিক তোমার জীবন অকারণ।
যথা আমি তথা তব পাণ্ডুর নন্দন॥
তুমিই মারিলা মম সকল সমাঝ।
আমাকে মারিয়া তুমি সাধিলা কি কায॥
এত শুনি কেশব বলিলা অতিশয়।
শুন দুষ্ট দুরাশয় গান্ধারী তনয়॥
আপনি মরিলা তুমি অধর্ম্মের ফলে।
দ্রৌপদী সতীরে চাহ করিবারে কোলে॥
যত তব অধর্ম্মে মরিল রাজাগণ।
ভূরিশ্রবা দ্রোণ ভীষ্ম কর্ণ মহাজন॥
করিলা অধর্ম্ম যত তাহা পড়ে মনে।
অভিমন্যু সপ্তরথী মারিলা যখনে॥
আপনি তোমার কাছে গেলাম যখন।
যুধিষ্ঠির লাগি পঞ্চ গ্রামের কারণ॥
অঙ্গুলী প্রমাণে নাহি দিলা বসুমতি।
এখন বান্ধব তব ধর্ম্ম নরপতি॥
কৃষ্ণ বাক্যে বলিলেন রাজা দুর্য্যোধন।
না জানি মাধব তব বীরত্ব কেমন॥
বেদ শাস্ত্র পুরাণেতে জানি ধর্ম্মাধর্ম্ম।
জগতে না দেখি কেহ করে মম কর্ম্ম॥
করিলাম বহু যজ্ঞ আর বহু দান।
শাসিলাম সসাগরা ধরা বিদ্যমান॥
ক্ষত্র হয়ে ক্ষত্র ধর্ম্ম পালিনু সকল।
রাজগণ সঙ্গে লয়ে যাই অবিকল॥
বিধবা লইয়া রাজ্য কর যুধিষ্ঠির।
স্বর্গেতে লইয়া যাই যত সব বীর॥
মম বাহু খ্যাত সর্ব্বলোকে করে পূজা।
এত বলি নিঃশব্দ হইল কুরুরাজা॥

শুনি কিছু না বলেন কেশব প্রভৃতি।
লজ্জিত হইল বড় ধর্ম্ম নরপতি ॥
দুর্য্যোধন নৃপতির শুনিয়া উত্তর।
মহাকোপে বলিলেন দেব হলধর ॥
অন্যায়েতে সমরে করিয়া আকর্ষণ।
দুর্য্যোধন মহারাজে করিলা নিধন ॥
এত বলি ক্রোধে কম্প নাহি পরিমাণ।
লাঙ্গল ধরেন হাতে সুমেরু সমান ॥
দারুণ প্রহারে মারে ভীম দুরাচার।
অনিয়ম যুদ্ধ করে অগ্রেতে আমার ॥
এত বলি লাঙ্গল যুড়িয়া হলধর।
দেখিয়া পাইল ভয় যত চরাচর ॥
কহিলেন সশঙ্ক হইয়া নারায়ণ।
কোপ দূর কর প্রভু করি নিবেদন ॥
পাণ্ডবেরা কিসে বন্ধু হইল আমার।
কি কহিব দুর্য্যোধন দুষ্ট দুরাচার ॥
এক বস্ত্রা রজস্বলা দ্রৌপদী সুন্দরী।
সভামধ্যে তাহাকে আনিল কেশে ধরি ॥
আনিয়া বসাবে বলি নিজ উরুপর।
সেই দিন প্রতিজ্ঞা করিল বৃকোদর ॥
হেন কর্ম্ম করে দুষ্ট গোচরে আমার।
সেই হেতু ভীম উরু ভাঙ্গিল উহার ॥
পাতকের প্রায়শ্চিত্ত হইল উচিত।
আপনি এ সব কথা জানহ বিহিত।
আর কিছু পূর্ব্বকথা শুন হলধর।
মৈত্রেয় নামেতে ছিলা এক ঋষিবর।
তাঁর স্থানে অপরাধি ছিল দুর্য্যোধন।
বহু ঋষি সভান্তরে ছিলা কোপ মন ॥
তেজস্বী মৈত্রেয় ঋষি দিলা তারে শাপ।
ভীম তোর উরু ভাঙ্গি ঘুচ হবে পাপ ॥
সত্য অঙ্গিকার ভীম করে সে কারণ।
নৃপতি উরু ভাঙ্গি করিল নিধন ॥
ক্ষত্র হয়ে ক্ষত্র ধর্ম্ম রাখে আপনার।
ইহাতে করিতে ক্রোধ অযুক্ত তোমার ॥
এতেক শুনিয়া ক্রোধ সম্বরেন রাম।
দুর্য্যোধনে প্রশংসা করেন অবিশ্রাম ॥
নিন্দা করি ভীমেরে বলেন বারেবার।
ধিক ধিক ভীমসেন জীবন তোমার ॥
আপনার বীরত্ব রাখিলে ভালমতে।
অন্যায় সমরে খ্যাতি রাখিলা জগতে ॥
ছিল রাজা দুর্য্যোধন রণ পরিহরি।
তুমি তারে মারিলা অন্যায় যুদ্ধ করি ॥
হেন ছার সভাতে বসিতে কেবা চায়।
এত বলি রথে চড়ি যান যদুরায় ॥
নিন্দা করি ভীমেরে বলিলা হলধর।
একেশ্বর যান রাম দ্বারকানগর ॥
দুর্য্যোধন রণ দেখি দেবগণে তুষ্টি।
করিলেন হরিষে সঘনে পুষ্পবৃষ্টি ॥
নৃপগণে লইয়া গেলেন ধর্ম্মরাজ।
বিষণ্ণ বদনে যান শিবিরের মাঝ ॥
যার যেই শিবিরে গেলেন সর্ব্বজন।
বেলা অবসান অস্ত হইল তপন ॥
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত সমান।
অবহেলে শুনিলে বাড়য়ে দিব্য জ্ঞান ॥
যতেক আছয়ে তীর্থ পৃথিবী মণ্ডলে।
তার ফল লভে মহাভারত শুনিলে ॥
অমৃত অর্ণবে যথা গুরু রত্নগণ।
ভারত সাগরে উক্তি সে রূপ গণন ॥
ইহা জানি শুন সবে না করিবা হেলা।
কলি ঘোর সাগর তরিতে এই ভেলা ॥
শ্লোক ছন্দে রচিলেন মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালী প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাস ॥

গদাপর্ব্ব সমাপ্ত।

মহাভারত

সৌপ্তিকপর্ব্ব।

পাণ্ডব নাশার্থে অশ্বত্থামার প্রতিজ্ঞা।

জন্মেজয় কহিলেন কহ মুনিবর।
কোনজন কি কর্ম্ম করিল অতঃপর ॥
বলিলেন মুনিবর রাজার সাক্ষাতে।
অহঙ্কারে দ্রোণ পুত্র লাগিল বলিতে ॥
অবধান মহারাজ কৌরব ঈশ্বর।
এক কথা কহি আমি তোমার গোচর ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আর শল্য আদি যত।
সেনাপতি করিয়া পুজিল সবে হত ॥
কোন কর্ম্ম করিলা তোমার কোন জন।
পাণ্ডবের পক্ষ সবে আনিলা রাজন ॥
এ কারণে তোমার না হৈল কিছু হিত।
মম ইচ্ছা মহারাজ করিব বিহিত ॥
তব অপমান আমি সহিতে না পারি।
সেনাপতি কর মোরে কুরু অধিকারী ॥
রণে যদি সেনাপতি করিতে আমারে।
করিতাম সবংশে সংহার পাণ্ডবেরে ॥
আমার বীরত্ব তুমি জান ভালমতে।
কোনজন যুঝিবেক আমার অগ্রেতে ॥
ইন্দ্র যম বরুণ কুবের হুতাশন।
মম সঙ্গে বিবাদে করিবে কোনজন ॥
এক দিন যুক্তি না করিলে মম সনে।
আপন বৈভব তুমি নাশিলা আপনে ॥
জনম অবধি আমি তোমার পালিত।
এ কারণে করিবারে চাহি তব হিত ॥
এক্ষণেও সেনাপতি করিলে আমারে।
আজি পাণ্ডবেরে পাঠাইব যম ঘরে ॥
পাঞ্চাল পাণ্ডব আদি করিব নিপাত।
আমার প্রতিজ্ঞা এই শুন নরনাথ ॥
দ্রোণির বচন শুনি রাজা দুর্য্যোধন।
সাধু২ বলিয়া করিল নিবেদন ॥
যে সব কহিলে মোরে গুরুর নন্দন।
পাণ্ডবের প্রিয় সবে নিশ্চিত কখন ॥
আর কেহ নাহি মম শুন মহাশয়।
আপনি যদ্যপি মম ঘুচাও সংশয় ॥
সেনাপতি তোমাকে করিব আজি আমি।
যে পর্য্যন্ত আছি কিছু হিত কর তুমি ॥
রাজার বিনয় শুনি দ্রোণের নন্দন।
গর্ব্ব করি বলিল নাশিব সর্ব্বজন ॥
কৌরবের পতি শুনি এতেক বচন।
কৃপেরে চাহিয়া তবে বলিল বচন।
শীঘ্রগতি জল আনি দেহ মহামতি।
আজি গুরু পুত্রেরে করিব সেনাপতি ॥
এতেক বলিল যদি রাজা দুর্য্যোধন।
দুই বীর চলিলেন জলের কারণ ॥
কৃপাচার্য্য কৃতবর্ম্মা চলিল তখন।
জল অন্বেষণে যান আন্ধার রজনী ॥
স্থানেং ভ্রমি জল দেখিতে না পান।
একত্র হইয়া দোঁহে ভাবিল সন্ধান ॥
রাজার বচনে আসি জল অন্বেষণে।
জল নাহি পাই কি করিব দুইজনে ॥
বলিলেন কৃপ শুন আমার বচন।
যুদ্ধ কালে আনিয়াছে জল সৈন্যগণ ॥
সেই জল বিনে আর না দেখি উপায়।
এতবলি দুইজন চলিল তথায় ॥
মহাভারতের কথা সুধাসিন্ধু যত।
কাশীরাম দাস কহে পাঁচালী সম্মত ॥

অশ্বত্থামার সৈন্যাধিপত্যে অভিষেক।

সুবর্ণ কলসে বারি লয়ে দুইজন।
রাজার নিকটে যান অনিন্দিত মন ॥
যথায় আছেন রাজা তথায় চলিল।
দুর্য্যোধন নিকটেতে জল আনি দিল ॥
দেখি আনন্দিত অতি কৌরবের পতি।
অভিষিক্ত করিতে উঠেন শীঘ্রগতি ॥
উরু ভাঙ্গি পাড়িয়াছে উঠিতে অশক্ত।
স্পর্শ করি দিয়া বারি কৈল অভিষিক্ত ॥

আপনি লইয়া জল ঢালিলেন শিরে।
এইরূপে সেনাপতি করিল দ্রৌণিরে॥
বিদায় হইয়া পরে বীর তিনজন।
পাণ্ডব শিবিরে যান সত্বর গমন॥
ঘোর অন্ধকার নিশা পথ নাহি চিনি।
ধীরে২ চলিলেন শব্দ নাহি শুনি॥
হেনমতে কতদূর যান তিনজন।
বৃক্ষতলে করিলেন কথোপকথন॥
হেনকালে দৃষ্টি পড়ে বৃক্ষের উপরে।
দারুণ সঞ্চান পক্ষী পান দেখিবারে।
রহিয়াছে জাগিয়া সে ভক্ষণের তরে।
নিদ্রিত সকল পক্ষী সকল নগরে॥
দেখিয়া সে পক্ষীকে বলিল অশ্বত্থামা।
একবুদ্ধি পাইলাম কৃপাচার্য্য মামা॥
কহিতে লাগিল বীর দ্রোণের কুমার।
পাঞ্চাল পাণ্ডব আজি করিব সংহার॥
এইমত অশ্বত্থামা কহি দুই বীরে।
হরষিত হয়ে যান পাণ্ডব শিবিরে॥
রণ জয় করিয়া হরিষ বড় মনে।
সুখে নিদ্রা যান সবে পাণ্ডব নন্দনে॥
এই কালে তিন জন উত্তরিল তথা।
বিরসপ্ত করি দ্রৌণি কহিলেন কথা॥
সবংশে পাণ্ডব আজি মারিব সমূলে।
এক জন না রাখিব পাণ্ডবের কুলে॥
বলিলেন কৃপ ইহা না হয় উচিত।
নিদ্রিত জনেরে নাহি মার কদাচিত॥
ভয়ার্ত্ত শরণাগত নিদ্রিত যে জন।
কখন না হেন জনে করি প্রহারণ॥
নিষেধ না মানি ইহা যেই জন করে।
পঞ্চম পাতকী মধ্যে গণ্য হয় নরে॥
আমার বচন তুমি শুন সাবধানে।
কেন কর্ম্ম বাসনা না কর কদাচনে॥
মরিলেক আপন কুকর্ম্মে দুর্য্যোধন।
ধার্ম্মিক পাণ্ডবে হিংসা করে অনুক্ষণ॥
পাণ্ডবের সহায় সম্পদ নারায়ণ।
তাহার অহিত করি জীবে কোনজন॥
দুর্য্যোধন হীন হেতু বিচারিয়া মনে।
যত শক্তি আছিল যুঝিলে প্রাণপণে॥
তখন না পারিয়াছ করি বহুরণ।
দুর্ব্বুদ্ধি ছাড়িয়া তাত স্থির কর মন॥
পিতৃবৈরী যদি চাহ করিতে নিধন।
রণ মধ্যে ধরি রিপু কর নিপাতন॥
সৎকর্ম্ম করিবে তাত মনে বিচারিলে।
অসৎপথে পদার্পণ কি হেতু করিলে॥
সৎকর্ম্ম সাধনে তাত করিবে যতন।
অসৎকর্ম্ম করিবারে ইচ্ছা কেন মন॥
এখন যে কহি আমি শুন সাবধানে।
তিনজন চল যাই ধৃতরাষ্ট্র স্থানে॥
সবাকার অধিকারী হন অন্ধরাজ।
যেইমত কহিবেন করিব সে কায॥
সৌপ্তিক পর্ব্বের কথা অমৃতের ধার।
কাশী কহে শুনিলে এ ভবে হবে পার॥

শিবির দ্বারে অশ্বত্থামার শিব দর্শন ও শিব পূজা।

কৃপের বচন শুনি দ্রোণের নন্দন।
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ কহিল বচন॥
করিয়াছি প্রতিজ্ঞা রাজার বিদ্যমানে।
সকল করিব নষ্ট তোমার বচনে॥
ক্ষত্র ধর্ম্মে আছে হেন কহে জ্ঞানিজন।
ক্ষত্র হয়ে করিবেক প্রতিজ্ঞা পালন॥
শত্রুকে করিবে ক্ষয় অশেষ প্রকারে।
বলে ছলে কৌশলে নাশিবে অকাতরে॥
ক্ষত্রধর্ম্ম লইয়াছি ব্রাহ্মণ হইয়া।
রাখিব ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম রিপু সংহারিয়া॥
আমাকে মন্ত্রণা দিলা নিজ শক্তি মত।
কেবা এত অজ্ঞান করিবে সেইমত॥
দুরাচার রিপু মম দ্রুপদ নন্দন।
অন্যায়ে আমার তাতে করিল নিধন॥
সেই কোপে অদ্যাপি আমার তনু জ্বলে।
নিতান্ত বধিব আজি নিজ বাহুবলে॥
তাথে যেইজন গিয়া তার পক্ষ হয়।
তার সহ মারিয়া পাঠাব যমালয়॥
যেই দিন ধৃষ্টদ্যুম্ন নাশিলেক তাতে।
করিয়াছি অঙ্গীকার সবার সাক্ষাতে॥
ব্রহ্মবধী পাতকী অধম দুরাচার।
তাহাকে মারিতে হেন উত্তর তোমার॥
পাঞ্চাল পাণ্ডবে আজি করিব নিধন।
পরিতুষ্ট হবেন ভূপতি দুর্য্যোধন।
হন্তা কর্ত্তা অন্নদাতা জনম অবধি।
প্রাণপণ করিয়া তাঁহার কার্য্যসাধি॥
গৃহিমধ্যে শ্রেষ্ঠ সে যে জন অন্নদাতা।
তাহাকে তুষিতে পাপ না হবে সর্ব্বথা॥
দুর্য্যোধনে তুষিব মারিব পিতৃ বৈরী।
সন্তুষ্ট হবেন তাহে কুরু অধিকারী॥

এত বলি গর্জ্জিলেন দ্রোণের নন্দন।
নিঃশব্দে রহিল কৃপ না কহি বচন ॥
মহাবেগে যায় দ্রৌণী অতি ক্রোধ মনে।
পাছুং দুই জনে ছিলা তার সনে ॥
উত্তরিল শিবির নিকটে তিন জন।
প্রবেশিতে বিরোধী হইল পঞ্চানন ॥
বিভূতি ভূষণ তার অঙ্গে মণি হার।
চতুর্ভুজ ত্রিলোচন শিরে জটাভার ॥
ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করেতে ডুম্বুর।
দিব্য রূপ দ্বারেতে বসিয়া মহাসুর ॥
এই রূপে দ্বার রক্ষা করেন শঙ্কর।
নিষেধ করিল তারে যাইতে ভিতর ॥
দ্বার ছাড়ি দেও যদি প্রাণে থাকে ভয়।
বলিলেন দ্রৌণি যাব শিবির ভিতর ॥
শুনিয়া কহেন শিব ছদ্মবেশধারী।
পুর রক্ষা করি আমি হইয়াছি দ্বারী ॥
একেশ্বর আছি আমি দ্বারের রক্ষণে।
আমারে না জিনি পরে যাইবে কেমনে ॥
শুনিয়া কুপিয়া দ্রৌণী মারিলেন বাণ।
মুখ মেলি সে সব গিলিলা ভগবান ॥
যত বাণ এড়িলেন খান ত্রিলোচন।
দেখিয়া বিস্ময় মনে দ্রোণের নন্দন ॥
শূন্য তূণ হৈল আর অস্ত্র নাহি তাতে।
বিস্ময় মানিয়া দ্রৌণী লাগিল ভাবিতে ॥
সামান্য মনুষ্য না হইবে এই জন।
বাণ গিলে নর হয়ে না দেখি এমন ॥
জিজ্ঞাসা করিলা তবে দ্রোণের নন্দন।
এক নিবেদন মম শুন মহাজন ॥
দারুণ আমার অস্ত্র আপনি গিলিলা।
এত বাণ মারি কিছু ব্যথিত নহিলা ॥
শূন্য হৈল তূণ মম বাণ নাহি আর।
তোমার চরিত্র দেখি লাগে চমৎকার ॥
কোন দেব আপনি কহিবা মহাশয়।
অনুগ্রহ করি নাশ করিবা সংশয় ॥
এতেক বলিল যদি দ্রোণের নন্দন।
প্রবোধিয়া তাহাকে কহিলা ত্রিলোচন ॥
নাহি জান দ্রোণ পুত্র আমি কোন জন।
বিশ্বনাথ নাম মম জানে বিশ্বজন ॥
এত শুনি কহিলেন দ্রৌণী যোড় হাত।
কৃপা করি মোরে দ্বার ছাড় বিশ্বনাথ ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলেন ইহা কেমনে পারিব।
পাণ্ডবের আজ্ঞা বিনা ছাড়িতে নারিব ॥

চিন্তিত হইল দ্রৌণী শুনিয়া বচন।
ভাবিলেন উপায় কি করিব এখন ॥
কি করিব কি হইবে ভাবি দ্রৌণী বীর।
শিব পূজা করিব অন্তরে করি স্থির ॥
এত বলি গড়ি লিঙ্গ মৃত্তিকা লইয়া।
বিশ্বনাথ অর্চ্চিলেন বিল্বপত্র দিয়া ॥
গঙ্গাজলে পুষ্প দিয়া করিলা অর্চ্চন ॥
পূজা সারি স্তব করি দ্রোণের নন্দন ॥
কাশীরাম দাস কহে শুন সর্ব্বজন।
এ রূপে করিল স্তব দ্রোণের নন্দন ॥

অশ্বত্থামা কর্ত্তৃক শিবের স্তব।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

শুন প্রভু দিগম্বর, বাঞ্ছাপূর্ণ কর হর
আমি দীন হীন অভাজন।
ক্ষমা কর দোষ যত, আমি তব অনুগত,
নাহি জানি ভজন পূজন ॥
আকাশ পাতাল তুমি, স্থাবর জঙ্গম ভূমি,
দশ দিক অষ্ট কুলাচল।
ক্ষিতিপতি তেজ ব্যোম, পবন ভাস্কর সোম,
তব মূর্ত্তি বিশেষ সকল ॥
কি কব তোমার তত্ত্ব, তুমি রজ তুমি সত্ত্ব,
তমোগুণে করহ সংহার।
পড়িয়াছে এই দায়, উদ্ধার করিতে তায়,
তোমা বিনা কেবা আছে আর ॥
ভজন বিহীন জনে, হের প্রভু ত্রিনয়নে,
লজ্জা রক্ষা কর এইবার।
কাতর এ দীন জানি কৃপা কর শূলপাণি,
তোমা বিনা গতি কি আমার ॥
সুমতি কুমতি দাতা, তুমি সবাকার ধাতা,
পামর কি জানিবে মহিমা।
ভক্ত জন জানে তত্ত্ব, ও চরণে সদা মত্ত,
গুণাতীত গুণের সে সীমা ॥
তব ভক্ত যেই জন, তার নহে দুঃখ মন;
সদা সুখে বঞ্চে চিরকাল।
অভক্ত তোমার যেই, সদা দুঃখ মরে সেই;
বদ্ধ থাকে নাহি কাটে জাল ॥
জ্ঞানোদয় নাহি হয়, সদা অন্ধকারময়,
তথা সেই ভ্রমে অবিরত।
না বুঝি ধর্ম্মের মর্ম্ম, যেমত আপন কর্ম্ম,
ফল পায় সেই সেইমত ॥
যদি জ্ঞান হয় তার; তবে ঘুচে অন্ধকার
তব পদে আশ্রয় করিল।